ছায়ারূপ

শৈলেন মজুমদার

কৈফিয়ৎ

না চাইতে কৈফিয়ৎ দেওয়ার মানে—রেহাই চাওয়া অর্থাৎ ভুল বোঝার পথ আটক করা। এই কৈফিয়ৎও সেই ধরণের।

এই উপন্যাস লেখা শেষ হোয়েছিল স্বাধীনতা দিবসের আগেই। কিন্তু প্রকাশ পেতে অনেক দেরী হোয়ে গেল। দেরীর কারণ নামের জোর না থাকা। তাই ঘটনাগুলার কয়েকটা একটু পেছিয়ে পড়েছে মনে হবে।

আর একটা কথা—কাহিনীর মূলসূত্রটায় হয়ত' কল্পনাধিক্য ঘটে গেছে, কিন্তু যে কথা বলার যে অভিযোগ করার প্রয়াস পেয়েছি তার সম্ভাব্যতার দিকে তাকালে নিশ্চয়ই ঐটুকুর জন্য ছাড়পত্র পাওয়া অসম্ভব চাওয়া নয়। এ কৈফিয়ৎ আমার তাঁদের কাছেই যাঁরা নিজেদের গণ্ডীতে সমালোচনা কোরে থাকেন। সাহিত্য সমালোচকের কাছে আমার কোন কৈফিয়ৎ নেই। কারণ তাঁদের বিচারের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে—সমঝদারের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়াটা শুধু বাড়াবাড়িই !

এই লেখকের লেখা—

তোমার পতাকা যারে দাও

সম্বন্ধে অভিমত :—

অমৃত বাজার—*one can not but admire Mr. Majumder's deft handling of characters.

যুগান্তর—*লেখকের **স্বচ্ছ** দৃষ্টি ভঙ্গীর ফলে প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বাভাবিকরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকের ভাষা ঝরঝরে, কোথাও আড়ষ্টতা নাই।

বসুমতী—*চরিত্রগুলির মধ্যে কোথাও উচ্ছ্বাস বা অসঙ্গতি নেই গল্পটি বাংলা ছায়াচিত্রের উপযোগী।

মনোজ বসু—'তোমার পতাকা যারে দাও' উপন্যাস পড়ে বিমুগ্ধ হোয়েছি। চরিত্র চিত্রণের কৌশল লেখক ইতিমধ্যেই আয়ত্ব করেছেন। এঁর সাহিত্যিক সাফল্য সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রবোধকুমার সান্যাল—"তোমার পতাকা যারে দাও' বইখানি মন দিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি। কেন ভাল লেগেছে তার দুয়েকটি কারণ আমি প্রকাশ করতে পারি। ঘটনা পরম্পরার সাধারণ প্রচলিত বিবৃতি নিয়ে অতি সাধারণ উপন্যাস লেখা হোয়ে থাকে। কিন্তু এই বইটিতে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য কোরে খুসী হয়েছি। চরিত্র সজ্জায় লেখকের একটি নিজস্ব ধরণ বইটির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এনেদিয়েছে। কেবল তাই নয়, অনেক স্থলে লেখকের উদার অভিমতের যে সুপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতেপ্রায়ই সুদক্ষ চিন্তাশীলতা,--এমন কি শিল্পকলারও সন্ধান মিলে যায়।

"যাত্রা হোল সুরু" (আগামী উপন্যাস)

ছায়ারূপ

"ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াইত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারে পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিষ দেবার যো নেই। ইউরোপের কথা ধরুণ। ওদের চার্চ আছে, নেভি আছে, আর্মি আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার যো নেই, ওদিক যাবার যো নেই, কোনদিকে একটু নডচড় হোয়েছে কি সব গোলমাল হোয়ে যাবে! তারই মধ্যে যে একটু পারে সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্রহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।"

বাংলা সাহিত্যের উদীয়মান লেখিকা ছায়া দেবী তার অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠে বল্ল—এই যে কথাগুলা বল্‌লাম তা আমার কথা নয়। বাংলার দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র কয়েক বছর আগে আক্ষেপ কোরে এই মন্তব্য কোরেছিলেন। তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি কোরে গেলাম এই জন্যই যে আমাদের বর্তমান সাহিত্য পড়লেই এই কথাটা উপলব্ধি করা যায় মর্মে মর্মে। তিনি আরও বলেছিলেন—"যেদিন রাজনীতিতে, ধর্মে সামাজিক আচার ব্যবহারে আমাদের হাত বাঁধা পাগুটানো থাকবে না, যেদিন আনন্দের ভেতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে সেইদিন আবার সাহিত্য সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।"

ছায়াদেবী আবেগভরে বলে যেতে থাকল—আজ শরৎচন্দ্র আমাদের মধ্যে। আজ ভারতের এই যুগসন্ধিক্ষণে আমরা তাঁর লেখনীর বাণী থেকে বঞ্চিত। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু অসহায়—বিধাতার ওপর তার হাত নেই। তবু আজ বাংলা সাহি অনেকটা গতানুগতিকতাকে কাটিয়ে উঠছে। আজ তরুণ ও প্রবী সাহিত্য সেবীর মধ্যে যে প্রেরণা জেগেছে তার গতিরুদ্ধ হোতে পারে না। সমাজ বিবর্তনের সূক্ষ্মধারা আজ প্রাণবন্ত হোয়ে উঠছে সাহিত্যে ভেতর দিয়ে। যে দেশের সাহিত্য যত প্রগতিশীল সেই দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোতে তত বেশী কম সময় লাগে। আজ আর একথা অস্বীকার করা যায় না আমাদের চারিদিকে বিরাট পরিবর্তনের পালাগান সুরু হোয়েছে। এই পরিবর্তনের সুরের তালে তালে আমাদের সামঞ্জস্য বজায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। থেমে থাক যায় না: পুরাতনকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা আমি বলছি না তবে নতুনকে অভিনন্দিত কোরে গ্রহণ করার জন্যে আজ আমাদের সক্রিয় ভাবে প্রস্তুত হোয়ে থাকতে হবে। সাহিত্য ছিল একদিন অতীতের স্তুতিবাদে ভরা; সেদিন গিয়ে বর্তমানকে নিয়ে, তার সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ে চলছে সাহিত্যের কারবার। সাহিত্য আজ শুধু অতীত অ বর্তমানের আলেক্ষ্যই নয়—সাহিত্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্যতে ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণমূলক চিত্র আঁকাই প্রগতিশীল শিল্পীর বাহাদুরী। সেই চিত্র শুধু ছবি নয় শুধু রূপ রস র উপভোগের উপাদানেই ভর্তি নয় সেই চিত্র। সে চিত্র বাস্তবতা ব কঠোর সত্যের কষ্টি পাথরে যে বাস্তবতার যাচাই হবে। অভিভাষণ শেষ করে ছায়াদেবী আসনগ্রহণ কোরল। ছোট হল ঘরটা লোকে ঠাসা হোয়ে গেছে হলটি সাজান হোয়েছে সুন্দরভাবে। আধুনিকতার সুচারুরূপ ও রুচি

সমাবেশে বেশ প্রাণবন্ত হোয়ে উঠেছে পরিবেশটা। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো রয়েছে সাহিত্যিক ও স্বদেশসেবী মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি। তেনরঙ্গা কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হোয়েছে যেন সমস্ত হলটা।

নিস্তব্ধ শ্রোতাদের মধ্যে জেগে উঠল মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি। যোগ্যকে সমাদর করা : মানুষের চিরন্তন রীতি। ছায়াদেবীর তাই আজ জনসমক্ষে আবির্ভাব। এইটাই তার প্রথম সম্বর্ধনা নয়, আরও দু'একটা সভায় তাকে অভিনন্দিত করা হোয়েছে।

সভা ভঙ্গ হোয়ে গেল যথারীতিতে। পথের বুকে পায়ের আওয়াজ বাজল নিতান্ত বেতালা ভাবে। হলঘরটা শূণ্য হোয়ে এল। মাত্র জনাকয়েক উদ্যোগী ছাড়া আর কেউ রইল না সেখানে। শুধু একপাশে চুপ কোরে বসেছিল অরূপ। সকলে চলে যাওয়ার পর অরূপ উঠে দাঁড়াল। কেন যে সে বসেছিল তা তার মনে পড়ছে না। এই সভার সুষ্ঠু আয়োজন সুন্দর বক্তৃতা সবই তার ভাল লেগেছে। তবু সে বুঝতে পারছে না কেন তার চিত্তের স্থিরতা নেই। সে উঠে দাঁড়াল—আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকল বাহিরের দিকে। হলঘর থেকে বাহিরে এলে সামনে পড়ে খানিকটা ফাঁকা জমি—ফুলের গাছ আর পাতাবাহারে গাছে সাজানো—নিতান্ত সাধারণ ভাবেই। সেই জমিটা পার হোয়ে যাবার সময় সে দেখল, ছায়াদেবী কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ কোরছে সহাসমুখে। ছায়াদেবীর হাসিমাখা মুখ যেন পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। শ্রোতাদের মুখের মাঝে রয়েছে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সংমিশ্রণ। একটু দূরে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজস্ব 'পোজে'—পরণে তার মিলিটারী পোষাক, মুখে প্রকাণ্ড একটা পাইপ—সেই পাইপ থেকে মাঝে মাঝে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে। এক দৃষ্টিতেই অরূপ দেখে নিল সমস্ত পরিবেশটা। তার ইচ্ছা কোরল

ওদের মাঝে গিয়ে একটু মিশতে। সে আস্তে আস্তে ঐ ছোট দলটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছায়াদেবীর দৃষ্টি বারেকের জন্য অরূপের ওপর পড়ে আবার স্বস্থানে ফিরে গেল। অরূপ তাকিয়ে দেখল সেই মিলিটারীটির দিকে। চোখে চোখ মিল্‌ল—অরূপ মনে মনে হেসে বল্ল—সত্যিই মিলিটারী চাহনি বটে! একটু পরেই সেই মিলিটারী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বল্ল—এবার তা হোলে আমাদের যাবার অনুমতি দিন!

ভদ্রলোকের বিনয়ের কথা শুনে সে অবাক হোল। ঐ পোষাকটার ভেতর থেকে যে এরকম কথা বার হোতে পারে তা ভাবাই যায় না। হয়ত বদ ধারণা হোয়ে গেছে আমাদের! অরূপ গোড়া থেকেই ভদ্র-লোককে বিশেষ সুনজরে দেখছে না। যে লোক সাহিত্যের আসরে আসে, সামরিক সাজে তার প্রতি সহানুভূতি আর যেই দেখাক না কেন সে তা কোনদিন পারবে না। ছায়াদেবীর সামনে থেকে ভদ্রলোকেরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালেন। ছায়াদেবী অপাঙ্গে আর একবার অরূপের প্রতি নজর দিল। অরূপ সহাস্যমুখে একটা নমস্কার কোরল একান্ত বিনয় ভরে।

সে বল্‌ল—আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ পেলে ধন্য হতাম ছায়াদেবী।

ছায়াদেবী গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—বলুন না আপনার কি বলার আছে।

অরূপ বল্‌ল—সামান্য কথা, নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা—হয়ত বিরক্তই হবেন আপনি।

ছায়াদেবী বল্‌ল—বেশত এখানে যদি বলতে না চান আসুন না আমার বাড়ীতে।

অরূপ বল্‌ল—না, না. বাড়ী গিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করার সাহস আমার নেই।

সে কথা বলতে বলতে দেখল একমাত্র সেই সামরীক পোষাকধারী ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। ভদ্রলোক সোৎসুখ ভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে আর ঘন ঘন ধোঁয়া উঠছে পাইপটা থেকে।

ছায়াদেবী বল্‌ল—বলুন না কি বলবেন ?

অরূপ বল্ল—বলছিলাম কি আপনার লেখার সঙ্গে আপনার কোন সামঞ্জস্য নেই। লেখা পড়ে মনে হয়েছিল যেন অভিজ্ঞতায় জর্জর রোগা ছিপছিপে নিতান্ত গম্ভীর প্রকৃতির একজন মহিলার দর্শন পাব। কিন্তু ধারনাটা একেবারে ভুল হয়ে গেল। সত্যিই পল্লীগ্রামের প্রাণের কথা নিতান্ত অচেনা ছবি যে কি কোরে ফুটিয়ে তোলেন তাই আমি ভাবি।

সকালের মিষ্টি রোদের মত এক ঝলক হাসি খেলে গেল ছায়াদেবীর ঠোঁটের ওপর দিয়ে। কোন উত্তর দেবার আগে সেই মিলিটারী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পাইপটা মুখ থেকে না নামিয়েই বল্‌ল—সব জিনিষ যদি একবার চোখের দেখা দেখেই চিনতে পারা যেত কিম্বা মনে মনে যে ধারণা করা যায় তার সব কটাই যদি মিলে যেত, তা হোলে জীবনটা অনেক সোজা হোয়ে উঠত।

—অরূপ একটু হেসে বল্‌ল--জটিলতা আর থাকত না। এইত বলছেন ? সত্যি আমরা যা দেখি তা দেখি না বা দেখলেও তার কতটা যে দেখি তা বুঝি না !

—বেশত একদিন আসুন না আমাদের ওখানে, এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই হাতে অন্য কাজ আছে।

তখন আপনার কথা শোনা যাবে—কথাগুলা বেশ ...হ।

অরূপ হঠাৎ প্রশ্ন কোরল—ইনি বুঝি আপনার বোন হন?

ভদ্রলোক পাইপটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বল্লেন—কেন, বোন হবেন কেন?

অরূপ বল্ল—মাপ করবেন, সম্পর্কটা আন্দাজ করছিলাম। বাঙালীর দোষই জানেনত পরিচয় হোলেই সম্পর্ক নিয়ে টানাটানি সুরু কোরে দেয়। বোন না হলেও নিকট আত্মীয়া নিশ্চয় হবেন, যখন সভায় আপনি অবিভাবক হোয়ে এসেছেন।

অরূপ দেখল ছায়াদেবী মুখ টিপেটিপে হাসছে। তার হাসি দাবানর ব্যর্থ প্রয়াসটা শুধু তার মুখটাকে অনেকটা আরক্ত কোরে তুলেছে। আর মাথার মৃদু ঝাঁকানিতে কানের প্রকাণ্ড দুল দুটো অযথা জোরে জোরে দুলছে। সেই দোদুল্যমান অবস্থায় পাশের বাড়ীটার ফাঁকদিয়ে আসা পড়ন্ত রদ্দুরের যে খানিকটা টুকরো এসে পড়েছিল তাই ঝিকমিকিয়ে উঠছিল। ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—আপনার পরিচয় করার পদ্ধতিটা ভিন্ন রকমের নজরে ঠেকছে। যাই হোক, জেনে রাখুন উনি আমার বান্ধবী ছাড়া আর কেউ নয়।

অরূপ বল্‌ল—আমার ব্যবহারে যদি আঘাত পেয়ে থানেকত সুরুতেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। ছায়াদেবী সুরটা বদলে নিতে বল্‌লে—সেই কথাই তাহোলে রইল, একদিন আসছেন আমার ওখানে। ইনিও থাকবেন, ভাল করে পরিচয় করা যাবে।

ছায়াদেবী অরূপের হাতে নিজের একখানা কার্ড দিয়ে দিল। পরে সেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বল্‌ল—চলুন আর দেরী কিসের?

ভদ্রলোক নতুন কোরে পাইপে মিক্‌শ্চার ভরছিলেন, বল্লেন—দেরী আর কিসের!

তারা যাবার উপক্রম কোরতেই অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল—কটা বেজেছে একটু বলবেন দয়া কোরে। ভদ্রলোক বাধা পেয়ে বিরক্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন। একবার আপাদমস্তক দেখেনিলেন অরূপকে। তাকে প্রথমে যতটা গ্রাম্যভাবাপন্ন মনে করা গেছল তার পোষাক আর চেহারা কিন্তু তার বিরোধিতা কোরছে কঠোর ভাবে। অরূপের রিষ্টেও একটা ঘড়ি রয়েছে।

—আপনার হাতে ঘড়িত রয়েছে।

—আমার মনে হোচ্ছে এটা আমায় ঠকাচ্ছে, ঠিক সময় দিচ্ছে না।

ভদ্রলোক বিদ্রূপ কোরে বল্লেন—কি এত জরুরী কাজে যাবেন এমন সময়ে যে দু'দশ মিনিটের জন্য এতটা ব্যস্ত হোয়ে উঠছেন?

অরূপ বল্ল—কাজ আমার জরুরী কিছু নেই। তবে দেখা আজ আমায় কোরতে হবে একজনের সঙ্গে সাড়ে সাতটার সময় তাই আর কি!

—এখন ঠিক সাড়ে ছ'টা।

—ধন্যবাদ। আমার ঘড়িও ঠিক তাই বলছে। যাক, এখনও একঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে, খানিকটা ঘুরে নিশ্চয় পৌঁছাতে পারব।

ছায়াদেবী যে অরূপের দিকে চেয়েছিলেন সে দৃশ্যটা মিলিটারী ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়াল। অরূপ আপনার মনেই কথাগুলো শেষ কোরে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

বাহিরে দাঁড়িয়েছিল টুসিটারটা। হাতের মৃদু চাপুনীতে গর্জিয়ে উঠল—চঞ্চলতা জেগে উঠল তার সারা শরীরে। ছায়াদেবীকে পাশে নিয়ে নিতান্ত অবহেলা ভরে মানুষ আর গাড়ীর ভীড় কাটিয়ে ভদ্রলোক এসে হাজির হোলেন অভিজাত মহলের একটা নামকরা রেস্তোঁরার সামনে। সামনা সামনি বোসে হুকুম দিলেন দুকাপ কফির। চটপটে

বয়ের অতিরিক্ত পুটুতায় কয়েক মিনিটেই তা হাজির হোল। নিঃশব্দে কয়েক চুমুক দেওয়ার পর—সমরেশসেন কথা কইলেন।

সমরেশবাবু বল্লেন—আজ তোমার বলার ষ্টাইলটা যে কত সুন্দর হোয়েছিল তা কি বলব ছায়া! সভাশুদ্ধ লোক যখন একদৃষ্টিতে তোমার মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনছিল তখন আমি শুধু তাদের মুখগুলোই লক্ষ্য কোরছিলাম। সত্যি কি যে যাদু আছে তোমার কথায় আর লেখায় তা আমি জানি না। আমি মনে মনে গর্ব অনুভব করি যে তুমি আমার বিশেষ পরিচিত।

ছায়াদেবী মৃদু হেসে বল্ল—কি বলেছি আজকের সভায় তা নিশ্চয় শোনেননি!

—অবসর পেলাম কোথায়? কালকের সবগুলা কগজ আমি পড়ব কে কি লিখেছে দেখবার জন্যে।

—নিজের মতামতের চেয়ে কাগজের মতামতের এতটা প্রধান্য দেওয়াটাকে আমি ঠিক ভালভাবে নিতে পারি না।

সমরেশ বাবু কাপটা শেষ কোরে নতুনভাবে পাইপে আগুন দিয়ে বল্লেন—মানুষের ওঠানামা আজকের দিনে সে ত ঐ সংবাদ পত্রের মারফৎই। যদি তারা আমল না দেয় তা হোলে তোমার ভেতর যত গুণই থাকুক না কেন তা পড়ে থাকবে একান্ত অজ্ঞাত হোয়ে। আর প্রতিভার সমাদর যদি না হোল তাহোলে সে প্রতিভা বেঁচে থাকবে কতদিন?

ছায়াদেবী বল্ল—প্রতিভার মৃত্যু অন্য জিনিষ। আপনি যে .ণের কথা বলছেন তা সম্ভব নয়—আগুন ছাই চাপা চিরকালই থাকে না—সত্যিই যদি সেটা আগুন হয়।

—তবু অস্বীকার করা যায় না সংবাদ পত্রের নিছক

প্রয়োজনটাকে। জনসাধারণের মতবাদ গড়তে আর কে অতটা পারে বল? আর এই যে আমরা লড়লুম—আমাদের লড়াই করার চেয়ে কাগজগুলো কি যুদ্ধে কম লড়েছে?

ছায়াদেবী হেসে বল্‌ল—আবার সেই যুদ্ধের কথা! এবার উঠতে হোল দেখছি।

সত্যিই সমরেশ সেনের মধ্যে একটা দোষ সক্রিয় ভাবে জেগে উঠছে—সেটা হোচ্ছে কোন আলোচনা কোরতে বসলে একটু সুযোগ পেলেই সে যুদ্ধের কথায় এনে ফেলে। এ যেন 'রুল অব্ থ্রি'! একটুতেই সহজভাবে সমাধান করার চেষ্টা! সমরেশ সেন 'কিংস্ কমিশন' পেয়ে যুদ্ধের সময়টা 'এয়ার সার্ভিসে' ছিল। তবে কি কারণে জানা ঠিক না গেলেও শোনা যায় স্বাস্থ্যের খাতিরে দুতিন বছর বাদেই সেই কাজ ছেড়ে দেয়। তবে পোষাকটা আজও ছাড়েনি। শোনা যায় তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলে, কবে কোন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণী নাকি বলেছিল—সেন, এই পোষাকে তোমাকে ভারী 'স্মার্ট' দেখায়। তুমি যে কোন তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ কোরতে পার!

নিতান্ত অর্থ বিনিময়ের খাতিরেই সেই তরুণী এই মন্তব্য কোরেছিল কি না ঠিক জানা না থাকলেও সমরেশ সেন যে সুপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই।

সমরেশ বলল—এত তাড়াতাড়ি কিসের? আমার সাথে বার হোলেই শুধু তুমি যাই যাই কর কেন বলত? আমার সঙ্গটা কি সহ্য হয় না তোমার?

—অসহ্য হোলেই কি টপ কোরে ছেড়ে দেওয়া যায়, সঙ্গ পাওয়াটা যখন আজকের ঘটনা নয়।

—তবে?

—আমায় এখন এক বান্ধবীর বাড়ী যেতে হবে।

—আমি কি কোরব তবে ?

ছায়াদেবী হেসে বল্ল—তার আমি কি বলব ? আপনি বড় ব্যবসাদার আজকের দিনে কি আপনার বন্ধুর অভাব হোতে পারে ?

সমরেশ বল্ল—সে সবত আছেই কিন্তু সেখানেত তুমি নেই ছায়া !

সমরেশ সেনের কথায় এমনই একটা সুর ভেসে উঠল যার জন্যে ছায়াদেবীকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাতে হোল সেনের দিকে। সে যে কি চায় তা আর বুঝতে দেরী হয় না। তবু কিছু বলতেও পারা যায় না। অনেক দিকে অনেক বাধা বিপত্তি আছে—আছে কৈশোরের পরিচয়ের দুর্বলতা। তবু এই রকম পরিবেশ থেকে রেহাই পাবার জন্য ছায়াদেবীর মন আজকাল ছট ফট করে। ইচ্ছা করে শেষ কোরে দিতে এই নির্লজ্জতার অভিনয়টাকে। কিন্তু তবু পারা যায় না !

—আমি বাসেই যাব, আপনি আসুন।

—তা কি হয় ? আমিই নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—কোথা যাবে ?

ছায়াদেবী হঠাৎ এই প্রশ্নে খানিকটা বিব্রত হোয়ে পড়ল। কোথা যে যাবে তার কিছুই ঠিক নেই। শুধু এই লোকটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই বান্ধবীর দোহাই দিতে হোয়েছে। আজকের সভার খবর পেয়ে সেই যে সকাল থেকে পিছু নিয়েছে তার কাছ ছাড়া হবার নামটি নেই। এই রকম বিপদে তাকে আজকাল প্রায়ই পড়তে হয়। যেদিন থেকে সে একটু একটু নাম কোরতে সুরু কোরেছে আর সেই কথা তার সমাজে যখন থেকে শতগুণে প্রচারিত হোতে থাকল তখন থেকেই সমরেশ সেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোয়ে ওঠার চেষ্টা কোরছে। সমরেশ সেনের সঙ্গে তাদের বাড়ীর আলাপ বহুদিনের।

সে আলাপ ছায়াদেবীর মার সঙ্গে সমরেশের মার সখীত্বের দৌলতে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে এই দুই পরিবার একে অপরের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠেছিল। কিন্তু সহরের শিক্ষিত মানুষ মুখের পরিচয়টাকে যতটা জিইয়ে রাখে ততটা আন্তরিকতা থাকে না তাতে। মিলে থাকলেও কেমন যেন একটা বিচ্ছিন্নতা ধরা পড়ে সহজেই অন্যের নজরে। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাদের নতুন পাওয়া জগতের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে ফেল্ল। কে কোথায় গেল—কে কি কোরল তার বড় হিসেব আর রইল না মনের খাতায়। তবু সেই সমরেশ আবার কেন তার পুরানো পরিচয়টাকে এত চেষ্টা কোরে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কোরছে তা প্রথম প্রথম ধরা না পড়লেও আজ তা প্রকটিত হোয়ে উঠেছে সকলের নজরেই। এদিকে ছায়াদেবীর বিশেষ প্রশ্রয় না পাওয়াতে সমরেশ সেন যেন আহত হোয়েছে এইটাই তার কথায় ফুটে ওঠে। ছায়াদেবীর বাড়ীর দিক দিয়ে সমরেশ উচ্চ শ্রেণীর ছেলে, তার বিরুদ্ধে কথা বলার যো নেই। ব্যবসায়ে নেমেই সমরেশ যথেষ্ট সাফল্য লাভ কোরে সকলের চোখেই নিজেকে একজন মানুষ বোলে প্রতিপন্ন কোরতে সমর্থ হোয়েছে।

ছায়াদেবী বল্‌ল।

—একটা ঠিকানা না বলে আর উপায় কি,—ভবানীপুরে যাব।

—বেশ চল।

ছায়াদেবীকে ভবানীপুরে তার বান্ধবীর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে সমরেশ সেন চলে গেল। ছায়াদেবী বান্ধবী রমার বাড়ীতে যখন ঢুকছে তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সে মনে মনে ভাবল কি জানি রমা আছে কি না। তবে সেই সময়ে তার মনটাকে দেখতে পেলে দেখা যেত যে

রমা এই সময়ে বাড়ীতে না থাকলেই সে খুসী হবে ভীষণ! কিন্তু রমার ছোট ভাই বল্ল দিদি ওপরে আছে। ছায়াদেবী রমার ঘরে এসে দেখল রমা গান গাইছে। তার যথেষ্ট নাম আছে আধুনিক গানে। ছায়া দেবী তাকে না থামিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনল। সামনের আয়নায় তার পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়েছিল। রমার তা নজর এড়ায় নি। গানটা শেষ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্ল—এস হে এস, নব সাহিত্যিকা. তোমায় সাদর সম্ভাষণ জানাই।

ছায়াদেবী হেসে বল্ল—গানটা বেশ লাগল কিন্তু। কি কোরছ এখন?

রমা পাশে বসে বল্ল—দেখতেইত পেলে চেঁচাচ্ছিলাম। কি আর করা যায়, ঘরের মধ্যে আটক থেকে বিরহের সঙ্গীত শিক্ষা কোরছিলাম। কিন্তু তুমি যে হঠাৎ অসময়ে?

—অসময় আর কি; যাচ্ছিলাম দেখা করার ইচ্ছা হোল নামলাম বাস থেকে। তবুতো অমনসুন্দর গানটা শুনতে পেলাম। বিরহের সঙ্গীত আওড়ান হোচ্ছে—জীবনে তার ছোঁয়া লেগেছে না কি!

—প্রথম পর্যায়ই সুরু হোল না শেষ অধ্যায়ে আসব কি কোরে?

—তবু ভাল।

দুই বান্ধবীতে খানিকটা আলাপ হোল নিতান্ত মেয়েলী প্রথাতে। সেই আলাপে লেখিকা ছায়াদেবী বা গায়িকা রমার কোন পরিচয় ছিল না। দুই বান্ধবীতে আজ কাল দেখা হয় কখন সখন। কলেজ ছেড়ে দেওয়ার পর আর সব বন্ধুরা কে কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই। মাঝে মাঝে দেখা হয় দু একজনের সঙ্গে। কেউ বা বড় অফিসারের বউ কেউ বা নিতান্ত কেরাণীর ঘরনী হোয়ে সন্তানের জননীতে পরিণত হোয়ে গেছে কয়টা বছরের ব্যবধানের মধ্যেই। শুধু রমা

আর ছায়াদেবী আজও আগের মতই দুজনে দুজনার খবরা খবর রাখে। কথার মাঝেই ছায়াদেবী ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হোয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল—আজ আমি আসি রমা, আমার একটু কাজ আছে।

রমা অবাক হোয়ে বলল—সে কি! মাত্র এই কয়েকমিনিটের জন্যে আসার কি মানে হয়? নামকরা লোক হোয়েছ বলেকি আমাদের কাছে বসলে সময় নষ্ট হবে!

—ও কথা কেন বলছ রমা। বিশেষ কাজ না থাকলে কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি?

—সত্যই তুমি উপন্যাস লিখে নাম কোরতে পারবে। আহা কি আবেদন কথার ভঙ্গীতে! উভয়েই হাসতে হাসতে নীচে নেমে এল।

আলোকোজ্জ্বল হোটেল দোকান আর বাড়ীর চারিধারে মটর আর বাসগুলো চক্রাকারে অনবরত ঘুরছে যেন। দূর থেকে একটা কেমন মিলিত চাপা আওয়াজ আসছে। এ যেন ঠিক মৌচাকের চারিপাশে মৌমাছিদের মিছিল। অরূপ মাঠের মধ্যে গাছের তলায় একটা বেঞ্চে বসেছিল চুপ চাপ। চারিদিকে সন্ধ্যার হাওয়া সেবী কিছু কিছু লোক ঘোরাঘুরি কোরছে। পাশ দিয়ে চিনাবাদাম আর মালিস করার লোক হাঁক দিয়ে চলে গেল। নিঃশব্দ পরিস্থিতিতে সকলেই চুপচাপ নিজের নিজের কাজ কোরে যাচ্ছে। প্রকৃতির নির্জন প্রান্তরে যেমন চলে নিঃশব্দে জীবশ্রেণীর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যকলাপ। তাড়াহুড়া নেই—চঞ্চলতা নেই, নেই কোন হট্টগোল। ভদ্রবেশী যুবকশ্রেণীর বিম্‌লেশের নীচে যে সন্ধানী দৃষ্টি উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে তাতে আদিম প্রবৃত্তির নগ্নছায়া ফুটে উঠছে। এই সব পার্ক বা ময়দানে এসে বসলে জীবনটাকে বেশ কিছুক্ষনের

জন্যে হিসেবের টানাপোড়েন এর মধ্যে ফেলে দিয়ে সময়টাকে উপভোগ করা যায়। কত তুচ্ছ কারণে আর কত হাস্যকর পদ্ধতিতেই না মানুষ আবরণ নিয়ে খেলা করে। তাদের সেই উড়ন্ত আবরণের তলায় অন্তরের সমস্ত নগ্নরূপই যে দর্শকচিত্তকে ব্যথিত কোরে দেয় সে হিসাব তারা রাখে না। তাই মানুষ বিশ্বাস করে না মানুষকে বিশ্বাস করে না নিজেকে। মোহের অলীকতা যে কত হাস্যকর! জল বুদ্বুদের মত এই মোহ গড়ে উঠছে আবার ফেটে পড়ছে নিমেষে। জীবনের পরিধিকে সংকুচিত কোরে নিয়ে সাধারণ মানুষ ঘুরছে আর ঘুরছে নিজেরই রচা পথের সীমা রেখায়। এই সীমা অতিক্রম করার ইচ্ছা মনে জাগলেও সাহস নেই মনে তাকে ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার। একলা চলার বিপদ গতিকে মন্থর কোরে দেয়—পিছনেও ফিরিয়ে দেয়; সকলে মিলে চলার পদ্ধতি না জানার দরুন। অরূপ ভাবছিল। ফাঁকা মাঠের ফুরফুরে হাওয়ার মতই তার চিন্তাগুলো বারেক দোলা দিয়ে মনটাকে আবার ছেড়ে দিচ্ছিল শূণ্যতায়। নিতান্ত খেলাচ্ছলে সে যে একটা নাট্যশালায় প্রবেশ কোরে ফেলেছে এই [illegible]টাই সে ভাবছিল। ভাবছিল এর পরিণতি কোথায়? পরিণতির ক[illegible]র মনে এলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও তার মনে আসে জীবনের কটা ঘটনারই বা শেষ পরিণতি আমরা জানি। তবু এ[illegible] যেতে হবে—সামনে কি আসবে জানা নেই বোলে যে সামনে [illegible]য়ে যাব না এই যুক্তি কেইবা মানে!

—অরূপবাবু।

—ওঃ, এসেছেন তা হোলে। ধন্যবাদ এই জন্যে যে ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলেন! কি বিপদেই না পড়েছিলাম! সেই ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

—আপনি ক্রমশঃ আমার আচরণকে ঘোলাটে কোরে তুলেছেন কিন্তু! কথা আছে না 'একটা পাপ আর একটা পাপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে' যখন মানুষ সেই পাপ কাজটা ঢাকবার চেষ্টা করে। আমার অবস্থাও তাই। নিতান্ত তর্কের মার প্যাঁচে পড়ে যে চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছি এখন দেখছি তার গোপনীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে একটার পর একটা মিথ্যাকে আশ্রয় কোরতে হোচ্ছে।

—সেই চুক্তিকে দোষ দিলে আজ আর কোন লাভ নেই। দরিয়ার মাঝখানে এসে যদি বুঝতে পারা যায় ভুল কোরেছি তাতে তীরে যাওয়া যায় না। এখন শক্ত কোরে হাল ধরতেই হবে। কৈ সেই ভদ্রলোকের কথাত বল্লেন না?

—তাঁকেও ঐ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দূরে পাঠিয়ে আসছি এখানে। কি দরকার বলুন ত?

—দরকার একটু আছে। আপনার বাড়ীতেও আমি যেতে পারতাম। কিন্তু যে আবহাওয়া বয় আপনাদের ওখানে সেখানে আমি ঠিক খাপ খাই না। মাপ কোরবেন নিন্দা কোরছি না। আর তা ছাড়া নিতান্ত একজন কলেজের সহপাঠির ঘন ঘন যাওয়া আসাটাও সকলে সুনজরে দেখবেন না। সেইজন্তেই এখানে মাঝে মাঝে আপনাকে ডাকি।

—কথাগুলো বলেন বেশ গুছিয়ে প্রতিবাদ করার অদম্য ইচ্ছা হোলেও ভাষার কারসাজিতে উত্তর দিতে পারা যায় না। তবু বলছি আপনি সহজেই আসতে পারেন আমার ওখানে। লেখিকা ছায়াদেবীর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক আলাপ কোরতে এসেছেন এতে কিছু ভাববার নেই। তাছাড়া আমি যেভাবে মানুষ হোয়েছি, আপনি ভাল ভাবেই তা

জানেন, সেই মানুষ হোয়ে ওঠার মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছি। যাই হোক দরকারের কথা বলুন।

—বসুন না দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

ছায়াদেবী অরূপের পাশে বেঞ্চিতে বসল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন পরিবেশটাকে ভালভাবেই গাঢ়তর কোরে দিয়েছে। বেশীদূরে সহজে দৃষ্টি যায় না। শুধু দূরে জোনাকির আলোর মত কয়েকটা আলো মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। ওগুলো আর কিছুই নয়—জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন। ভ্রাম্যমান লোকের ঠোঁটের ফাঁকে যাদের অবস্থিতি!

অরূপ বলল—আমার অনেক কথাইত আপনি জানেন। আর চেপে রেখে যখন তা ঢাকতে পারা যাবে না তখন পরিষ্কার কোরে বোলে ফেলাটাই আমার মনে হয় ভাল। কিছু টাকার দরকারে পড়েছি। আমি সব ব্যবস্থা ঠিক কোরে রেখেছি এখন বাকীটুকু আপনাকে কোরতে হবে।

—বলুন কি কাজ আমার?

—একটা ফিল্ম কোম্পানীতে কথা বোলে এসেছি। জানেনত ওদের পায়া ভীষণ ভারী, নতুন লেখকদের আমল দেয় না। অনেকেই আজকাল ঐ লোভনীয় পথে যাতায়াত সুরু করেছেন কি না। তবু আপনার নামের জোরেই হোক আর লেখার গুনেই হোক তাঁরা রাজী হোয়েছেন। বাকীটুকু আপনাকে কোরতে হবে।

—আপনি পারেন ও এত! মোটামুটি কিছু দেবেত?

অরূপ বলল—বিনা পয়সায় অরূপ চৌধুরী বেগার খাটে না। মুনাফা বাড়াবে তুমি আর জীবন পাত কোরে সরঞ্জাম দেব আমি! শুধু নাম দেবার ভাঁওতা দিয়ে যারা কাজ আদায় কোরে নেয় তাদের

খপ্পরে পড়ার বয়স আমি কাটিয়ে উঠেছি। আজ আর কল্পনার হাল্কা হাওয়ায় ভেসে চল্লে চলে না। কাগজের বুকে কিম্বা পোষ্টারে ছাপার হরপে নাম দেখলে মনে পুলক জাগে না। *এই পুলককে সম্বল* কোরে বাঁচা যায় না। আপনি অবশ্য এ সব কথা ঠিকভাবে মেনে নিতে পারবেন না। বাস্তবতার রূপ কি—বিরাট অনটন আর অপূরণই যে দেশের বাস্তব অবস্থা তা উপলব্ধি করার মত অভিজ্ঞতা আপনার আছে কি না আমি জানি না।

ছায়াদেবী হেসে বলল—ভুলে যাচ্ছেন অরূপবাবু আপনি সুলেখিকা ছায়াদেবীর সঙ্গে কথা বলছেন। যার লেখায় শুধু বাস্তব নয় কঠোর বাস্তব নিয়ে আলোচনা করা হোয়ে থাকে। পাঠক শ্রেণীতে যার বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহাদুরী দিচ্ছে ভুরিভুরি তাকে এই সব কথা বোলতে আপনার আটকাচ্ছে না?

অরূপ হাত জোড় কোরে বলল—আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকলে মাপ কোরবেন ছায়াদেবী। লেক্‌চার দেবার সুযোগত আর পাই না তাই নীরব শ্রোতা তা সে যেই হোক না কেন, পেলেই কথার ফুলঝুরি ছুটতে থাকে মুখ দিয়ে। এটা আমার একটা মস্ত দোষ—কি কোরে সারান যায় বলুনত?

ছায়াদেবী বলল—ও রোগ সারা সময়সাপেক্ষ। রিপোর্টারদের যতদিন না ঘনঘন বাণী দিতে হোচ্ছে ততদিন সারবে বোলেত মনে হয় না!

দুজনের হাসিতে নিঃস্তব্ধ মাঠের বুকে প্রাণের চঞ্চলতা জেগে উঠল যেন। পাশদিয়ে—একেবারে গায়ের ওপর দিয়ে প্রায় কোন এক ফাজিল ছেলে চলে গেল। এই প্রাণখোলা হাসি বোধ হয় তার অনুসন্ধিৎসু মনে না পাওয়া রসের স্রোতে ঢেউ জাগিয়ে গেল!

ছায়াদেবী বলল—তাহোলে আমি একাই যাব দেখা কোরতে ?

অরূপ বলল—না না। আমি আসব কাল আপনার ওখানে। বাকী কথা যা বলার আছে সে কালই বলব। বাড়ীতে থাকবেন কিন্তু।

—নিশ্চয় থাকব, তবে বিকালের দিকে।

—বেশ, তাই।

ছায়াদেবীর ছোট বোনের নাম জয়া কি মায়া হোলে বেশ কিন্তু একটা মিল থাকত। কিন্তু তার নাম ওদুটোর কোনটাই নয়—তার নাম মণিকুন্তলা। মণিকুন্তলা ও ছায়াদেবী দুজনে ঠিক যেন একটা টাকার দুই পিঠ। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। চিরচঞ্চল ছায়াদেবীর শান্ত নম্র বোন মণিকুন্তলাকে দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে এরা দুজনে একই পরিবেশে একই সঙ্গে বড় হোয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা মানুষের চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও তা যে সর্ব-প্রযত্নে হবেই এমন জোর দিয়ে বলা যায় না। তাহোলে প্রভেদ বোলে কথাটা থাকত না।

মণিকুন্তলা কলেজের পড়া আজও শেষ করেনি। বয়সটা এখনও কুড়ির বেশী ওপরে উঠেছে বোলে মনে হয় না। যদিও চেহারার দিক দিয়ে দুই বোনের পার্থক্যটা বড় বেশী বোঝা যায় না। সব মেয়েরাই যৌবনের দুরন্ত পর্যায়ে এলে একই বন্ধনীতে পড়ে যায় যেন! যে বন্ধনীতে তাদের বয়সের পরিমাপটা সমান সমানই মনে হোতে থাকে! মণিকুন্তলার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে সে পড়াশুনা কে ...ও বেশী সময় তাকে বই বা কলেজ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। তার সমস্ত সময়টা যদি সে সভা সমিতি আর এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি কোরতে পেত তা হোলে মনে হয় সে যেন বেশী সুখী হোত। মিঃ

মন্মথ মিত্তিরের বাড়ীর মেয়ে হোয়ে সে যে সাধারণ মেয়েদের মত জনসাধারণের মাঝে নেমে আসবে একথা ওর সমাজের কেউ হয়ত কোনদিন ভাবেনি। অবশ্য এই না ভাবার জন্যে মণিকুন্তলার বিশেষ কিছুই এসে যায় না। সত্যইত সকলে একই পথে যায় না। একই গাছে ফোটা ফুল• সবইত আর সৌন্দর্যে আর সৌগন্ধে সমান হয় না। আর মানুষের নজর ধরার ব্যাপারে একটা জিনিষের বিভিন্ন বিচার হোয়ে থাকে।

মণিকুন্তলা যে রাজনীতির দিকে ঝুকছে বাড়ীর সকলে তা জানে। মিঃ মিত্তির হেসে বলেছিলেন—ওরকম কলেজ জীবনে হোয়েই থাকে। মাথা থাকে হাল্কা, বক্তৃতা আর রিপোর্টের জোরে সহজেই মাথা গরম হোয়ে ওঠে। নিপিড়ীতদের জন্য মনে দরদ জাগা মানুষের সহজাত অনুভূতি। তবে বেশীদিন থাকে না এই যা! একটু ঘর মুখো হোলেই, চলার পথ একটু পরিবর্তিত হোলেই সব ছুটে যায়। তখন শুধু কাগজের সম্পাদকীয় আর নেতাদের বাণী নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। এইত সাধারণ মানুষের রাজনীতি!

কিন্তু মিঃ মিত্তির তাঁর ছোট মেয়েটিকে চিনতে ভুল কোরেছেন—তিনি হয়ত ভেবেছেন তাঁর রক্তে যে আভিজাত্য ও মনে যে প্রভুপ্রীতি আছে তারই ধারা বইছে মণিকুন্তলারও শরীরে। সরকারী মহলের উচ্চপদস্থ চাকুরীয়া হোয়ে সমাজের একশ্রেণীর লোকের চাটুকারীতায় ভুলে, জীবনের চোদ্দ আনা সময় কাটিয়ে তিনি মনে মনে যে অহমিকার প্রাকার রচনা কোরে রেখেছেন তা ভেদ কোরে এই কথাটা কোনদিনই প্রবেশ করেনি যে দিন বদলে যাচ্ছে। পরমুখাপেক্ষী হোয়ে সুখে আর শান্তিতে থাকার ক্ষুদ্র আত্মসর্বস্ব চাহিদা নিয়ে থাকার দিন চলে যাচ্ছে। বিরাট স্বার্থের তাগিদে মানুষকে যে আত্মতুষ্টির বলি দিতে

হয় একথা তাঁর মনে কোনদিন জাগেনি। জাগবে কেমন কোরে? তাঁর বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারা সমাজের শাঁসাল লোক। অভাব অনটন শুধু শোনা কথা। নেহাত নিজেকে ছোট কোরে বড় হওয়ার বাহাদুরী নেবার জন্তেই আলাপ হয়—আমরাত গরীব, আমার আর কি আছে বলুন! এই বিনয়ের অন্তরালে ঔদ্ধত্যের যে বিরাট ফণা মাথা খাড়া করে আছে তার দংশন পায় তারাই যারা সত্যিকারের গরীব। যাদের কাছে বলা যায় না—আমিও তোমার দলের আমিও নিতান্ত সাধারণ মানুষ। এই ক্ষমতা প্রিয়তা ও নিছক নিজে জাহির হওয়ার মোহ এদের চেতনাকে এতই মুসড়ে দিয়েছে যে অনেক কিছু নজরে পড়লেও তা চোখে লাগে না। তাই মণিকুন্তলা আজও তাঁদের নজরে নিতান্ত ছেলেমানুষ—বাচ্চা!

সমরেশ সেন ছায়াদেবীকে ভবানীপুরে পৌঁছে দিয়ে মিঃ মিত্তিরের বাড়ীতেই ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করার পর তিনি বাইরে চলে যাওয়াতে সে ওপরের বারান্দায় বসে রেডিও শুনছিল। মণিকুন্তলা কোথা থেকে যেন ফিরল। মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। চুলগুলাও ঘামে ভিজে সাপটে ধরেছে কপালটাকে। রুমালে মুখটা তার মুছে ফেলা উচিত ছিল। কেন না অমন সুন্দর মুখটাকে অযত্নে অসুন্দর কোরে রাখার তার কিইবা অধিকার আছে! তবে মণিকুন্তলা ঐরকমই—নিজের সম্বন্ধে বড় সহায়হীন।

—এই যে সমরেশদা, খবর শুনছেন নাকি?

—খবরের মধ্যে আর আছে কি বল? ওয়ার থেমে যাওয়ার পর খবর শুনতে আর ইচ্ছাই করে না। যুদ্ধও থেমেছে খবর শোনাও একরকম ছেড়ে দিয়েছি।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—যুদ্ধ না থামাই উচিত ছিল নয়? তাহোলে ব্যবসা চালাতে পারতেন আরও জোরে!

মণিকুন্তলা বয়সে খুব বড় না হোলেও সে ভালভাবেই জানে কেন সমারেশ সেন চাকুরী ছেড়ে চলে আসে। সে সমরেশদার মুখেই শুনেছে শুধু দেশ বেড়াবার জন্যেই কিছু সময়ের মত সে যোগ দিয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধে গিয়ে তার লাভও কম হয়নি। মিলিটারী কনট্রাক্ট পাওয়ার হদিশ আর হালচাল সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিল। তাই অবশিষ্ট যে কয়টা বছর সে পেয়েছে কণ্ট্রাক্টারী কোরে বেশ কিছু যে রোজগার কোরে নিয়েছে একথা মণিকুন্তলা ভালভাবেই জানে। আর সমরেশ সেনকে লক্ষ্য কোরে দেখলে বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে যে যুদ্ধ মিটে যাওয়াতে সে মোটেই সুখী হয়নি। দেশে এই সমরেশ শুধু একজনই নয়—বহু আছে। এরা সমাজের ওপরের স্তরে অবস্থান কোরছে শুধু পয়সার জোরে। দেশ কোথা—কোথা তার জনসাধারণ, কি তাদের অবস্থা তার চিন্তা বারেকের জন্যও মনে আসে না। মণিকুন্তলা অবাক হয় এই সব মানুষের মনোবৃত্তি দেখে! এদের দুনিয়া কতটুকু! অথচ তাদের বাড়ীতে সমরেশ সেন মাননীয় অতিথি!

সমরেশ বল্‌ল—বাদ দাও ও কথা। যে গেছে তার জন্য আফশোষ কোরে আর লাভ কি?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—অন্য উপায় বার কোরেছেন বোলে মনে হোচ্ছে। এত সহজে যুদ্ধের কথা ছেড়ে দিচ্ছেন আপনি!

সমরেশ বল্‌ল—না, মেজাজটা আজ ভাল নেই। কোথা থেকে আসছ তুমি?

—সে শুনে অপনার লাভ হবে না। ভালই হোল আজ আপনার সঙ্গে দেখা হোয়ে। দিন দিকি কিছু চাঁদা।

—কিসের চাঁদা ?

—ভয় নেই টাকাটা গরীবদের জন্যে খরচ হবে। যাদের জন্যে আপনারা কাগজ পড়ে সহানুভূতি জানান।

—সেত প্রায়ই দিয়ে থাকি। এখন কৈ দুর্ভিক্ষ কি বন্যা কিছু হোয়েছে বোলেত শুনিনি।

—একটা আধটা বড় ঘটনা হোলে ফলাও কোরে কাগজে তার রিপোর্ট বার হয়; তাই আপনাদের মত পাঠকের নজরে পড়ে। কিন্তু দৃষ্টিটা একটু অন্য ধরণের কোরলেই দেখতেন আপনার বাড়ীর পাশের লোকটাই হয়ত খেতে পায় না।

—তার জন্যে আমি কি কোরতে পারি ?

—পারেন অনেক কিছুই; কিন্তু কোরবেন না। নাই করুন কিছু চাঁদা বার করুন আপাততঃ। আমি মুখ হাতটা ধুয়ে আসি।

—তাই এস, আমিত আছিই।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—আপনি যে পালাবেন না তা আমি জানি।

সমরেশ সেন বন্ধু মহলে উচ্চাকাঙ্খী বোলে পরিচিত। বন্ধুরাও সব সেই শ্রেণীর যারা সমাজের সব কিছু স্বাধীনতা ও সুযোগটুকু নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার উপযুক্ত অর্থাৎ কিছুটা শিক্ষিত ও প্রচুর বিত্তশালী! বর্তমানেও তাদের কালচার আছে তবে সে কালচার চলে নিতান্ত নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। তবে সমরেশকে অতটা সংকুচিত করা উচিত নয় কারণ বাংলা সাহিত্যের ভালভাল বই মাঝে মাঝে সে পড়ে থাকে। আজকাল আরও বেশী পড়ছে—ছায়াদেবীর সঙ্গে সমান পাল্লায় প্রতিযোগীতা করার

দুরাশা তার আছে বৈকি। যাই হোক বন্ধুমহলে সমরেশ উচ্চাকাঙ্খী বোলে পরিচিত। উচ্চাকাঙ্খাটা সমরেশের একটু বেয়াড়া ধরনের। উচ্চাকাঙ্খার প্রকৃত অর্থ যদি এই হয় যে নিজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন, যে আত্মোন্নতির দ্বারা আরও দশজনে উপকৃত হবে—দেশের কিছু লাভ হবে, তাহোলে সেই অর্থে সমরেশ উচ্চাকাঙ্খী নয়। সে চায় প্রচুর বিত্ত কোরতে—যে বিত্ত ব্যয়িত হবে সম্পূর্ণ তারই ভোগ বিলাসে। সে চায় ঘনিষ্ঠ হোতে নামজাদা ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কাছ থেকে চরিত্রের ওপর প্রভাব নেবার জন্মে নয়—অভিজাত মহলে তার প্রেষ্টিজ ও পোজিশন্ আরও কায়েমী করার জন্মে। ছায়াদেবী যে দিন থেকে নাম কোরেছে সে দিন থেকেই সে তার সঙ্গে ঘনিষ্টতা করবার অজস্রছুতা খুঁজছে। সে চায় ছায়াদেবীকে প্রিয়ারূপে। ছায়াদেবীর রূপ কি গুন যে তাকে আকৃষ্ট কোরেছে তা নয়—সে চায় নাম। এই নাম করার মোহ তাকে অনেক অসম্ভব কাজের দিকেও এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার নিজের মনের দিকে সে কখনও তাকাবার সুযোগ পায় নি—তাই সে জানে না যে সে উচ্চাকাঙ্খী নয়—সে উচ্চলোভী!

—কি একলা বসে রয়েছেন যে বড় ?

—তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি। ন'টা বাজে এত দেরী ত তোমার হয় না।

ছায়াদেবী বল্‌ল—বন্ধুর বাড়ী, সময়ের কি আর বিচার থাকে!

সমরেশ বল্‌ল—তোমাকে আমার একটা জরুরী কথা আছে বলার। এখন সময় হবে ?

—নিশ্চয়। এখন আমি সম্পূর্ণ ফ্রি। এখানেই ব'লবেন ?

সমরেশ একবার চারিপাশ তাকিয়ে দেখল। খোলা বারান্দায়

তারা দুজনে শুধু বসে রয়েছে। মাথার ওপরে একটা গাড় নীল আলো জ্বলছে। কয়েকটা ফুলের টবে রজনীগন্ধা আর কি সব ফুল যেন ফুটে রয়েছে—অল্প আলোতে ভাল দেখা যাচ্ছে না। পরিবেশটা মন্দ নয়। হঠাৎ কেউ যে আসবে তাও নয়। যদিও মণিকুন্তলা আসছি বোলে গেছে—তবে তার বলার কথাও বেশী নয়।

সমরেশ ছায়াদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—আমার চাওয়া যদি তোমার মনে ব্যথা দেয় তাহোলে মাপ কোরো। আমি তোমার সঙ্গে যত মিশছি ততই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি ছায়া! ব্যবসায়ে মন বসে না—কেন বোলতে পার?

ছায়াদেবী মৃদু হেসে বল্‌ল—আমিই ত একমাত্র মেয়ে নয় যার সঙ্গে আপনার বিশেষ পরিচয় আছে!

সমরেশ বল্‌ল—তুমি আমার মনের অবস্থাটা বুঝছো না ছায়া। বান্ধবী বহু থাকতে পারে কিন্তু প্রিয়াত আর বহু হোতে পারে না। তোমার মত আমার ভাষার জোর থাকলে মনের ভাবটাকে পরিষ্কার কোরে গুছিয়ে বোলতে পারতাম—কিন্তু তা হবার [illegible] নেই। আর তাছাড়া আমি কি তোমার উপযুক্ত নই?

ছায়াদেবী বল্‌ল—যে বড় সে নিজে বোলে দেয় না আমি এতটা বড়। দর্শকের দৃষ্টিতেই ছোট বড়র বিচার হোয়ে থাকে।

—আমার দাবী কি নাকচ কোরে দিলে?

—না, মনে থাকবে।

—এ কি রকম উত্তর? মনে থাকবে! আমি যেন বড় অফিসারের কাছে চাকুরীর উমেদারী কোরতে গেছি। চাকুরী খালি নেই—অফিসার করুণা পরবশ হোয়ে বল্লেন—নো ভেকেন্সি বাবু। যাই হোক তোমার কথা আমার মনে থাকবে বাবু।

—সবই যদি জানেন তবে আর মানে নাই বা জিজ্ঞাসা কোরলেন।

সমরেশ এবার করুণভাবে আবেদন কোরল—তোমার কোন উত্তরই কি পাব না ছায়া ?

ছায়াদেবী সমরেশের সুন্দর মুখখানার দিকে তাকাল ভাল করে। সমরেশ সুপুরুষ—সে স্বাস্থ্যবান। তার মুখের মাঝে এখন যে অসহায়তার একটা ম্লান ছায়া পড়েছে তা ছায়াদেবীর নজরে পড়ল। ছায়াদেবীকে উত্তর দিতে হোল। সে এই সত্যটা আর একবার উপলব্ধি কোরল যে চাঁদ মুখের সর্বত্র জয়!

—এখনই আমার পক্ষে কিছু বোলে ফেলা সম্ভব নয়, তারজন্যে ক্ষমা চাইছি।

এবার সমরেশ আশ্বস্ত হোয়ে বল্ল—না, না ক্ষমা চাইতে হবে না। পরে জানিও আমি অপেক্ষায় থাকব। তোমার প্রতিক্ষায় আমি গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি—সে কথা হয়ত এখন তুমি বিশ্বাস কোরবে না।

ছায়াদেবী বল্ল—এবার আমায় যেতে হোচ্ছে, স্নান না পারলে আর চলবে না।

সমরেশ বল্ল—যা বলেছ। গরমটার যেন কোন ক গুজ্ঞান নেই; যেমন গরম পড়েছে সেই রকম বৃষ্টিটা পড়লে তবেই সমতা বজায় থাকে।

ছায়াদেবী যেতে যেতে বলে গেল—সব কি আর চাহিদা মত পাওয়া যায়?

ছায়াদেবী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণিকুন্তলা বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে ঢুকল। হাতে তার একগোছা রজনীগন্ধা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব; শান্তশ্রী বিরাজ কোরছে সারা অঙ্গে। তার সাজসজ্জা

কিম্বা প্রসাধনে এমন কোন বাহুল্য নেই যা কিনা এক নজরেই দৃষ্টি আকর্ষণ কোরবে। তবে সবে মিলে এমন পূর্ণতা এনে দিয়েছে যে কোন কিছুরই অভাব বোঝা যাচ্ছে না। এ যেন একটু আগে দেখা মণিকুন্তলা নয়। তার রূপের তুলনা দিতে গেলে দিতে হয় তারই হাতে ধরা ঐ এক গোছা রজনীগন্ধার সঙ্গে!

—কৈ চাঁদা দিন সমরেশদা।

—কত দিতে হবে তুমিই বল?

—আজ মনটা দরাজ আছে বোলে মনে হোচ্ছে?

—মন আমার ততক্ষণই ভাল থাকে যতক্ষণ সঙ্গে টাকা থাকে।

—কথাটা জানা থাকলেও ভুলে গিয়েছিলাম। কৈ দিন?

সমরেশ বেশ পেট মোটা একটা মণিব্যাগ বার কোরল। একটা দশ টাকার নোট দুটো আঙ্গুলের ডগায় চেপে ধরে বার কোরল নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে। মণিকুন্তলার হাতে দিল সাহস মুখে। যেন কিছুই নয়—এমনি ভাবখানা। মণিকুন্তলা নির্লিপ্তভাবে টাকাটা নিল। পরে সে আস্তে আস্তে বল্‌ল—আচ্ছা সমরেশদা, আপনাদের এই যে করুণা কণা যা হাত ঘুরন্তি হোয়ে এক শ্রেণীর লোকের কাছে যায় তাদের দেখতে কিম্বা তাদের বুঝতে কি একটুও ইচ্ছা হয় না?

সমরেশ সহজ ভাবে বল্‌ল—চারিদিকেইত তাদের ভীড়, বিশেষভাবে কি আর দেখব বল? এইত যুদ্ধের সময় সারা ভারতটা দেখে এলাম। গরীব সবদেশেই আছে যেমন আছে এখানে। তবে তোমরা সমস্ত জাতটাকে যতটা দুর্দশাগ্রস্ত বোলে বর্ণনা কর আমারত কৈ তা মনে হয় না।

মণিকুন্তলা হেসে বলল—মন এদের দিকে থাকলে তবেত মনে হবে! আপনি দেশ ঘুরে এলেন—সেই দেখার পরিধি আর কতটুকু!

ক্যাম্প থেকে হোটেলের কোটর এইত? আসুন না একদিন আমার সঙ্গে—পরিচয় করুন আশপাশের দারিদ্রের সঙ্গে। আসবেন?

—তুমি যদি খুসী হও তা হোলে আমায় যেতেই হবে। তবে বেশী দূরে যেতে পারব না, জানত ব্যবসা আছে।

—নিজের স্বার্থ টা এত বড় যে একদিন ব্যবসা ছেড়ে যেতে পারবেন না! এর মাঝেও স্বাধীনতা নেই আপনার? আমাকে খুসী করার জন্যে আমি আপনাকে যেতে বোলছি না। আমি খুসী হব তখনই যখন দেখব ওদের অবস্থায় আপনি ব্যথিত হোয়েছেন।

সমরেশ দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল—আজকের মত এইখানেই আলোচনা শেষ হোক। তবে একদিন নিয়ে চল আমায় তোমার কর্মস্থল দেখাতে। যদি কিছু নূতনের আয়োজন চোখে পড়ে!

মণিকুন্তলা বল্‌ল—সেখানে নতুনত্ব আছে হয়ত কিন্তু আয়োজন নেই; আছে বিশৃঙ্খলা আর অনিয়ম। বিশেষ নজর ধরবে না।

সমরেশ বল্‌ল—যাইহোক, দেখা যাবে।

প্রমথ অরূপের কামরায় ঢুকে দেখল সে নেই। অরূপের রুমমেট্‌ বিশ্বনাথবাবু। বিশ্বনাথবাবু অফিস ফেরতা গা হাত ধুয়ে একটামাত্র ছোট ধুতি সম্বল কোরে পাখার বাতাস খাচ্ছিলেন! অরূপ আর বিশ্বনাথ বাবুতে যে হৃদ্যতা আছে সেকথা মেসের সকলেই জানে। বয়সের ব্যবধানে যে অন্তরঙ্গতা আটকা পড়ে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এরা দুজনা।

—কাকে চাই ভায়া?

এই মেসের সকলেই তাঁর ভায়া। সহজেই বোঝা যায় বয়সে তিনিই সকলের বড়। মধ্য কোলকাতার স্বল্পখ্যাত এই রাস্তাটার

এই মেসে তিনি আছেন আজ প্রায় প[illegible]র। পনের বছর বড় কম সময় নয়। কত লোক এল কত লোক গেল—কিন্তু বিশ্বনাবাবু আছেনত আছেনই!

—অরূপবাবু কোথায় দাদা?

—সেত ফেরেনি এখনও। কি খবর বলই না ছাই!

প্রমথ বল্‌ল—খবর এমন কিছু নয়। অরূপবাবুর এই মানি অর্ডারের রসিদটা এসেছে, লেটার বক্সে ছিল তাই দিতে এলাম আর কি।

—তা আমায় দিয়ে যাও, দিয়ে দেব।

প্রমথ রসিদটা দিয়ে দিল। শুধু রসিদটা দেবার জন্যেই সে আসেনি। প্রমথ এই মেসের সকলের চেয়ে কিছু বেশী পয়সা রোজগার কোরে থাকে। তার মনে একটা আত্মাভিমান গড়ে উঠেছে নিতান্ত অলক্ষ্যে। সে যদি দেখে অপর কেউ তাকে টেক্কা দিয়ে সচ্ছলতার আভাষ দেখাচ্ছে তা হোলে তার মনের কোথায় যেন একটু আঘাত লাগে। তাই আজ মণিঅর্ডারে দু'শটাকা পাঠান দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। সে জানে যদিও অরূপ এম, এ পাস কোরেছে তবু সে এমন কিছু রোজগার করে না যাতে সে দেশে দু'শ টাকা একসঙ্গে পাঠাতে পারে। তাছাড়া সে নিজেও যেমন জানে না অরূপ কি করে তেমনি আর সকলেও অরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছে। কারও কারও কিছু ঔৎসুক্য জাগলেও কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি। মেসের একটানা জীবনে বিশেষ বৈচিত্র নেই—বাড়ী আর মেসের মাঝপথে অফিসটাকে কেন্দ্র কোরে এই জীবন বয়ে চলে। মাঝে মাঝে বৈচিত্রের আস্বাদন চলে পরচর্চা নয় বড় জোর কোন রাজনৈতিক দল বিশেষকে সর্ববিষয়ে দোষী সাবস্ত্য কোরে। শিক্ষিত লোকেরাও

একঘেয়েমির ঘূর্ণিপাকে পড়লে নৈতিকতার দিক দিয়ে কতটা যে নেমে যেতে পারে তা কেরাণীকুলের আস্তানাস্থল *মেস বাড়ীগুলো* সাক্ষী দেবে। তবে উন্নতমনা মানুষ যে নেই তাবল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। পাঁকের মাঝেও পদ্মফুল ফোটে, কাঁটার মাঝেই গোলাপ ফুলের স্থান—এই বৈচিত্র প্রকৃতির অতুল সম্পদ। তাই সভ্যতা এগিয়ে চলছে—হাজার অনটন অত্যাচার আর অবিচারের ঝড় বইলেও নিতান্ত সৎ সাহায্যকারী ও দয়ালুর অভাব ঘটে না বোলেই এক একটা জাত বেঁচে আছে একএকটা সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রমথ দাদার পাশে তক্তপোষটার ওপর বসে পড়ল। দাদা একটু সরে গিয়ে পূর্বের মতই কাত হোয়ে শুয়ে রইলেন। হাত নাড়ার কামাই নেই। যে পরিশ্রম হোচ্ছে তাতেই তিনি আরও ঘেমে উঠছেন তাই বাতাসের কাজটা উপলব্ধি করা যাচ্ছে না। যাই হোক দাদা চালাক মানুষ—তিনি বুঝলেন প্রমথ কিছুটা আলোচনা ফাঁদবে এবার।

—কিছু বলবে যেন ভায়া?

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাদা, অরূপবাবু করেন কি? আপনার সঙ্গে ত খুব দহরম-মহরম তার, আপনি নিশ্চয় জানেন।

দাদা একটু হেসে বল্লেন—কি করে ঠিক জানি না, তবে ব্রোকারী করে বোলছিল। আর শিক্ষিত ছেলে কিছু একটা ভাল কোরবে নিশ্চয়। তোমার এ খবরে হঠাৎ কি দরকার পড়ল?

প্রমথ বল্‌ল—না, না দরকার বিশেষ কিছুই নয়। বন্ধুলোক এক জায়গায় থাকি জানতে ইচ্ছা হয় বৈকি। দু'শ টাকা পাঠিয়েছেন দেশে—মোটা রোজগার কোরছেন অথচ খবরই জানি না আমরা।

দাদা বুঝলেন প্রমথকে, বল্লেন—তাকে জিজ্ঞেস কোরলেইত পারতে। বন্ধু-লোক যখন মিষ্টি মুখ করার দাবীটাও জানান চলত!

প্রমথ দেখল এ বড় শক্ত ঠাঁই, বিশেষ সুবিধা হবে না। তবু তার মন শান্তি পাবে না যতক্ষণ না ঠিক খবরটা পাওয়া যায়। এই খবর নেওয়ায় তারলাভ কি ক্ষতি কিছুই নেই। তবু খবরটা নেওয়া দরকার। মানব চরিত্র বিচিত্রই বটে!

প্রমথ বল্‌ল—নিশ্চয় বলব অরূপ বাবুকে খাওয়ানর কথা, ভাল মনে কোরিয়ে দিয়েছেন।

অরূপ যখন মেসে ফিরল তখন আর দিনের আলো নেই। রাস্তায় আলোগুলো সম্পূর্ণভাবে নিজেদের তেজের পরিচয় দিয়ে উঠতে না পারলেও জলছিল। বিশ্বনাথ বাবু তার জন্যেই যেন বসেছিলেন। অরূপ একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি আশ্বস্ত হোলেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের পাঁচিল টপকে গিয়েছিল—বাঙালীর মাপকাঠিতে বুড়োর দলে সহজেই ফেলা যায়। তিনি আর তাঁর ছোট সংসার। ছোট সংসার ছেলে মেয়ে নিয়ে নয়—স্ত্রী আর কয়েকজন বিধবা আত্মীয়া নিয়েই তাঁর গৃহস্থালী। অপুত্রক বিশ্বনাথ বাবুর জীবনে বাৎসল্য কি জিনিষ তার স্বাদ জেগেছিল অরূপকে ভালবেসে। গতিরুদ্ধ স্নেহরস নিসিক্ত হোত অহরহ অরূপের সকল কাজের ওপর। তবু মেসের আলাপ পরিচয়ের প্রথম পর্যায়ে যে রসিকতার সমান দাবীটা গড়ে উঠেছিল তাকে ভাঙ্গতে পারা যায়নি—চেষ্টাও ছিল না। বিশ্বনাথবাবু অরূপকে বল্লেন—তারপর বর্ণচোরার খবর কি?

অরূপ গামছায় জলমুছতে মুছতে বল্‌ল—আপনার কাছেত আমার আসল বর্ণটা জানা আছে দাদা!

বিশ্বনাথবাবু বল্লেন—আমি কি ভাবি জান ভায়া? ভাবি তোমরা

আজকালকার ছেলেরা সব কোরতে পার। নিজের এতবড় সম্পদটা অপরের হাতে তুলে দিয়ে তুমি যে কি কোরে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াও তা আমি ভাবতে পারি না।

অরূপ পাশে বসে বল্‌ল—একেবারেত দিইনি। আর দিতে বাধ্য হোয়েছি কতকটা রেশারেশিতে আর কিছুটা নিরাশ হোয়ে। তাছাড়া আমিত ফেরৎ পাব অল্পদিন পরেই।

—যদি না দেয়?

—মানুষকে আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস কোরেও ঠকতে রাজী আছি তা বোলে সবাইকে অবিশ্বাস কোরে সদাই-সন্দিগ্ধ মন নিয়ে আর যেই বাঁচতে চাক না কেন আমি পারব না। আমাদের লেখা-পড়ার মধ্যে চুক্তি নেই বটে, তবে কাগজ কলমের চেয়ে অনেকের কাছে শুধু মুখের কথার দাম অনেক বেশী। ছায়াদেবীকে আমি বিশ্বাস করি।

—ধরো যদি চুক্তি ভঙ্গ হয়?

—লোকে দেখবে ছায়াদেবীর প্রতিভার অপমৃত্যু হোয়েছে। বঞ্চনা কোরে সত্যিকারের বড় হওয়া যায় না।

বিশ্বনাথবাবু কথার গতিটাকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন—তুমি নিজের মর্যাদা পাবে আশা কর? আর তোমার সহযোগীর অবস্থা কি হবে সে বিষয় নিশ্চয় ভাববার সময় পাওনি?

অরূপ একটু চুপ কোরে রইল—যেন কিছু ভাবছে। আস্তে আস্তে বল্ল—সত্যিই তখন নিতান্ত ছেলেমানুষের মত মাথা গরম কোরে আর এক্সপেরিমেণ্টাল বেশিশে যে কাজটা কোরেছিলাম তার পরিনতি যে কি হোতে পারে তার চিন্তা ক্ষণেকের জন্যেও আমাদের ভাবায়নি। আপনি ঠিকই বোলেছেন—তার কি হবে? প্রাচুর্যের মাঝ থেকে

যদি মানুষকে এনে রিক্ত কোরে ছেড়ে দেওয়া যায় তার অবস্থা হবে কি? ছায়াদেবীইত বোলেছিলেন তাঁর জীবনে এমন কোন অভাব নেই যা কিনা তাকে পীড়া দিতে পারে। স্বাস্থ্য আছে রূপ আছে, অর্থ আছে—আছে সমাজে প্রতিপত্তি। সুতরাং তার ধারণা ছিল এমন কিছু নেই যার জন্যে সে লালায়িত হোতে পারে। উত্তরে সেদিন আমি বোলেছিলাম—বহু জিনিষ আছে যার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই সারাজীবন পরিচয় কোরে ওঠার কোন সুযোগই হয় না। সেই দিনই আমরা আমাদের নিঃস্বতা বুঝতে পারি যেদিন আমরা বড় কিছু পেয়ে তা হারবার সম্মুখীন হই। বৃহৎ কোন কিছু না কোরে কিম্বা জীবনে কোন মহত্বের ছোঁয়া না পেয়ে অনেকেই মনে করে আমি সম্পূর্ণ—আমার বিশেষ কিছুই নেই পাওয়ার বা আমি যা করি তাই যথেষ্ট। এই ধরণের চিন্তাধারা যে কত হাস্যকর আর আত্মবিকাশের পথে এই চিন্তাধারা যে কতখানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা বোঝা যায় না যতক্ষণ না এই চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে ঘটনা বৈচিত্রের মধ্যে।

বিশ্বনাথ বাবু বল্লেন—যাইহোক তোমাদের মধ্যে কি আলোচনা হোয়েছে তা জানি না। কলেজের সহপাঠিনী বান্ধবীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা যে কি ধরণের হয় সে ধারণা আমার নেই ভায়া! তবে—ভাবি মাঝে মাঝে আমি তোমাদের কথা। নাম দু'টিও বেশ তোমাদের। ছায়া আর অরূপ জনসাধারণের সঙ্গে তোমরা যে লুকোচুরি খেলা খেলছ তার পরিণতি দেখার আশায় আছি। ছায়া সেই যার গতি আছে ভঙ্গী আছে অথচ কায়া নেই; অরূপ যার কায়া আছে সবই আছে অথচ রূপ নেই যাতে লোকে চিনতে পারে! বেশ মিলেছ দুটিতে। দেখা যাক এই মিলনের বন্ধন কতদূর এগোয়।

—বেশীদূর যাবে না সে ভরসা দিচ্ছি; শেষ দৃশ্য অভিনীত হবে খুব তাড়াতাড়ি। বড় লোকের মেয়ে তায় শিক্ষিতা তার সঙ্গে কি আর আমরা পেরে উঠি দাদা! ওরা যতই মানিয়ে নেবার চেষ্টা করুক না কেন আর আমরা যতই পাল্লা দেবার চেষ্টা করি না তবু কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যায়!

•

কিছু আগে একপশ্‌লা বৃষ্টি হোয়ে গেছে। কোলকাতার পিচ্‌গলা-গরমের বুকে ঠাণ্ডাজলের প্রলেপ আবহাওয়াটাকে বেশ মধুর কোরে তুলেছে। বাতাস বইছে বেশ জোরে এখনও বৃষ্টির গুঁড়ি রয়েছে তার মাঝে। রাত্রি এখন প্রায় বারটা হবে। গরমের মাঝে ঠাণ্ডা পেয়ে সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যে কষ্ট যায় গরমের দিনে মেসে, তার বর্ণনা দিতে যাওয়ায় নতুনত্ব নেই। তবে বোলতে বাধ্য হোতে হয় যে এমন ছারপোকা আর ভ্যাপ্‌সানি গরম বোধ হয় বেশী পাওয়া যায় না অন্যত্র! তাই এই ঠাণ্ডার সুযোগটুকুকে জেগে থেকে কেউ অপব্যবহার কোরছে না। শুধু জেগে আছে একজন—সে অরূপ। অরূপ আপন মনে লিখে চলেছে। বাধা দেবার কেউ নেই। খাতা টেনে নিয়ে লেখা পড়ে বিদ্রূপ করারও কেউ নেই। অবাধ স্বাধীনতায় সে লিখে চলেছে। মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার খেলাখেলতে তার বেশ লাগে। নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি কোরতে কে যেন অলক্ষ্যে থেকে তাকে বাধ্য করে। মনের মাঝে হাজার অভিযোগ যা অহরহ তাকে ব্যক্ত কোরতে না পারার দরুণ জ্বালা দিতে থাকে তার প্রকাশ ঘটাতে না পারলে সে শান্তি পায় না! কিসের যেন আওয়াজ হোল। অরূপ লেখা বন্ধ কোরে কান পাতলো। আশ-পাশের বাড়ী থেকে কচি ছেলের

কান্নার আওয়াজ আসছে। নিঃস্তব্ধ রাত্রির ও যেন একটা কেমন চাপা আওয়াজ আছে! খোলা দরজা দিয়ে দেখল কেউ আসছে কি না। সে আবার লেখায় মন দিল। কখন যে প্রমথ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে নজর করেনি।

প্রমথ বল্ল—এত রাত্রে কি লিখছেন অরূপবাবু?

অরূপ দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল—শেয়ার মার্কেটের হিসাব নিকাশ কোরছিলাম। আপনি জেগে রয়েছেন যে বড়!

—ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বেশ ঠাণ্ডা রয়েছে তাই একটু উঠে পড়লাম।

—এই আমিও শোব এবার; কিছু বলবেন?

—না, এতরাত্রে কিই বা আর বোলব!

প্রমথ চলে গেল নিজের ঘরে—অরূপ সটান শুয়ে পড়ল ওর সিটে।

ছোট একটা জটলা হোচ্ছিল। জটলা বা গুলতানি দুই-ই বলা যায়। মেসের অবসর সময়টুকু—যা অফিস যাবার আগে আর পরে পাওয়া যায়, সেই অবসর সময়টা এমন হাল্কা আর সহজভাবে কাটাবার আর অন্য কিই বা পন্থা আছে? জটলা হোচ্ছিল প্রমথর ঘরে। সে ছাড়া আরও চার পাঁচজন এতে অংশগ্রহণ কোরছে। নিতান্ত খবর-মুখরোচক-খবর প্রিয় লোককটিই যা কাগজখানা খুলে পড়ছে—তবুও তাদের কাণ আর মন যে একেবারে এই আলোচনাকে অবহেলা কোরছে তা বলা যায় না। এই শ্রেণীর জটলার এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে বা অন্যকথায় এমন একটা ঘোলাটে মাদকতা আছে যা থেকে সাধারণ মানুষ বেশীক্ষণ দূরে থাকতে পারে না। অল্প পরিসর আর ছোট্ট পরিধি যাদের জীবনের তারাত হরদম এই শ্রেণীর আলোচনার

নাগর-দোলায় ভন্‌ভনিয়ে ঘুরছে; তাই তাদের মাথা ঘুরুনি ধরে গেছে যেন! কথার সামঞ্জস্য থাকে না আলোচনার পথ ঠিক থাকে না, মত-বাদত দূরের কথা। এদিক ওদিক দুদিকেই সুবিধা মত চলা ফেরা কোরতে মোটেই কোন সংকোচ আসে না!

প্রমথ বলছিল—আরে ভাই আমার কি মনে হয় জান? এম, এ, পাশ কোরেছেন তাই আমাদের আর মানুষ বোলেই ভাবেন না। দেশে যেন এম, এ, নেই! এত অহংকার কিসের? আমরাও কিছু কম রোজগার করি না। তবু যদি একটা বড় চাকুরী কোরত তাহোলেত আর কথা কইত না, নাকি বল বোস্?

বসু বল্‌ল—হয়ত কোথাও বড় চাকরী পেয়েছেন, আমাদের বোলেত কোন লাভ নেই আর সত্যি কথা বোলতে কি আমরাও জিজ্ঞাসা করিনি কোনদিন তাই বলেন নি। আমিত ভালই বলব যদি চাকরী না কোরে ব্যবসার দিকে গিয়ে থাকেন।

গণেশ বল্‌ল—তুমিত ভাই ভাল বোলবেই, যা একটু অন্তরঙ্গতা সেত তোমার আর বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে। তবু কৈ তোমাকেও তো বলতে পারতেন?

প্রমথ বল্‌ল—যেতে দাও ভাই পরের কথা। আমরা গরীব মানুষ যা পাই তাতেই সন্তুষ্ট হোয়ে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে দিন কাটাই। যদি আরও বেশী রোজগার করি তবুও গোমড়া মুখো হোয়ে একলা থাকতে পারব না।

প্রমথ যদিও বল্‌ল যেতে দাও ভাই পরচর্চা করা; তবু সে মনেমনে চায় আরও নানা রকম ভাবে ঐ একটা কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হাজার রকম কোরে আলোচনা হোক। কিন্তু আলোচনা আর জমছে না দেখে সে কাঁধে গামছাটা ফেলে হাতের তালুতে কিছুটা গন্ধ তেল শিশি

থেকে ঢেলে মাথায় ঘসতে ঘসতে কল-তলার দিকে পা বাড়াল। সে চলে যাওয়ার পর গণেশ জিজ্ঞাসা কোরল—আচ্ছা অরূপ বাবুর ওপর প্রমথ হঠাৎ চটল কেন বলত ?

বসু বলল—অরূপ বাবু বেশী টাকা রোজগার কোরছেন এই ওর ধারণা। ওর চেয়ে কেউ বেশী রোজগার কোরলে তা ওর সহ্য হয় না।

এরপর আলোচনাটার মোড় ঘুরে গিয়ে পড়ল প্রমথর দিকে! যে অরূপকে নিয়ে আলোচনা সুরু হোয়েছিল সে পড়ে গেল অলক্ষ্যে। এই সব আলোচনার মজাই হোচ্ছে যে উদ্যোক্তা হোয়ে অপরকে আক্রমণ করে একটু পরেই তাকে যাচ্ছেতাই ভাবে আক্রান্ত হোতে দেখা যায়! দোষ শূন্য মানুষ খুব কম। দোষ নিয়েও মানুষ মানুষকে ছোট কোরে নিজে বড় হওয়ার আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করে—এই আনন্দ এতই ক্ষণস্থায়ী যে তার তুলনা দেওয়া যায় না। চোখের পল্লব ফেলার মতই কম সময়ে প্রভাবটুকু দূরে চলে যায়; তবু প্রমথদের মত লোকে পরচর্চা করা ছাড়ে না।

সমরেশ সেন তার মোটর নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝ প[illegible] [illegible]খল মাধবী বাস ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমরেশ তার [illegible]ড়ি মাধবীর সামনে থামিয়ে শুধু দরজাটা খুলে দিল—মুখে শু[illegible] একটু স্মিত হাসি ছিল। কোন কথা বলার দরকার হোল না। মাধবী মুখে এক ঝলক হাসি নিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে তার পাশে এসে বসে পড়ল। গাড়ী আবার চলতে সুরু কোরল। তারা একবারও ভাবল না আর সবলোক এই দৃশ্যটা দেখে কি ভাবল। দাঁড়িয়ে-থাকা-মানুষেরাও যে কিছু ভাবল এমন বলা যায় না। মহানগরীর রাজপথে এরকম দুএকটা দৃশ্য

যে নজরে না পড়ে এমন নয়—তবু এই সব দৃশ্য যদি কোন বাহিরাগত বা নবাগত যুবকের নজরে পড়ে সে স্বস্থানে ফিরে বন্ধু মহলে এই ছোট ঘটনাটুকুকে রসাল কোরে যখন ফেনিয়ে ফেনিয়ে পরিবেশন কোরতে থাকে তখন শ্রোতাদের মনে জেগে ওঠে রোমান্সে ভরা—ভোগবিলাসে পরিপূর্ণ মহানগরী কোলকাতার যৌবনোচ্ছল ঢল ঢল রূপটা। কিন্তু বাস্তবতার দিকে তাকালে এই ঘটনায় কোন বৈচিত্র নেই। রোমান্স যারা খুঁজে বেড়ায় বাসে ট্রামে মাঠে ময়দানে তাদের কিই বা আর বলা যায়। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যা দেখা যায় তার অনেকটাই সত্যি নয়।

সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল—কোথা যাচ্ছিলে ?

মাধবী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্ল—বাড়ী ফিরছিলাম। তুমি কোথা যাবে ?

সমরেশ বল্ল—চলনা তুমি একটু গল্প করা যাক। এখানে কোথা এসেছিলে ?

মাধবী বল্ল—নতুন একটা টিউশানী পেয়েছি এখানে।

সমরেশ বল্ল—আমাদের বাড়ীতে আর তোমায় দেখি না যে বড় ? মাধবী জিজ্ঞাসা কোরল—আমার খোঁজ কর তা হলে ? বাড়ীতে কোন প্রশ্ন করনি ?

সমরেশ একটু হেসে বারেক মাধবীর দিকে তাকিয়ে বল্ল—খোঁজ করি বৈকি! মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গটা আমার বড় ভাল লাগে। এখন যেমন তোমায় বড় ভাল লাগছে—সত্যি ড্রেসটা যা করেছ ফাইন স্যুট্ কোরেছে। বল না কেন আর আমাদের বাড়ী যাও না ?

মাধবী একটু চুপ কোরে থেকে বল্ল—তোমার বোনকে গান শেখান আমি ছেড়ে দিয়েছি।

সমরেশ টপ কোরে বল্ল—কেন ?

মাধবী আস্তে আস্তে বল্ল—সে অনেক কথা। বলতে অনেক সময় লাগবে। ভেবেছিলাম তুমিও কিছুকিছু জান বোধ হয়।

সমরেশ গাড়ী থামিয়ে বল্ল—কৈ আমিত কিছু জানি না। চল ভেতরে বসে শোনা যাক সব।

ওদের গাড়ী থেমেছিল একটা বড় রেস্তোঁরার সামনে। মাধবী আর সমরেশ নেমে পড়ল। প্রবেশ পথে 'বয়' সহাস্য সেলাম দিল। ওরা তার কাছে অপরিচিত নয়। দুজনে একটা স্বতন্ত্র কোঠরে প্রবেশ কোরল।

সামনা সামনি বসে সমরেশ আর মাধবী। সমরেশ সম্পূর্ণ সাহেবী সাজে সজ্জিত। আর মাধবীর সজ্জার বর্ণনা দিতে হোলে বলতে হয় আবরণটাকে সে যত দূর পারে আভরণে পরিণত কোরেছে!

সমরেশ বল্ল—তারপর বল ?

মাধবী বল্ল—তুমিই বল না কেন আজকাল আমায় এড়িয়ে চলছ ?

সমরেশ একটু হেসে বল্ল—নানা কাজের হিড়িকে সব দিকে নজর দেবার ফুরসৎ পাওয়া যায় না আরকি! তারজন্যে তুমি কিছু মনে কোরেছ ?

মাধবী বল্ল—নজরত একদিন আমার চারিপাশেই ঘুরত তখনও তোমার নানা কাজছিল—ব্যবসাও তখন চলছিল পুরোদমে। তবে ? মিথ্যে কথা বলে প্রবোধ দেবার চেষ্টা কোরে নিজেকে কতই বা আর খেলো করবে ?

সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল—তুমি কি ঝগড়া কোরবে ?

মাধবী উত্তর দিল—তাই উচিত ছিল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে

না আমি বুঝেছি। আমি জানি তুমি এখন ছায়াদেবীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার আশায় আছ।

সমরেশ বল্ল—তোমার সঙ্গেও আমারকিছু কম অন্তরঙ্গতা নেই।

মাধবী বাধা দিয়ে বল্ল—সেইজন্যেইত বলব তুমি বিশ্বাস ঘাতক। একজন পুরুষের বহু নারীর সঙ্গে তোমার মত অন্তরঙ্গতা থাকা মানে আর কিছুই নয় ব্যাভিচারী হওয়া। বলতে তোমার বাধল না কথাটা!

সমরেশ পাইপে আগুন ধরিয়ে নিয়ে বল্ল—নীতি কথা তোমার মুখে শোভা পায় না মাধবী। তোমরা যে কোন শ্রেণীর মেয়ে তা আমার জানা আছে। অর্থই যাদের পুরুষ নির্বাচনের একমাত্র নিরিখ তারা আর যাই হোক নীতিবিচার তাদের বড় একটা থাকে না!

মাধবী ফুঁসিয়ে উঠল—অপমান কোরতে পারা যায় সকলকেই সহজে। অথচ তুমিই আমায় প্রলোভিত কোরেছ আমায় ভালবাসতে শিখিয়েছ সমরেশ। আজ আমার সবকিছুকে অধিকার কোরে কেন তুমি দূরে যাচ্ছ? আমি বুঝি তুমি আমায় আর চাওনা—ধরা দিয়ে আমি দামে কমে গেছি তোমার কাছে। তোমরা পুরুষরা কি? মেয়ে মানুষের সুপুষ্ট দেহ কি শুধু তোমাদের মনে কামনাই জাগায়? ভালবাসতে শেখায় না?

সমরেশ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্ল—তোমায় যে ভালবাসিনা সে কথাত বলিনি কোনদিন। বল তুমি কি চাও? বল তোমার জন্যে কি কর্‌তে হবে?

মাধবী বল্ল—থাক আর বাহাদুরী কোরতে হবে না। পার তুমি আমায় বিয়ে করতে?

সমরেশ চট কোরে পাইপটা টেনে নিয়ে বল্ল—এ তুমি পরিহাস

কোরছ মাধবী ! ভালবাসলেই যে বিয়ে কোরতে হবে—বন্ধুত্ব হোলেই যে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে এ কেমন কথা ?

মাধবী বল্ল—অভিধানটাকে যদি তুমি নিজের ভাষায় তৈরী কোরে নিয়ে থাক তা হোলে একথার কোন মানে নেই। কিন্তু আমি অবাক হোচ্ছি তোমার প্রথম প্রথম কথার সঙ্গে আজকের কথার মানের তুলনা কোরে। একদিন এমন ছিল যখন আমার সামান্য হাসির পরিবর্তে তুমি সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে। তারপর মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমায় গ্রাস করেছ। তাই আজ আমার দাবী তোমার কাছে পরিহাস বোলে মনে হোচ্ছে সত্যিই তুমি একজন আধুনিক অভিজাত।

সমরেশ বল্ল—এখন আমাদের ঝগড়াই চলবে না তুমি কেন আর আমাদের বাড়ী যাও না তাই বলবে ?

মাধবী বল্ল—প্রথমতঃ তোমার অবহেলা আমার সহ্য হয় না। যদিও আর্থিক ক্ষতিটা আমার সাংসারিকতার দিক দিয়ে বেশী হোয়েছে তবু আর উপায় ছিল না। কারণ তোমরা দুই ভাই প্রায় একই ধরনের। তোমাদের মনের অন্তরালের ছবিটা যে কি তা আমি জানি না। তবে বাইরে থেকে দেখলে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রথম প্রথম তোমার প্রেম নিবেদন সত্যিই আমায় পীড়া দিত—ভাবতাম একি কাঙ্গালপনা ! কিন্তু ধীরে ধীরে আমার কুমারী হৃদয়ে তোমার মূর্তির একটা ছাপ পড়ে গেল। আমার সারা মনে দেহে এল অভূতপূর্ব পরিবর্তন, আলোড়ন। ক্রমে ক্রমে আমি তোমার মতেই মত দিলাম তা তুমি জান। আমাকে অধিকার করার জন্যে প্রণয়ীর যে নিখুঁত অভিনয় কোরেছ তা সত্যিই চমৎকার, তবু আমি আশা করি আমার ভালবাসা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু বিমলেশও আজকাল

তোমার পথই ধরতে শুরু কোরেছে। সে ঠিক তোমার মতই আমায় প্রণয় নিবেদন কোরতে চায়। বল কি করতে পারি আমি? তুমি যদি আমার দিকে তাকাবার সুযোগ পেতে সমরেশ তা হোলে দেখতে আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের স্বাবলম্বী মেয়েদের পদে পদে কত বাধা কত প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে হয়।

সমরেশ বল্ল—বিমলেশটাকে আমিত ভাল গোবেচারা বোলেই জানতাম।

মাধবী একটু হেসে বল্ল—তোমাকেও আমি ঐ রকমই জানতাম!

তর্কের মাঝ পথে বয় দুগ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ রেখে গেল, নিঃশব্দে ওরা দুজনে তার সদ্‌ব্যবহার কোরল। ওদের উপস্থিত নির্লিপ্ত ভাবটা দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে ওদের ভেতর গভীর মনোমালিন্য আছে। এই মনোমালিন্য ঘটার পূর্বের ইতিহাসও একটু জানা দরকার।

সমরেশ সেন—এর বাবা মিঃ সেন এটর্ণি ছিলেন। এখন বয়স হোয়েছে। সমরেশরা তিন ভাই বোন, বিমলেশ আর অরুণা। সমরেশ স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে বাড়ীর সকলের সেরা। যুদ্ধের দিনে 'অভিজাত বংশ হইতে আগত' আর বাহ্যিক স্বাস্থ্যের খাতিরে তার 'কিংস্ কমিশন' পেতে বড় দেরী হয়নি। আধুনিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব দোষগুলো থাকে তার কোনটারই অভাব নেই তার মধ্যে। সে নানা দেশে ঘোরার আশায়ই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল—বিশেষ কোরে মিলিটারীর অনেক স্বাধীনতা পাবে বোলে। সেত বন্ধুমহলে হেসেই স্বীকার করে প্রত্যেক ষ্টেশনেই তাদের জন্যে বাসরশয্যা সাজান থাকে। শুধু বিনিময় কারেন্সি নোট! বিমলেশ এখনও কলেজে যায়, কলেজের খাতায় নিয়মিত মাহিনা দেওয়া হয় বোলেই আজ কয়েক বছর ধরে একই জায়গায় নামটা লেখা আছে।

আর ছোট বোন অরুণা। এই অরুণাকে গান শেখাতে যাবার জন্যেই মাধবী এবাড়ীতে আসে। অরুণার গলাও ভাল রেডিওতে সে এরই মধ্যে চান্স পেয়েছে।

মাধবী নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। নিজের প্রতিভার জোরেই সে নাম করেছে। তার সংসারে একমাত্র বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। সে কলেজের শিক্ষাও পেয়েছে। তার মনে সহপাঠিদের সাহচর্যে যে পরিপূর্ণতার ছবি ফুটে উঠেছিল, মহানগরীর যে প্রাচুর্যের ছবি ফুটে উঠেছিল তার মনে—সেই ছবিই তাকে ডাকে অহরহ হাতছানি দিয়ে। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষকে এই হাতছানিই পথভ্রান্ত করে। স্বকীয় উৎকর্ষতার দৌলতে যে সম্পদ পাওয়া যায় তা সত্যি স্বল্পায়াসে হয় না। স্বাচ্ছন্দ্য আর সম্ভোগের বিচিত্রতা মানুষকে সদাই উদ্দিপিত করে। বড় হওয়ার—বড় মানুষ হওয়ার এই যে উন্মাদনা এই উন্মাদনাই পথ গুলিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের। এর ঘূর্ণিপাকে পড়ে কতই না শিক্ষিত কতই না গুনী লোক নিঃস্ব, ও স্বস্বাতন্ত্র হারিয়ে নিতান্ত পরগাছা হোয়ে সমাজের বুকে বেঁচে থাকে। মানুষের এই শ্রেণীর ভ্রান্তির পরিশেষ নেই—সমাজ বিবর্তনের সূক্ষ্মধারাগুলোর দিকে নজর থাকে না বোলেই এদের সাথে নিত্য পরিচয় কোরতে হয়। টপ কোরে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা এক কথায় স্বীয় সমাজকে পেছনে ফেলে উর্দ্ধে ওঠার চাহিদা মানুষের মধ্যে আছে বোলেই নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিবর্তন আসে না। পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার লোভ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় খুব কম ক্ষেত্রেই।

মাধবী সত্যিই ভালবেসেছে সমরেশকে। সমরেশ সেনের মত মুখোস-পরা শিক্ষিত ভদ্রযুবকরা জানে নারী মনের কোথায় আঘাত

কোরলে সবচেয়ে বেশী সফলতা পাওয়া যায়। মাধবীর মনে তার অলক্ষ্যে যে প্রাচুর্যের ছবি গড়ে উঠেছিল তার বাস্তব পরিচয় সে পেয়েছে সমরেশ সেনের সহযোগীতায়। সমরেশও কোন কার্পণ্য করেনি মাধবীর চাহিদা মেটাতে। এই চাওয়া পাওয়ার খেলা যে কোন কমজোরী সূতায় ঝুলছে তা মাধবী জানত না। জানার অবকাশ তার হয় নি। এই সরু সূতাটা ছিঁড়তে বেশী সময় লাগেনি—যখন মাধবী নিজের দিক দিয়ে এটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা কোরেছে তখনই এই সহযোগীতার সূতাটা ছিঁড়ে গেছে!

মাধবী আহত হয়েছে—মাধবী অবাক হয়েছে! কিন্তু মাধবী নতুন কোন পথ বেছে নিতে পারে নি। সমরেশ যে শুধু তার যৌবনের পুরন্ত দেহটাই চেয়েছে একথা আজ তার কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

তবু ভালবাসা—ভালবাসাই! এই অনাদর তাচ্ছিল্য যদি ভালবাসার স্রোতের মুখে মরুভূমির মত বিরাট প্রতিবন্ধকতার কাজ কোরতে পারত তা হোলে মানুষের জীবন অনেক পরিমানেই সহজ আর সরল হোয়ে উঠত। বিরহ থাকত না। আশা কথাটা বাদ পড়ত অভিধান থেকে। কিন্তু বিরহও আছে আর তার ফলও ফলে সমাজে। এই ভালবাসা যদি আত্ম-কেন্দ্রিক কামনার কল্লোলে বেড়ে না উঠে থাকে তা হোলে উন্নততর পথে অগ্রসর হয়—দেশকে উন্নত করে—সাহিত্যে, শিল্পে, সেবায়!

মাধবী হাত ঘড়িটা একবার দেখল। মোটে রাত আটটা বাজে। বিশেষ দেরী হয় নি।

মাধবী বল্ল—আচ্ছা সমরেশ তুমি কি মনে কর ছায়াদেবীও আমার মত লোক চিন্‌তে ভুল কোরবেন?

সমরেশ পাইপ থেকে পোড়া মশলাগুলো ফেলে দিয়ে নতুন মিক্‌শ্চার ভরছিল। একটু গর্বিত হাসি মুখে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মাধবীর দিকে। মাধবীও তার দিকে তাকিয়ে ছিল—তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল সেই ভাব যে ভাব ফোটে হরিণীর চোখে যখন সে শিকারীর বেড়াজালে আটকা পড়ে বুঝতে পারে আর আমার কোন উপায় নেই!

মাধবী বল্‌ল—কৈ উত্তর দাও?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সমরেশ বল্‌ল—এসব প্রশ্ন অবান্তর মাধবী। তুমি আশঙ্কিত হোচ্ছ মিছে। তোমার ভালবাসা যে পেয়েছে সে কি আর অন্যকারও কাছে মন দিতে পারে? ছায়ার সঙ্গেত আলাপ আছে বহুদিন থেকে।

মাধবীর মনে আশার নেভানো পলতেটা যেন সমরেশের কথায় ধিকি ধিকি জ্বলে উঠল, তার মনের ভাব মুখে প্রকাশ পেল আরক্তিম ভাবে। সমরেশের অভিজ্ঞ সন্ধানী চোখের চাহনীতে সহজেই তা ধরা পড়ে গেল।

সমরেশ বল্‌ল—চল তোমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। বহুদিন যাইনি নয়?

মাধবী বল্‌ল—সত্যি যাবে? কতদিন যে যাওনি আমার ওখানে তার ঠিক নেই। মা প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কি আর বলি—খেয়ালী লোক কখন কোন দিকে মন যায় তার ত' আর হদিশ পাওয়া যায় না!

কোলকাতার নামজাদা রাস্তার একটা বড় গোছের ফ্ল্যাট বাড়ীর সামনে ওরা গাড়ী থেকে নামল। এই বাড়ীর ওপর কয়েকখানা মাত্র ঘর নিয়ে মাধবীদের সংসার। সংসার চালাতে হয় একা তাকেই।

মোটামুটি ভাবে সংসার চলে—টিউশানী কোরে রেডিও রেকর্ড আর সিনেমায় গান দিয়ে যে পয়সা সে পায় তা দুজনের পক্ষে প্রচুর না হোলেও যথেষ্ট। বাড়ীতে এসে মাধবী দেখল মা নেই।

চাকরটা বলল—মা গেছেন কাছেই একটা বাড়ীতে যেখানে আজ একটা জলসা হোচ্ছে। তারও যাবার নিমন্ত্রণ আছে। গানও গাইতে হবে।

গরীবের বাড়ী এলে এক কাপ চা খাবে?

সমরেশ ভাবছিল। নিঃস্তব্ধ বাড়ী একমাত্র চাকর ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সে আর মাধবী—সেত দুজনে এক!

সমরেশ বলল—বেশত চা কর না, তোমার হাতের চা যে অনেক-দিন খাইনি।

মাধবী মুখে পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে ইলেকট্রিক ষ্টোভটা নামিয়ে তাতে কেতলী কোরে দু'কাপ জল চড়িয়ে দিল। সমরেশের পাশে এসে সে বসল। নিস্তব্ধ পরিবেশ! আশপাশ থেকে শুধু রেডিওর গান ভেসে আসছে। কারও মুখে কথা নেই। চাকরটা বোধ হয় অনেকক্ষণ একা আটকা পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল। মাধবী আসতেই কোথায় সরে পড়েছে মনে হোচ্ছে। সমরেশ তাকাল মাধবীর দিকে। চাহনীতে রয়েছে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ। এই চাহনী মাধবীর কাছে অপরিচিত নয়! মাধবী আজ আর ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবে না প্রতিজ্ঞা কোরল। নিজেকে সমরেশের পায়ে ফুলের মত নিবেদন কোরেছিল বোলেই সমরেশ সহজে পদদলিত কোরতে পারছে—সাহস পেয়েছে!

সমরেশ বলল—রাতত' হোল কখন যাবে গানের আসরে?

মাধবী বলল—তুমি এলে, কি কোরে যাই বল?

সমরেশ বল্‌ল—না গেলে সত্যিই আমি খুসী হব। যেটুকু এখন তোমার সঙ্গ পাই সেইটুকুই আমার লাভ। এমন নিস্তব্ধ রাতের মাঝে তোমার মত তরুণীর সাহচর্য পাওয়াটা কি কম পাওয়া ?

মাধবী বল্‌ল—চাটুকারিতায় তুমি অদ্বিতীয়। লাভ লোকসানের হিসাব করছ আজ এখানে এসেছ বোলে। অথচ আজ একমাসের মধ্যে একবার খোঁজ নেবারও সময় পাওনি। জানি যতক্ষণ চোখের সামনে থাকি ততক্ষণ আমরা শুধু একমাত্র মেয়ে বোলেই পরিগণিত হই।

সমরেশ উঠে গিয়ে মাধবীর চেয়ারের হাতলটার ওপর বসল। আস্তে আস্তে হাতটা রাখল মাধবীর কাঁধে। বল্‌ল—অভিমান কোরে কেন আমায় কথা শোনাচ্ছ মাধবী। আমি তো দোষ স্বীকার কোরছি।

দুর্জনের ছলের অভাব হয় না! নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে সমরেশ সেন সব কিছু কোরতে পারে।

মাধবী উঠে গিয়ে দু-কাপ চা তৈরী কোরে ফেল্‌ল—এক কাপ দিল সমরেশকে আর এক কাপ নিল নিজে। চা খাওয়াটা আর কিছুই নয়, শুধু একটু উপভোগ করা আলোচনাটা রসিয়ে রসিয়ে! চা খেতে খেতে আরও কিছু কথা হোল মাধবীর আর সমরেশের মধ্যে। সে সব কথায় ক্রমশঃ আবেগের মাত্রাধিক্য ঘটতে থাকল—মাধবীর দিক দিয়ে না হোলেও সমরেশের দিক দিয়ে। মাধবী মুখে কোন প্রতিবাদ কোরল না, সে সব কথার। তবে বিশেষ আমলও দিল না; সে সব কথায় আর তার মনে বড় একটা আনন্দের রিনিঝিনি আওয়াজ বেজে ওঠে না। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে সমরেশের এই শ্রেণীর কথা শুনে আবেশে এলিয়ে পড়ত—তড়িতাহত লতার মত অনুরণিত হোত

তার সারা অঙ্গ। কিন্তু মাধবী আজ সমরেশকে চিনেছে—বুঝেছে নিজের দুর্বলতার আসন্ন পরিণতি কী!

ঘরে জ্বলছে একটা গাঢ় নীল আলো। খোলা জানালা দিয়ে বেশ হাওয়া আসছে—হাওয়ায় দরজার গাঢ় সবুজ পর্দাটা বেশ জোরে দুলছে। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের খানিকটা টুকরো দেখা যাচ্ছে। যদিও সেখানে চাঁদ নেই তবু আলোকিত আকাশটা পূর্ণ চাঁদের অস্তিত্ব ঘোষণা কোরছে।

সমরেশ বলল—বেশ লাগছে আবহাওয়াটা, একটা গান শোনাবে?

মাধবী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—নিশ্চয়, কতদিন পরে অনুরোধ কোরলে।

বেশী কথা না বাড়িয়ে মাধবী অর্গানটার সামনে গিয়ে বসল। তার সুদক্ষ হাতের স্পর্শ পেয়ে জড় পদার্থ বাজনাটার বুকে যেন প্রাণের আলোড়ন জেগে উঠলো। মাধবী সুললিত কণ্ঠে গেয়ে শোনলে একটা সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত। নিস্তব্ধ পরিবেশটা যেন মিষ্টি মাদকতায় ভরপুর হোয়ে গেল। সমরেশ একেবারে মাধবীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে গানটা শুনছিল। গান শেষ কোরে মাধবী উঠে দাঁড়াল একেবারে তার সামনা সামনি। সমরেশ হঠাৎই মাধবীকে দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ কোরে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিল। মাধবী কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না কোরে ধীরে ধীরে নিজেকে সমরেশের বাহুমুক্ত কোরে তার চোখে চোখে তাকিয়ে বলল—বেশী এগিয়োনা সমরেশ! আমার এই দেহটা না চেয়ে যেদিন সম্পূর্ণভাবে আমাকে চাইবে সেইদিন পাবে আমাকে।

মাধবী দূরে চলে গিয়ে জানালার গরাদ ধোরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল! এই রূপ মাধবীর সমরেশের চোখে সম্পূর্ণ নতুন।

মাধবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল সমরেশ চলে যাচ্ছে। যাবার সময় সে বোলে গেল—আমি চল্‌লাম মাধবী তোমার কথা আমি মনে রাখবার চেষ্টা কোরব।

মাধবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো আকাশটা কালো মেঘে ভ'রে আসছে যেন। ছোট ছোট তারাগুলো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছে।

মণিকুন্তলা ওদের বৈঠকখানায় বসে কী যেন পড়ছিল। তখন বেলা হবে প্রায় নটা। কলেজের ছুটী প'ড়ে গেছে—তাই কোন তাড়া নেই তার। তার পড়ায় বিঘ্ন ঘটালো ভবতোষ রায়। ভবতোষ রায় কাগজের সম্পাদক। দৈনিক পত্রিকার নয়, মাসিক। মাসিক "অঙ্কুর" তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। আজ আর "অঙ্কুর" অঙ্কুর নেই,—সে মহীরুহের আকার ধারণ কোরতে চলেছে। কাগজ বেশ সচল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষের চেহারারও অনেকটা আদল পাল্‌টেছে। বেশ নাদুশ নুদুশ চেহারা, পরণে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী আর দিশী ধুতির সঙ্গে চপ্পল পরেছে। এ বাড়ীতে ভবতোষের আনাগোনা খুব নতুন নয়। যেদিন থেকে ছায়াদেবী সাহিত্যে নাম কোরেছেন সেই সূত্র থেকেই তার আনাগোনা। ভবতোষ রায় শুধু কাগজ চালিয়েই ক্ষান্ত দেয়নি—সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক হয়েও ব্যবসা বুদ্ধির পরিচয় জাহির কোরেছে। সেই প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছিল ছায়াদেবীর প্রথম উপন্যাসটার। অভূতপূর্ব সাফল্যে সে ছায়াদেবীর ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল আর সশ্রদ্ধ হোয়ে উঠেছে। ভবতোষ প্রায়ই আসে ছায়াদেবীর সঙ্গে আলাপ কোরতে। এই আলাপের সূত্র হোচ্ছে ছায়াদেবীর যে লেখা অঙ্কুরে প্রকাশিত হোচ্ছে ক্রমশঃ আর নতুন যে লেখা হোচ্ছে তাই। অবশ্য তার এই আলাপ আর আলোচনার

পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, জানা নেই। ছায়াদেবী যে কিছু আন্দাজ বা আভাষ পেয়েছে তাও বড় একটা বলা যায় না। তবে আলোচনার আসরে মাঝে মাঝে সমরেশও উপস্থিত হোয়ে পড়ে। সমরেশ কিন্তু মোটেই খুসী নয় ভবতোষের ওপর। কেন যে সে তাকে দেখতে পারে না তার সঠিক কোন জবাব সে হয়ত দিতে পারবে না। তবে যাদের দেখার দৃষ্টিটা একটু স্বাতন্ত্র রাখে তারা সহজেই বোলে দেবে যে সমরেশ সেন ভবতোষ রায়কে মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে প্রতিষ্ঠিত কোরতে সুরু কোরেছে। তার এই মনোবৃত্তির দোষ দেওয়া যায় না বিশেষ। যারা নিজেদের ওপর আস্থা রাখে কম, যাদের সন্দেহ আছে অপরের ব্যবহারের প্রতি তারা সহজেই পরাভূত হওয়ার আভাষ পায়। এই পরাজিতের মনোবৃত্তি সততই তাদের কোরে তোলে স্পর্শকাতর, সদাই সন্দিগ্ধ।

ভবতোষ রায় ঘরে প্রবেশ কোরল হাসিমুখে। মণিকুন্তলা কিছু বলার আগেই সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা কোরল—দিদি কোথায় আপনার?

মণিকুন্তলা ব'লল—ওপরেই আছে, আসবে এখুনি। ডেকে দেব?

ভবতোষ বলল,—একটু দরকার আছে, তবে বিশেষ তাড়াতাড়ি নেই। আচ্ছা কাল হাওড়া ময়দানের শ্রমিক সভায় আপনাকে দেখলাম যেন।

মণিকুন্তলা বলল—গিয়েছিলাম হাওড়ায়, আসার পথে শুনছিলাম শ্রমিকদের কথা। আপনিও গিয়েছিলেন বুঝি?

ভবতোষ বলল—ঠিক যাব বোলে যাই নি। আমার যাওয়াটাও কতকটা আপনার মতই। আমিত, মনে কোরলাম আপনাকে দেখে

বুঝি আপনিও রাজনীতি কোরছেন।

মণিকুন্তলা আস্তে কোরে বল্‌ল—সেটা বড় বেমানান দেখায়, না?

ভবতোষ একবার মণিকুন্তলার দিকে তাকাল। দেখল মণিকুন্তলা "অমৃতবাজার" পড়ায় চোখদুটোকে নিবদ্ধ রেখেছে। চোখ দেখে যে মনের ভাবটা জেনে নেবে সে সুযোগ তার ঘটল না।

ভবতোষ বল্‌ল—বেমানান দেখানর আর কী আছে? তবে হুজুগে মেতে যে রাজনীতি করা হয় তার প্রভাব কতটুকু আর স্থায়ীত্বই বা কতখানি।

মণিকুন্তলা সোজা তাকিয়ে বল্‌ল—অপবাদের বুলি আওড়ে কি আর প্রভাবকে অবরোধ করা যায়! আমি রাজনীতির কিছুই জানি না। তবে বুঝতে চেষ্টা করি মানুষকে, প্রকৃত দেশের অবস্থাকে।

ভবতোষ ভারিক্কের হাসি হেসে বল্‌ল—সে ত ভাল কথা। দেশের জনসাধারণ যত রাজনীতির দিকে নজর দেবে ততই দেশের মঙ্গল। তবে নিজের একটা আদর্শ আর কর্মপন্থা থাকা দরকার।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—কথাগুলো ঠিকই। কিন্তু দুঃখ কি জানেন, আমার যতটা অভিজ্ঞতা হোয়েছে তাই থেকেই বোলছি, আদর্শ থাকলেও ব্যক্তিগত মত আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি কোরতে অনেকেই আদর্শকে বলি দেয়। আমার অবশ্য রাজনীতিকদের সমালোচনা করার অধিকার নেই। তবু এইরকম আদর্শবাদের ব্যবহারে দুঃখ হয়।

ভবতোষ হেসে বল্‌ল—সকলে সমান হয় না। আদর্শ না থাকলে মানুষ বড় হোতে পারে না—বড় কিছু কোরতে পারে না।

মণিকুন্তলা হেসে বল্‌ল—আমার বড় হবার লোভ নেই, নিতান্ত সাধারণ মানুষ হিসেবে থাকতে পেলেই সুখী হব। তবে আদর্শচ্যুত

যেন না হই!

ভবতোষ বল্‌ল—আপনার কথা শুনে আনন্দিত হোলাম। আপনার উন্নতি কামনা করি।

মণিকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—ধন্যবাদ। বসুন, দিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মণিকুন্তলা ওপরে এসে দেখল তার দিদি বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সাজসজ্জা কোরছে। ছায়াদেবীর পোষাক করা তখন প্রায় শেষ হোয়ে গিয়েছিল। শেষবারের মত তখন শুধু এদিক ওদিক ফিরে আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারাটা দেখে নিচ্ছিল। মণিকুন্তলা তার হাবভাব দেখে হেসে ফেললো, খুব জোরে।

ছায়াদেবী বল্‌ল—কিরে হাসছিস কেন?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—তোমার নাচন দেখে। সাজসজ্জা যা কোরেছ তা দেখবে তো অপরে, তবে নিজেকে আর অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছ কী?

ছায়াদেবী বল্‌ল—না তোমার মত আলুথালু বেশে হাজির হব সকলের সামনে। পোষাক করাটাও একটা আর্ট, বুঝলি?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—বুঝলাম তুমি একজন আর্টিষ্ট্! তোমার জন্যে ওদিকে ভবতোষবাবু বসে রয়েছেন যে অনেকক্ষণ থেকে। আরও কয়েক ঘণ্টা ধ'রে তুমি যদি আর্টের চর্চা কর তা হোলে আর যেই গুণগ্রাহী হোক না কেন তিনি হবেন না।

ছায়াদেবী চেয়ারে বসে পড়ে বল্‌ল—আর পারি না মণি! কোথায় ভাবছি একবার বাইরে যাব তা আর হোল না। এখন বসে বসে শুধু লেখালিখির কথা বল। সত্যি কথা ব'লতে কি, আমার এই সম্পাদকদের ভয় করে। এরা যখন দেখে যে এর কাছে আমার

দায় আছে তখন ঠিক আমার মত সাপ্টে করে। অথচ এরাই যদি আবার দেখে অন্য কারও দায় তখন ভুলে যায় সে কথা। ভবতোষবাবুই প্রথমে আমাকে প্রায় আমল দিতেই চান্‌নি। অথচ আজ বলেন আমার উপন্যাস ক্রমশঃ বার হোচ্ছে বোলে কাগজের কাটতি হোচ্ছে অনেক বেশী।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—তুমি বিশ্বাস কর তাঁর কথা?

ছায়াদেবী বল্‌ল—না কোরে উপায় কী? পড়নিত এদের দলে।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—তা আমিত আর লেখিকা নই। আমায় আমলই বা দেবেন কেন?

ছায়াদেবী আর মণিকুন্তলা নীচে নেমে এল। ভবতোষ বসে বসে ঘুরন্ত পাখাটাই দেখছিল বোধহয়। ওদের আসার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়াল। ছায়াদেবীকে দেখে ব'লল,—নমস্কার!

ছায়াদেবী বল্‌ল—বসুন। আজ সকালেই যে এসেছেন বড়? মণিকুন্তলা আর দাঁড়াল না। একটা হাতব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে বাইরে চ'লে গেল।

মণিকুন্তলা রাস্তা দিয়ে চলে এলো সোজা ট্রাম ষ্টপেজে। বাড়ীতে যদিও গাড়ী আছে তবু সে বড় একটা নিজের কাজে তাকে ব্যবহার কোরতে আটক কোরে রাখে না। তার যাওয়া আসার কামাই নেই, তাই ট্রামযাত্রাটাকেই সে বেছে নিয়েছে। ট্রামে উঠে সে বসল। বরাত জোরে ট্রামটা আজ একটু খালি। নইলে আফিস টাইমে এরকম ফাঁকা ট্রাম পেলে ক'লকাতায় আছি বোলে বিশ্বাস হোতে চায় না। বোধহয় আজ কোন একটা ছুটী আছে—মণিকুন্তলা ভাবল। সে বসে বসে ভবতোষ রায়ের কথাটাই ভাবছিল।

ভাবছিল—আলোচনার দিক দিয়ে ভবতোষবাবুর কথাগুলো হয়ত ঠিক। কিন্তু শুধু আদর্শ খাড়া কোরে কাগজে বিবৃতি আর পার্কে বক্তৃতা দিলে কতটাই বা কাজ করা হয়। আদর্শবাদের বড় বড় বুলি হয়ত বুঝতে পারে—যারা শিক্ষিত, যাদের ভেতর রাজনীতিক চেতনা জেগেছে। সে সংখ্যা আর দেশে কত? বিরাট যে সংখ্যাটা অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য, অনাদৃত হোয়ে পড়ে রয়েছে তাদের কাণে এই আদর্শবাদের কথা কেমন শোনায় কে জানে—সে ভাবল।

—আরে মণি, কোথা চলেছ এত সকালে?

মণিকুন্তলা ফিরে তাকিয়ে দেখল সমরেশদা। হাতে পাইপটা ঠিক ধরা আছে। একেবারে পাশেই দাঁড়িয়ে।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—সকাল কোথায়, বেলা ত' দুপুরের দিকে পৌছাল বোলে। আপনি কতদূর?

সমরেশ বল্‌ল—একবার ধর্মতলায় যাব, কমলালয়ে কিছু কেনার আছে। ছায়ার খবর কী?

—ভবতোষবাবুর সঙ্গে দিদি কথা বোলছেন দেখে এলাম।

সমরেশ বল্‌ল—ওঃ! তুমি কোথা চলেছ?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—শ্যামবাজার যাব।

একটা ষ্টপেজে গাড়ী থামল। একদল ছেলেতে যুবকে উঠলো হুল্লোড় কোরতে কোরতে। তাদের যাওয়ার জায়গা কোরে দিতেই সমরেশকে খানিকটা পিছু হ'টে আসতে হোল! নতুন যাত্রীরা যে পারল বসল, যে সিট পেল না,—হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইল। তাদের আলোচনা থামল না মোটে। সকলে সকালের শো'য়ে সিনেমা দেখতে চলেছে। যে বই তারা এখনও দেখেনি সেই বই সম্বন্ধেই—তাদের আলোচনা চলছিল। নায়ক-নায়িকার অভিনয়ের খুঁটিনাটি

পর্যন্ত তাদের সমালোচনা থেকে বাদ পড়ছে না। সত্যিই এরা সিনেমা নিয়ে মাথা ঘামায়! মনিকুন্তলা একবার সমরেশকে দেখার জন্যে পেছন ফিরে তাকাল—দেখতে পেল না। আশপাশ আরও একটু দেখল—সমরেশদা নেই, হয়ত ভীড়ের পেছনে বসে পড়েছেন—সে ভাবল।

মণিকুন্তলা ভবতোষ রায় আর ছায়াদেবীর সামনে দিয়ে চলে গেল। একলা বসে আলোচনা কোরতে ছায়াদেবীর কেমন যেন বাধবাধ ঠেকে। কয়েকজনের মাঝে যে আলোচনা চলে সেই আলোচনায় পরোক্ষভাবে যোগ দিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজে থেকে অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা চালানোয় যে শক্তির প্রয়োজন তা বোধহয় ছায়াদেবীর নেই। সে বিশেষ দীর্ঘ-সূত্র আলাপের পক্ষপাতি নয়। অথচ মজা এই ভবতোষ রায় আলাপ সুরু কোরলে আর উঠতে চায় না। ছায়াদেবীকে একলা পেয়ে ভবতোষ কিন্তু বেশ খুসী হোয়েছে মনে হোল।

ভবতোষ বল্‌ল—আজ সকালেই আপনাকে বিরক্ত কোরতে এলাম বলে কিছু মনে কোরবেন না ছায়াদেবী। কাল আমার ওখানে আপনাকে যাবার জন্যে আমি নিমন্ত্রণ কোরতে এসেছি।

ছায়াদেবী জিজ্ঞাসা কোরল—উপলক্ষ্যটা কী?

ভবতোষ ব'লল—ছোটখাট একটা সাহিত্য আসর [illegible]ব আমার ওখানে। কয়েকজন আরও সাহিত্যিক আসবেন, আপনিও যাবেন নিশ্চয়।

ছায়াদেবী বল্‌ল—আমার না গেলে কি চলে না? কাল এক-জায়গায় একটু এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছিল।

ভবতোষ বল্‌ল—সে আপনাকে বাতিল কোরতেই হবে ছায়াদেবী, অন্তত: আমার খাতিরে। আপনার জন্যেই এই আয়োজন কোরেছি ব'ললে বেশী বলা হবে না।

ছায়াদেবী অবাক হোয়ে বল্‌ল—আমার জন্যে! কী এমন কোরেছি যে আমায় নিয়ে এতটা হৈ হৈ কোরতে হবে?

ভবতোষ প্রসন্নমুখ হাসি নিয়ে বলল—সে বিচার কোরব আমরা, আপনার অনুরক্তরা!

ছায়াদেবী অপাঙ্গে একবার ভাল কোরে ভবতোষকে লক্ষ্য কোরে নিল। ভবতোষ যেন বিনয়ে আর খুশীতে একেবারে নুয়ে পড়েছে। এমন সময়ে সমরেশ সেন সেই ঘরে ঢুকল। ঢুকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ভবতোষ রায়ের দিকে। ভবতোষ রায় যেন সেই দৃষ্টির টানেই উঠে দাঁড়াল!

ভবতোষ ব'ল্‌ল—নমস্কার মিঃ সেন। আসুন।

সমরেশ পাইপ নামিয়ে একটু মাথা ঝাঁকানি দিয়ে তাকে প্রত্যাভিবাদন কোরল।

ছায়াদেবী বল্‌ল—বসুন।

সমরেশ সেন একটা চেয়ার দখল কোরে বল্‌ল—কিসের আলোচনা হোচ্ছে আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

ছায়াদেবী উত্তর দিল—ভবতোষবাবুর ওখানে কাল একটা সাহিত্য আসর হবে তাই আমায় আমন্ত্রণ কোরতে এসেছেন।

ভবতোষ সমরেশের দিকে তাকিয়ে ব'লল—আপনাকেও সেই সঙ্গে আমি আমন্ত্রিত কোরছি মিঃ সেন।

সমরেশ ব'ল্‌ল—দেখি যদি সময় পাই তো যাব, আপনার বাড়ীতেই হবেত?

ভবতোষ ব'লল—আজ্ঞে হাঁ। ঠিক বিকাল পাঁচটায় যাওয়া চাই কিন্তু। এখন আমায় উঠতে হোল। আরও পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। ছায়াদেবী বলল—আচ্ছা আসুন তবে, নমস্কার।

নমস্কার কোরে ভবতোষ রায় চলে গেল, মনে হোল কতকটা মনমরা হোয়ে। ছায়াদেবী ব'লল—কাল আসছেন তা হোলে ?

সমরেশ হেসে ব'লল—তুমি যে সভায় যাবে সেখানে আমি না যাই কী কোরে। এখন কোথাও যাবে না কি ? যদি না যাও ত চলনা আমার সঙ্গে একটু মার্কেটিং করি।

ছায়াদেবী ব'লল—বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় বেরুবার জন্য মনটা ছটফট কোরছে সকাল থেকে। রমার ওখানেই যাব ভাবছিলাম, চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।

ওরা বাইরে এসে দেখলো আকাশটা যেন মেঘলা কোরে আসছে। ছায়াদেবী বলল—আপনার গাড়ী আনেন নি ?

সমরেশ ব'লল—বিমলেশ যেন কোথা নিয়ে গেছে। আমিত ট্রামেই যাব ভাবছি।

ছায়াদেবী ব'লল—চলুন তাই।

ট্রামে পাশাপাশি বসলো দুজনে। আপত্তি করার কিছু নেই যদিও তবু ছায়াদেবীর মনে হোল সমরেশ যেন ইচ্ছা কোরেই অনেকটা সরে বসেছে তার দিকে। টুক্‌রো টুক্‌রো কথা হোতে থাকল :—

সমরেশ ব'লল—ভবতোষ বাবুকে তোমার কেমন মনে হয় ? ছায়াদেবী ব'লল—কোনদিক দিয়ে ?

—সাধারণ মানুষ হিসাবে।

—মন্দ নয়। একটু বোকাটে ধরণের যদিও ব্যবসাবুদ্ধি প্রচুর। বড় হওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা আছে। তবে কাগজের সম্পাদক

হওয়ার যোগ্যতা আছে বোলে মনে হয় না। আমাদের সৌভাগ্য যে ভবতোষ বাবুর মত বেশী সম্পাদক নেই দেশে।

—একথা কেন বল্‌ছ ?

—কারণ আছে।

সমরেশ উৎসুক হোয়ে বলল—কী কারণ জানতে পারি না কি ?

ছায়াদেবী ব'লল—না। আজ সে কথা কেউ জানে না—মাত্র দুজনা ছাড়া। তবে সময় মত জানতে পারবেন নিশ্চয়।

সমরেশ আহত হোয়ে ব'লল—তুমি ছাড়া যে কথা আরও দুজনে জানে সেইকথা আমায় বোলতে পার না ছায়া ? তোমার কাছে আমার স্থান কি তিন নম্বরেরও নীচে ?

ছায়াদেবী হেসে বলল—এখনও ত' নম্বর মার্কা কোরে দেখিনি কাউকে। সব কথা ত' আর সকলকে বলা যায় না।

সমরেশ ব'ল্‌ল—আজও আমায় এতটা দূরের ভাব ?

ছায়াদেবী এই কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু একবার পরিপূর্ণভাবে তাকাল তার দিকে। খানিকটা চল্‌ল চুপচাপভাবে। ট্রামে লোক ঠাসা হোয়ে গেছে। তিলধারণের জায়গা নেই—তবুও লোক উঠছে, উঠছে নয় যা পাচ্ছে তাই ধ'রে ঝুলছে। ওদের সীটের সামনে বসেছে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণী। সঙ্গের যুককটী বোধহয় তার প্রণয়ীই হবে। যুবক যে ভারতের জলহাওয়া বেশীদিন সহ্য করেনি তা একনজরেই বলা চলে। তাদের আলাপ দেখলে বোঝা যাবে না যে তাদের আলাপ অল্পদিনের—হয়ত বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র। ট্রামশুদ্ধ লোকের মোটা রকম অংশটার নজরই ঐদিকে নিবদ্ধ র'য়েছে যেন। ছায়াদেবীর নারীত্বের কোথায় যেন ব্যথা জাগল ঐ

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীটি নারী বোলেই! একদল পুরুষের সামনে গাড়ীতে ব'সে ঐ রকম হাসি মসকরা যে কী কোরে করে!

স্বচ্ছলতা যাদের আছে প্রাচুর্যের পরিমাপ তারা করে না। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদ যাদের করুণার উদ্রেক কোরতে পারে না কিছুটা মাত্র অনুরোধ বা চাওয়ার আভাষ পেলেই তারা খরচ কোরতে হাত দরাজ করে। উপলক্ষ্যটা বিশেষ কিছু নয়—কোন এক বন্ধুর বোনের জন্মতিথি। তার জন্যেই সমরেশ সারা ষ্টোরটা ঘুরল বার দুয়েক। কিনলও বেশ দাম দিয়ে কয়েকটা জিনিষ। ঘোরাঘুরির মাঝে ছায়াদেবী একবার শোকেসে রবীন্দ্রনাথের একটা মর্মর মূর্তি দেখে ব'লল—কি সুন্দর জিনিষটা! এইটুকুই সমরেশের কাছে যথেষ্ট।

সমরেশ মূর্তিটা কিনে নিল। ছায়াদেবীর কোন বাধা মানল না। এই রকম কোরে তারা যখন বাইরে এল তখন দুজনের হাতেই বেশ কিছু কোরে প্যাকেট জমেছে। তাই একটা ট্যাক্সি নিতে হল ওদের।

গাড়ীতে বসে ছায়াদেবী ব'লল—মিছে অতগুলা টাকা খরচ কোরলেন।

সমরেশ ব'লল—মিছে কেন ব'লছ, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি কেনাটা নিশ্চয় মিছে কাজ নয়।

ছায়াদেবী ব'লল—মিছে হোত না যদি প্রকৃতই মূর্তিটার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোয়ে কিনতেন। কিছু মনে কোরবেন না, নিতান্ত উপঢৌকন দেবার জন্যেই কিনেছেন এটা। তাই মিছে ব'ললাম।

মনে হোল কথাটা নির্মম সত্যি বোলেই আঘাত কোরল সমরেশকে। সমরেশ পাইপে আগুণ ধরাল মন দিয়ে। হয়ত এই সামান্য অবসর-টুকুতে ভেবে নিল কী বলা যায়। ব'লল—তোমাকে যদি আমি

উপহার হিসেবে কিছু দিই তাতে নিশ্চয় তোমার বিরক্তি আসা উচিত নয়।

ছায়াদেবী ব'ল্‌ল—উপহার দেওয়াটা যখন প্রতিদান পাবার আশায় দেওয়া হয় তখন সেই উপহারকে সকলে সোজাভাবে নিতে পারে না।

আবহাওয়াটা ক্রমশঃ ঘোলাটে হোয়ে উঠছে যেন। সমরেশ ঠিক আজও বুঝতে পারছে না ছায়াদেবীকে। ছায়াদেবীরসাবলীল আলাপ করার ধারা তাকে নিরুৎসাহ কোন দিন করেইনি বরঞ্চ তার নিরলস সঙ্গদানে সে আশান্বিত হোয়েছে দিনে দিনে।

সমরেশ ব'ল্‌ল—চাওয়া পাওয়া নিয়েইত সংসার। ভালবেসেই ভালবাসা চায়। তোমার কাছে আমার দাবী ত' অজানা নেই ছায়া!

ছায়াদেবী ব'ল্‌ল—দাবী করা চলে তখনই, সত্যিই যদি অধিকার থাকে। আর দাবী করার যোগ্য ক্ষমতা থাকা চাই। কিছু পরিচয়, খানিকটা আলাপ, ছাড়া ছাড়া হাসি ঠাট্টা, কিছুটা ঘোরাঘুরিই যদি দাবী প্রতিষ্ঠা করার উপাদান হোত তা হোলে দাবী দারের সংখ্যা মানুষের জীবনে প্রচুর জুটত।

সমরেশ ব'লল—তোমার কথাটা ঘোলাটে হোয়ে উঠছে ছায়া। আজ গাড়ীতে বসে আর কিছু আমি বোলতে চাই না, শুধু এইটুকু ব'লব তোমাকে আমার অদেয় কিছু থাকতে পারে না।

ছায়াদেবী সত্যিই এবার হেসে ফেলল। এই শ্রেণীর প্রেম নিবেদন যে তাকে শুনতে হবে তা সে জানত। তার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত হবার প্রয়োজন মনে করেনি কারণ সে জানে এর অলীকতা। ছায়াদেবীর জীবনে এই শ্রেণীর চাওয়া-পাওয়ার আলো-ছায়া খেলা আরও জুটেছে। কলেজ জীবনে তরুণ যুবকদের অনেকেই তাকে

কল্পনার প্রিয়া বোলে রাইটিং প্যাডের বহুপাতা নষ্ট কোরে কবিতায় ছন্দ-বদ্ধ প্রেম নিবেদন কোরেছে। তারা সাহস কোরে পর্যন্ত মুখে কথাটা বোলতে পারেনি। কবিতার ছন্দে ইনিয়ে বিনিয়ে জানিয়েছে হৃদয়ের হাহাকার। তাদের সেই হাহাকারে যদি ছায়াদেবীকে সাড়া দিতে হোত তা হোলে আর তার অস্তিত্ব থাকত না। সেই নিদারুণ হাহাকার থামানর শক্তিও ছিল না মাত্র একা ছায়ার। কে জানে সেই সব যুবকদের হাহাকার ধ্বনি আজও আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কি না। হয়ত তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তরুণী বধুর সলজ্জ চাহনীর স্নিগ্ধ সুধা বর্ষণে! ছায়াদেবী ব'লল—নিশ্চয় এই কথাটা প্রথমেই আমায় বললেন না।

সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল—আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী বলোত?

ছায়াদেবী হেসে ব'লল—আপনি ঠিক যা, তাই আমি জানি আপনার সম্বন্ধে।

—তুমি আমায় ঘৃণা কর তবে?

—মানুষকে আমি ঘৃণা করি না, যাকে ঘৃণা করি তা হোচ্ছে তার ব্যবহার।

—আমার সঙ্গে মিশেও আমায় বুঝতে পারলে না? আমায় তুমি সন্দেহ কর।

—মিশি বোলেইত চিনতে পেরেছি। সন্দেহ করি না কারণ জানা না থাকলেই সন্দেহ জাগে।

কথাগুলো যে কী মানে বুকে কোরে বেয়ে চ'লেছে তা সমরেশ ঠিক ধ'রতে পারছে না। তবে তার অনুকূলে যে যাচ্ছে না সেটা আন্দাজ হয়। সমরেশ রিতিমত হাল্কা মনে কোরছে নিজেকে। সে

যেন বসে নেই গাড়ীতে। গাড়ীর গতির তীব্রতায় তার ওজন যেন লোপ পেয়ে গেছে। ছায়ার জন্য সে সব কিছু কোরতে পারে। কোরেছেও অনেক। মাধবীকে সে আমল দেয়নি। বন্ধুদের মজলিসে যাওয়াও বন্ধ কোরেছে এক রকম। মাঝে মাঝে যেটুকু হোয়ে ওঠে তা ধরা উচিত নয়। পুরুষের জীবনে একটা বৈচিত্র্য থাকে বৈকি! তবু সে ছায়ার আস্থা লাভ কোরতে পারেনি। কোন কথার জবাব না দিয়ে সে বসে রইল চুপচাপ। ছায়াদেবীও আর কোন কথা বলল না। হাওয়ার গতির বিরুদ্ধে তার আগোছাল চুলগুলো তীব্রভাবে লড়ছে। ক্লান্ত হোয়ে মাঝে মাঝে মুখের ওপর পড়ে বিশ্রাম নিতে চাইছে। কিন্তু ছায়াদেবী হাতে কোরে আবার তাদের স্বস্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় লোক চলেছে প্রচুর। সকালের কোলকাতা। জনতা জমে উঠছে যেন ধীরে ধীরে। এই প্রবাহ ব'য়ে চলবে সারাদিন রাতের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই ভীড়ের মাঝে থাকতে আর ইচ্ছে করে না। মনে হয় কিছুদিন ঘুরে আসি পল্লীগ্রামে। পল্লীর শান্ত শ্রীর কোলে নিরাভরণ পল্লীবধুর দৈনন্দিন জীবন দেখে আসি। সহরের এই জনস্রোতের মাঝে সমরেশ সেনের দল যেন ভীড় কোরে আছে; অর্থ আর প্রতিপত্তিতে দুনিয়াটাকে যেন আঁকড়ে ধরতে চায় দুই হাত দিয়ে। তাদের হাতের মধ্যে পড়েছে যারা তারা দিয়ে গেছে শান্তি আর বিনিময়ে নিয়ে গেছে অসহ্য জ্বালা। সে জ্বালা রিক্ততার জ্বালা— সে জ্বালা নিজেকে হারিয়ে ফেলার জ্বালা। ছায়াদেবী হাসল মনে মনে। সে জানে সমরেশকে। সেও মানুষ কিনা ঐ অভিজাত অর্থশালী সমাজে!

সমরেশ ছায়াদেবীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তার বাড়ী। দুই হাতে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা নিয়ে ছায়া ওর ঘরে চলে গেল।

মণিকুন্তলা বেরিয়েছিল শ্যামবাজারে যাবার জন্যে। কলেজে ওর আলাপ হয় সুলেখার সঙ্গে। সুলেখাকেও ভালবেসে ফেলেছে। এই ভালবাসা জন্মেছে সুলেখার রূপ বা সম্পদ আছে বোলে নয়—সুলেখার সুন্দর ব্যবহার আর সুন্দর মনের জন্য। সুলেখাই ওকে নূতন একটা জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যে জগৎ ওর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অনাদৃত হোয়ে পড়েছিল। এই নূতন জগতের সব নতুন মানুষদের দেখে সে অবাক হোয়েছে। সে লালিত হয়েছে প্রচুর স্বাধীনতা আর প্রাচুর্যের মাঝে। তাই একটা বিরাট বিস্ময় জেগে উঠেছে ওর মনে—মানুষের পাশে মানুষ এতটা অনদৃাত, অবহেলিত হোয়ে থাকে কী কোরে। এই নূতন পরিবেশ তার মনের সুপ্ত চেতনাকে আলোড়িত কোরে তুলেছে। তাকে যেন নিবিড় বন্ধনে ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে ধরছে এই নূতন পরিবেশটা। মণিকুন্তলা যখন শ্যামবাজারের একটা বাড়ীতে ঢুকল তখন বেলা হবে প্রায় সাড়ে ন'টা। একটা মাঝারি রকম ঘরে ছোট গোছের সভা হোচ্ছে। ঠিক সভা বলা যায় না, কতকটা আলোচনা হোচ্ছে বলা চলে। মণিকুন্তলা ঘরে ঢুকতেই সুলেখা তাকে ইঙ্গিতে নিজের পাশে ডেকে নিল। মণিকুন্তলা আস্তে আস্তে সুলেখার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে পুরুষ আর নারী দুই আছে। বয়সে সকলেই প্রায় নবীন। কেবল মাঝখানে দেখা যাচ্ছে প্রবীন রাজীবদাকে। রাজীবদা সকলেরই রাজীবদা। এই পরিচয় ছাড়া তাঁর অন্য পরিচয় আর কী তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। তবে তারা সকলেই জানে রাজীবদা আজীবন সমাজ সংস্কার করা নিয়েই আছেন। আজ প্রৌঢ়ত্বের মাঝে এসেও তাঁর সেই কর্মক্ষমতার অপ্রাচুর্য ঘটেনি মোটে। রাজীবদা বলছিলেন—আজ আমাদের

এখানে মিলিত হবার কারণ একটা। সে কারণ হোচ্ছে কাল আমরা যে সভার আয়োজন কোরেছি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা। আমাদের এই সভা কোন রাজনীতিক সভা নয়। আমরা আয়োজন করেছি সমাজের যারা নীচু স্তরে পড়ে আছে, যাদের আমরা বলি অস্পৃশ্য, যাদের আমরা মানুষ বোলে স্বীকার কোরলেও মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরে রেখেছি তাদের মাঝে মেলবার চেষ্টা করা। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রভেদ নেই। এই বিরাট বিশ্বের প্রচুর আলোবাতাসে তোমার অধিকার যতটুকু আমার অধিকার সেই রকমই। তাদের যাতে আমাদের মধ্যে টেনে নিয়ে মানসিক উন্নতির দিকে এগিয়ে দিতে পারি সেই কাজই আমাদের কাজ। তোমরা জান আমাদের এই কাজ আজ কতটা প্রয়োজনীয় দেশের দিক দিয়ে সমাজের দিক দিয়ে। আজ পরাধীনতার শৃঙ্খল খুলে পড়ছে বোলে শোনা যাচ্ছে। এই শৃঙ্খল সত্যিই খুলে পড়বে সেইদিন যেদিন গোটা ভারতের সমস্ত মানুষ মানুষের অধিকার পেয়ে —মানুষ বোলে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াতে পারবে। আমি আর বিশেষ কিছু বলব না। কালকের সভা সম্বন্ধে এবার সুলেখা কিছু বলুক, কারণ সুলেখার ওপরই কালকের ভার দেওয়া আছে।

সুলেখা বোলতে সুরু কোরল—রাজীবদার নেতৃত্বে আমরা কজন ছেলে মেয়েকিছুটা দেশের কাজ কোরব বোলে মিলেছি। দৈনন্দিন সব কাজকরার মতই আমরা এই কাজটাকেও হিসেবের মধ্যে ধরে নিয়েছি। আমরা কাজ কোরছি তাদের মধ্যে যারা আমাদের সঙ্গে মিশতে ভয় পায়, আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখ তুলে তাকায়, কতকটা ভয়ে আমাদের এড়িয়ে চলে। তাদের এই ভয় জন্মেছে অবিশ্বাসের দরুণ। তারা আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরের লোকেদের কাছে

এতই অবহেলিত ও প্রতারিত হয়েছে যে টপ্ কোরে আর আমাদের বিশ্বাস কোরতে চায় না। আমাদের মেশবার চেষ্টাকে প্রথম প্রথম মনে করে এ বুঝি নতুন ধরণের কোন চালবাজি—। তাই আজ আমাদের কাজ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তাদের কাজে লাগাবার ফিকিরে নেই আমরা, স্বার্থ আছে বটে তবে সে স্বার্থ সমগ্র দেশের। দেশবাসীর যদি উন্নতি হয় দেশই হবে সমৃদ্ধ। যাইহোক কাল আমরা একটা বস্তিতে যাব। তাদের মাঝে আমরা কয়েক মাস ধোরেই কাজ কোরছি। প্রাথমিক কাজে আমরা কিছুটা এগিয়েছি। এখন আমাদের দেশে বিরাট অনটন চলেছে। ঐ সব গরীব বস্তিবাসীদের দুবেলা পেট ভরে খাবার জোটেনা। জানি দান কোরে বা কিছুটা সাহায্য দিয়ে মুষ্টিমেয় কজন মানুষ ঐ বিরাট সংখ্যার বিশেষ কোন উপকার কোরতে পারে না। তাই আমরা তাদের আয় বাড়াবার জন্যে তাদের মাঝে নানারকম কুটীর শিল্পের প্রচলন কোরিয়েছি। কাল তারই একটা প্রদর্শনী হবে। প্রদর্শনী শেষে সমস্ত লোক মিলে খাওয়ার ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে। একসঙ্গে বসে খাওয়ার একটা সামাজিক সুফল আছে। হাজার বছরের যে জগদ্দল পাথরটা আমাদের সামাজিকতার মাঝে বিঘ্ন স্বরূপ হোয়ে রয়েছে তাকে আমরা শুধু টলাতে চাই না—তাকে একেবারে চুরমার কোরে দিতে চাই।

সুলেখা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন কোরল। আলোচনা এইখানেই শেষ হোয়ে গেল। এরপর রাজীবদা আর কয়েকজন যুবকে মিলে ঘরোয়া আরও খানিকটা আলাপ চলল। এই আলাপের অবসরে সুলেখা আর মণিকুন্তলা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

সুলেখা জিজ্ঞাসা কোরল—কিরে কত চাঁদা তুলেছিস্?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—বিশেষ সুবিধে হোল কৈ আর? জানিস্ ত' আমার অবস্থা। সকলেই হাসে আমার চাঁদা চাওয়া দেখে। বিদ্রূপ করে, বলে রাজনীতি কোরছ না কি? অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেউ কেউ দিতে চায় নেহাৎ আলাপ থাকার খাতিরে। কিন্তু এই শ্রেণীর চাঁদা নেওয়ার পক্ষপাতী নই আমি। যে কাজকে সমর্থন করি না, যার সম্বন্ধে ভাবি না, শুধু লৌকিকতার খাতিরে তাকে সমর্থন জানানর কী মানে আছে বল?

সুলেখা হেসে মণিকুন্তলার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ব'লল—বোকা মেয়ে! আরে এই সুযোগেই তো বোঝাতে হবে তাদের দেশের কথা ভাবুন। আর কতদিন নিজেদের এমন আড়াল দিয়ে রাখবেন? চোখ খুলুন, দেখুন মানুষ মানুষকে কী কোরে রেখেছে।

মণিকুন্তলা সভয়ে ব'লল—তা হোলে আমার সমাজে আর আমার স্থান হবে না।

সুলেখা আগের মতই ব'ল্‌ল—জানি তোর অবস্থা। তবে সকল মানুষই সমান নয়। আছে রে আছে, তোর সমাজের মাঝেও লোক আছে যাঁরা মানুষকে মানুষ বোলেই ভাবেন, যাঁরা তোর মুখে তাদের কথা শুনলে খুসীই হবেন।

মণিকুন্তলা ব'ল্‌ল—কৈ দেখলাম না ত'। সকলেই নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত, সময় কোথা অন্যের সম্বন্ধে ভাববার?

সুলেখা বল্‌ল—আমাদের জানা বা দেখার দৌড় আর কতটা বল। যাইহোক কাল তোর চাঁদাটা দিয়ে দিস্ যা তুলিছিস।

মণিকুন্তলা ব'ল্‌ল—আচ্ছা।

৫

সুলেখা আবার ব'লল—ভাল কথা, কাল সকাল আটটার আগেই আসা চাই কিন্তু।

মণিকুন্তলা ব'লল—নিশ্চয়।

ওরা দুজনে ঘরে এসে দেখল রাজীবদা চুপ কোরে খাতায় কিসের যেন ফর্দ তৈরী কোরছেন। হয়ত কালকের জন্যেই। আজও সব তৈরী হোয়ে ওঠেনি। তবে চিন্তারও কিছু নেই। যে সব ছেলে আর মেয়ে আছে তারা সকলে মিলে হাত লাগালে কয়েক ঘণ্টাতেই একটা বিরাট যজ্ঞি কোরে দিতে পারে। অভাব যা তা হোচ্ছে—টাকা। তারও ব্যবস্থা হোয়ে যাবে নিশ্চয়।

রাজীবদা বললেন—বস সুলেখা। মণিকুন্তলার খবর কী?

ওরা বসল। মণিকুন্তলা রাজীবদার দিকে তাকিয়ে বলল—খবর ত' ভালই। কাল ভাবছি একজন নতুন লোক নিয়ে আসব। কিছু চাঁদা ও' দিয়েছেন। কিছুটা পরিচয় কোরতে চান আপনার সঙ্গে—দেখতে চান জনসাধারণের অবস্থা কী। তার ধারণা অভাব অনটন কিছু না কিছু মানুষের থাকেই, থাকবেও। তার জন্যে আমাদের মত অতটা মাথা ঘামান আর কিছুই নয় শুধু ছোটটা বড় কোরে তোলা।

রাজীবদা বললেন—নিশ্চয় আনবে। যারা জানে না তাদের জানাতে দেরী হয় না যদি জানার মন থাকে। কিন্তু যারা জেনেও জানে না তাদের সংখ্যাই বেশী, তাদের বোঝান শক্ত। তারা বুঝে উঠলেও স্বার্থের খাতিরে না জানার ভান করে। এড়িয়ে চলে ভাগীদার বাড়ার ভয়ে!

মণিকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্ল—আমি আজকের মত চলি রাজীবদা।

রাজীবদা বললেন—হাঁ এস। তোমায় আবার অনেকটা যেতে হবে।

সুলেখাকে জিজ্ঞাসা কোরল মণিকুন্তলা—কি রে; তুইও আসবি নাকি ?

সুলেখা বল্‌ল—চল্‌ এক সঙ্গেই যাই যতটা যাওয়া যায়।

ওরা রাস্তায় নেমে এল। সুলেখা কাছেই থাকে। মণিকুন্তলাকে যেতে হবে অনেকটা—একেবারে কালীঘাটের শেষ সীমানায়। পথে জনস্রোত। চলতি লোকের চাহনিগুলো অভ্যস্থ হোয়ে গেছে তাই আর বিরক্তি আসে না। মাঝে মাঝে তবু যেন কেমন বিশ্রী লাগে। সহরের বুকে এত মেয়ে চলাফেরা করে তবু যে বিশেষভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখার কী আছে। একটা ট্রাম চলে গেল—সামনে পথ আগলে যেন দোতলা বাসটা ছুটে চলেছে। যাত্রী নেওয়ার প্রতিযোগিতা।

সুলেখা বল্‌ল—যাবি কিসে ?

—ট্রামেই যাব।

—কেন বাড়ীর গাড়ী থাকতে এ বাহাদুরী কেন ?

—গাড়ী যে চিরদিন থাকবে এমন ত' বলা যায় না।

—অভ্যাস কোরে রাখা হোচ্ছে তা হোলে ?

—উচিত নয় কি ? তা ছাড়া যে আবহাওয়ায় আসি, এখানে পৈতৃকি পরিচয়টাই বড় পরিচয় নয়।

—সুন্দর কথা বলছিস যে বড়। বিলাসিতার মোহ এত সহজেই টুটলো কী কোরে ? বাস্তবতার সামনে এসে কি দুদিনেই নিজেকে চিনে ফেললি ?

—কথা আমি ভাল বলতে পারি না। তবে মানুষের পরিবর্তন আসতে খুব বেশী সময় লাগে না। যেমন অসতর্ক মুহূর্তের দুর্বলতায় মানুষ একটা হয়ত গর্হিত কাজ কোরে ফেলল—সেই কাজের মোহময় আবীলতায় যদি বাধা না পড়ে,—সে সুযোগ পায়, তার

সাহস বাড়ে। ঠিক সাহস নয়—এই দুঃসাহস তাকে অধঃপতনের মুখে টেনে নিতে বিশেষ দেরী করে না। অন্যদিকে অমানুষও মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তির আস্বাদ পেয়ে নিতান্ত হঠাৎই পরিবর্তিত হোতে পারে। ওঠা-পড়া মানুষের জীবনে ঘটে—মানুষের মাঝে প্রবৃত্তির প্রভাব আছে বোলে। শিক্ষা আর সংযমই নিয়ন্ত্রিত করে তার প্রবৃত্তিকে।

সুলেখা হেসে বলল—ধন্যবাদ তোমায় দেবী! এবার মামুলি কথা কিছু বল দিকি।

মণিকুন্তলা বলল—কী বলব বল?

—কাল কাকে সঙ্গে আনবি?

—এলেই দেখতে পাবি। এ কৌতূহল কেন?

—মেয়ে মানুষের মন যে!

মণিকুন্তলা হেসে বলল—এই কথা তোর মুখে কিন্তু শোভা পায় না।

সুলেখা বলল—আর যাই করি না কেন মনের কথাটা চেপে রেখে ঘুরিয়ে প্রশ্ন কোরতে পারি না।

কথা বোলতে বোলতে ওরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল। সামনেই একটা ট্রাম পেয়ে সুলেখা মণিকুন্তলাকে তুলে দিল তাতে।

মণিকুন্তলা যখন বাড়ী ফিরল তখন বেশ বেলা হোয়েছে বলা চলে। ওপরে এসে দেখল ছায়াদেবী টেবিলের ওপর রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা রেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার সেই চাহনির মাঝে যেন দৃষ্টিশক্তি নেই—যেন বহুদূরে চলে গেছে, বহুদিনের পুরানো কোন স্মৃতির খেই ধরে যেন তার মন ঝুলছে। মণিকুন্তলা কিছুক্ষণ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখল তার দিদিকে। যেন চিন্তারতা কোন

নারীর আলেক্ষ্য একখানা। মণিকুন্তলার চোখের সামনে ভেসে উঠলো লেখিকা ছায়াদেবীর তন্ময়তার হাল্কা ছবিখানা। ভাবই সমাহিত করে মানুষকে। মানুষকে সবকিছুর মাঝে রেখেও যেন বহুদূর নিভৃতে নিয়ে যায়।

মণিকুন্তলা বলল—কোথা থেকে আনলে দিদি?

ছায়াদেবী হাসি দিয়ে নিজের তন্ময়তার রেহাই চেয়ে বল্‌ল—আর বলিস কেন? সমরেশবাবুর উপহার। গিয়েছিলাম ওনার সঙ্গে মার্কেটিং কোরতে তাই গছিয়ে দিলেন। সুন্দর মূর্তিটা, নয়রে?

মণিকুন্তলা ছায়াদেবীর কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা কোরল—তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হোল কোথায়?

ছায়াদেবী বল্‌ল,—কেন এখান থেকেই ত নিয়ে গেলেন আমায়। মণিকুন্তলা বল্‌ল—ওঃ।

মণিকুন্তলা বুঝতে পারল কেন সে সমরেশদাকে ট্রামে আর দেখতে পায়নি। সে জিজ্ঞাসা কোরল—তখন ভবতোষবাবু ছিলেন তো?

ছায়াদেবী বল্‌ল—হাঁ। কেন?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—ভাবছি মানুষ কত ছল চাতুরীই না জানে। ছায়াদেবী বল্‌ল—একথা বলছিস কেন রে মণি?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—সমরেশদা বড় জেলাস্ দেখছি ভবতোষবাবুর ওপর।

ছায়াদেবী প্রচুর হেসে বল্‌ল—তোর যত সব বাজে কথা!

মণিকুন্তলা যেতে যেতে বলে গেল—কথাটা মিলিয়ে নিও দিদি। মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া কর তুমি, একটু নজর দিলেই বুঝতে পারবে।

বেলা গড়িয়ে তখন সন্ধ্যার দিকে এসে পড়েছে। এমন সময়

অরূপ এল ছায়াদেবীর বাড়ী। ছায়াদেবী সেই বিকাল থেকেই তার প্রতীক্ষায় আছে। অরূপের সঙ্গে তার এক জায়গায় যাবার কথাও আছে। অরূপ যখন হাসিমুখে ছায়াদেবীর সামনে হাজির হোল তখন সে বেশ বিরক্ত হয়েছে বোঝা গেল তার রুষ্ট চাহনিতে। কিন্তু অতিথিকে আদব কায়দা মাফিক আপ্যায়ন কোরতে ও ভুলল না। প্রাথমিক প্রথাগুলো সেরে নিয়ে ছায়াদেবী প্রশ্ন কোরল—এত দেরী কোরলেন কেন কখন থেকে আপনার প্রতীক্ষায় বসে রয়েছি।

অরূপ একটু হেসে ব'ল্‌ল—দেরী কোরলাম ইচ্ছে কোরেই। প্রতীক্ষায় আছেন তা জানতাম। তাই ভাল লাগছিল আরও।

ছায়াদেবী কথাটা ধরল না পরিহাস বোলে। ব'ল্‌ল—ইচ্ছা কোরে দেরী করার হেতু আছে নিশ্চয়।

অরূপ ব'ল্‌ল—কারণ না থাকলে কি আর কাজ হয়? যেখানে এখন আমাদের যাবার কথা আছে সেখানে বিকাল বোলতে বোঝায় ছ'টা সাতটা আর সন্ধ্যা হয় তাদের আট নটায়, রাত সুরু হয় তাদের বারোটার পরে। তাই সময় বিচার কোরে এসেছি।

ছায়াদেবী ব'ল্‌ল—সকলের ঘড়ি বুঝি সমান নয়!

অরূপ বল্‌ল—সকলের ঘড়ি সমান হোলেও সময়ের বিচার সকলের সমান নয়।

ছায়াদেবী ব'দ্‌ল—এবার চলুন তা হোলে।

অরূপ ব'ল্‌ল—সময় হয়নি এখনও। অত তাড়াতাড়ি কিছু নেই যদি না আপনি অন্য কোথাও যাওয়ার কথা দিয়ে থাকেন। একটু গল্পই না হয় কোরলেন—ক্ষতি কী?

সত্যিই তাড়াতাড়ি করার বিশেষ কিছু নেই। ছায়াদেবীর সঙ্গে অরূপের পরিচয় যদিও কয়েক বছরের তবু তারা পরস্পর মিলিত

হোয়েছে শুধু কাজের খাতিরেই। আজ পর্যন্ত যেটুকু আলাপ হোয়েছে তার প্রধান ভিত্তি তাদের পারস্পারিক দায়িত্ব বোধ। তারা একদিন তর্কের তুফানে পড়ে যে সর্তে রাজী হোয়ে কাজ কোরে চলেছে তার বাইরে একটুও তারা ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠতে পারেনি।

ছায়াদেবী ব'ল্‌ল—আপনার সঙ্গে আজকাল কথা বোলতে গেলেই আমি কেমন নিজের জোর হারিয়ে ফেলি। আমি একদিন যে ধারণা কোরতাম তা পাল্টে যাচ্ছে অতি দ্রুতভাবে। আপনার কথাই ঠিক অরূপবাবু। জীবনে এমন বহু জিনিষ আমরা পাই না যার কথা আদৌ আমাদের মনে আসে না। আমার বর্তমান অবস্থায় আমি হাঁফিয়ে উঠছি। আমি রেহাই চাই অরূপবাবু।

অরূপ গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—একথা নিশ্চয় আপনি নিতান্ত উচ্ছাসের মুখে বোলে ফেলছেন। আজ আপনার নাম সবে প্রচারিত হোতে শুরু কোরেছে। মানুষ আজ আপনাকে তাদের একজন দরদী সমজদার হিসাবে চিনতে শিখেছে। আপনার পাওনা আজও আপনি পাননি ছায়াদেবী। অভিজাত সমাজের পার্টিতে কিংবা কোন নৈশ ভোজ সভায় একখানা গান শুনিয়ে কিংবা ওরিয়েণ্টল নাচ দেখিয়ে মুগ্ধ শ্রোতা বা দর্শকদের কাছ থেকে হাততালি আর অফুরন্ত অভিনন্দন পাওয়া আপনাদের জীবনে প্রচুর ঘটে। আপনাদের সমাজের সেই প্রশংসাই যে চরম প্রশংসা নয় সে ধারণাত আজও আপনার হয়নি ছায়াদেবী!

ছায়াদেবী ম্লান হেসে বল্‌ল—বিদ্রূপ কোরতে যে আপনি ওস্তাদ সে পরিচয় কলেজে পড়ার সময় থেকেই পেয়েছি। আর আপনার এই বিদ্রূপের খোঁচা সহ্য কোরতে না পেরেই আপনার সঙ্গে কত তর্কই না কোরেছি। সেই তর্কের দরুণই আজ আমি বুঝছি কী বোলতে

কী বলেছিলাম। আচ্ছা অরূপবাবু, আমাদের দেশের নতুন লেখকদের এত অবহেলা করা হয় কেন বলতে পারেন?

অরূপ বল্‌ল—নতুনের ভীড় প্রচুর কি না তাই। তাছাড়া আরও কারণ আছে। একটু কটু শোনাবে যদিও তবু বোলতে বাধ্য হোচ্ছি যে অধিকাংশ প্রকাশকই নিছক ব্যবসাদার। সাহিত্যের উন্নতির দিকে নজর দেবার ফুরসৎ হয় না—মুনাফা যেখানে লক্ষ্যবস্তু সেখানে নতুন সৃষ্টির দিকে নজর দিতে গেলে চলে না বড় একটা। দেশ চেনে যাদের, নাম আছে যাদের, তাদের দিকেই নজর থাকে তীক্ষ্ণ—তাই নতুন লোকে নাচার হোয়ে ফিরে যায়।

ছায়াদেবী বল্‌ল—কথাটা কতটা সত্য তা জানি না। তবে ভবতোষ বাবু আমায় চান্স দিলেন কেন?

অরূপ হেসে বল্‌ল—এই কথা নিয়েই ত' আমাদের তর্কের সূত্রপাত হোয়েছিল। আজ একথা থাক অন্য একদিন এর সঠিক উত্তর দেব। ছায়াদেবী বল্‌ল—সুরু থেকেই ত' আপনি ঐ কথা বোলছেন। আপনার সেই একদিন আসবে কবে?

অরূপ হেসে বল্‌ল—একদিন নিশ্চয় আসবে সেদিন!

ছায়াদেবী বল্‌ল—আর একটা কথা। কাল বিকালে ভবতোষ বাবুর বাড়ী একটা সাহিত্যবাসর হবে। আপনি আসবেন আশা করি।

অরূপ বল্‌ল—প্রবেশের অনুমতি যদি পাই। আপনি যদি সঙ্গে কোরে নিয়ে যান তবে নিশ্চয় কেউ আমায় তাড়াবে না।

ছায়াদেবী একমুখ হেসে বল্‌ল—সত্যি আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু সমরেশবাবু যে আগেই সে পথ বন্ধ কোরে দিয়েছেন। কিছু মনে কোরবেন না।

অরূপ বল্ল—সেই মিলিটারী ভদ্রলোক ত? তাঁর সঙ্গে ত একদিন আলাপ করার কথা ছিল, তার কী হোল?

ছায়াদেবী বল্ল—সে একদিন হোলেই হোল। চলুন এবার যাই।

অরূপ বল্ল—চলুন। আপনাদের গাড়ীটা সঙ্গে নিন কিন্তু।

ছায়াদেবী ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্ল—তানিচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ এ অনুরোধ কোরলেন কেন?

অরূপ হেসে বল্ল—আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি। কত আর কারণ দর্শাব? যেখানে যাচ্ছি সেখানে গাড়ীর দামটা দেখে আপনার দামটাও অনেক চড়ে যাবে।

ছায়াদেবী বল্ল—যাচ্ছি ত ফিল্ম কোম্পানীতে বই বেচতে। তারা দেখবে বই গাড়ী নয় নিশ্চয়।

অরূপ আগের মতই হেসে বল্ল—বই দেখবে তা জানি। কিন্তু দেখানর সুযোগ পাবেন যদি গাড়ীও দেখাতে পারেন। নইলে দারোয়ান ফিরতি রাস্তা দেখাবে।

ছায়াদেবী খানিকটা হাসল। আর কোন কথা না বাড়িয়ে অরূপ আর ছায়াদেবী চলল। ছায়াদেবী ড্রাইভিং করায় পাকা মেয়ে। সঙ্গে তৃতীয় প্রাণী ড্রাইভারের আর প্রয়োজন হোল না।

গাড়ী তখন চলছে। অরূপ বল্ল—একটা অনুরোধ কোরব?

ছায়াদেবী বল্ল—বিনয় রেখে বলেই ফেলুন না কেন?

অরূপ বল্ল—আমি পরশু দেশে যাচ্ছি। ফিরতে দেরী হবে প্রায় পনের দিন। আমার ছোট বোনের বিয়েতেই যেতে হোচ্ছে আমাকে। জানেন ত আমি ছাড়া আর কেউ অভিভাবক নেই। তাই নিতান্ত সঙ্কোচভরে আপনাকে নিমন্ত্রণ কোরছি।

ছায়াদেবী একটু ভেবে বল্‌ল—সত্যি অরূপবাবু বিয়েতে যেতে পারলে আমি খুব খুসী হোতাম। মনটাও চাইছে কিছুদিন পল্লীগ্রামে ঘুরে আসতে। কিন্তু বিয়ে বাড়ীর ভীড়ে যাওয়া আর পল্লী দেখাত এক নয়। আপনার মনে দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়—কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন কাজের মাঝে আমাকে এ্যাটেণ্ড করার ফুরসৎ পাবেন খুব কম। একলা সেখানে আমি নিতান্ত অসহায় হব নাকি?

অরূপ ব'ল্‌ল—সে কথা ঠিক।

ছায়াদেবী বল্‌ল—তবে আপনিত কিছুদিন থাকবেন হুগলীতে। যদি পারি এর মধ্যে ঘুরে আসার চেষ্টা কোরব।

অরূপ বল্‌ল—আমি সত্যিই সুখী হব যদি ঠিকমত আপনাকে এ্যাটেণ্ড কোরে আমার দেশকে দেখাতে পারি আপনাকে।

কথা বলতে বলতে রাস্তা ফুরিয়ে এলো। ওরা একটা বড় ফটকের সামনে গাড়ী রুকল। ফটকের ওপর পরিচিত একটা ফিল্ম কোম্পানীর সাইন্‌বোর্ড রয়েছে।

বেলা তখন সবে সুরু হোয়েছে। গরমের দিনের সূর্যের আলোটা খুব অসহ্য মনে হোচ্ছে না। সকালের কোলকাতার বুকে সবে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠছে। দু'একজন কোরে ফেরিওয়ালা ফুঠপাথে সারা-দিনের জন্য বেসাতি গুছিয়ে বসছে। রিক্সাওয়ালা মাথা নীচু কোরে গাড়ী টেনে নিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে—এখনও তার শরীরের পেশীগুলা ঠিক সজাগ হোয়ে উঠেনি বোধ হয়। কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়েরা রাস্তা সাফ করায় মেতে রয়েছে—কোন ক্লান্তি দ্বিধা নেই। বাচ্চা, অতি বাচ্চা একটা ছেলে নিঃসঙ্কমনে গর্তে নেমে ময়লা তুলে দিচ্ছে। এই অল্প বয়সে দিন মজুরী কোরতে সুরু কোরেছে—দিন গুজরান

করার জন্যেই। এই নিরন্ন অশিক্ষিত মানুষের দল জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়টা দিয়ে দিচ্ছে মানুষের সেবায় সমাজের সেবায়। বিনিময় মাত্র জীবণ ধারণ! দাবী নেই কারুর মুখে, দাবী কোরতে জানে না। আকাশের দিকে তাকায় ভগবানের করুণার আশায় নিতান্ত নিরুপায় হোলে। সমাজের উঁচুতে আছে যারা, যারা শিক্ষিত, যারা মানুষের মাঝে দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে তারাও যে কী কোরে এদের অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে রাখে তা বোঝা যায় না। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে ওদের দাবী ওদের অধিকার অস্বীকার করার কুফল কী তা বুঝছে সকলে। বিরাট অংশকে পেছনে ফেলে, অন্ধকারে রেখে কোন সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না সভ্যতার দিকে, অগ্রগতির দিকে। দেশ সকলকে নিয়ে, অংশ বিশেষকে নিয়ে নয়। মণিকুন্তলা এইরূপ নানাকথা ভাবতে ভাবতে এসে হাজির হোল সমরেশদার বাড়ী। সমরেশ তখন সবে চা খাওয়া সুরু কোরেছে সামনে ইংরাজী একখানা সংবাদ পত্র মেলে ধরে। মণিকুন্তলাকে এই ভোরে··· ওর কাছে এখন ভোরই বটে,—দেখে অবাক হোল।

সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল—এত সকালে যে মণি ?

—এলাম আপনাকে নিয়ে যেতে। বোলছিলেন না দেখবেন একদিন দেশের জনসাধারণকে ?

—ও, হাঁ হাঁ, বোলেছিলাম বটে। তবে বিনা নোটিশে গ্রেপ্তার করাটা কি ঠিক হবে ?

—সত্যিই ত' আর বন্দী হোচ্ছেন না। বরঞ্চ সামাজিক বন্ধনে অনটনের শৃঙ্খলে যারা বন্দী হোয়ে আছে তাদের দেখতে যাচ্ছেন। একটুও কি আগ্রহ জাগে না ?

—একথার উত্তর দিতে পারব না মণি। আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝে

না। তবে একটা সত্যি কথা বলছি! আমি কী চাই তা ঠিক আমিই জানি না।

—তা হোলে হেসে খেলে বেড়ান কী কোরে?

—কিছু একটা বড় ভাবিনা বোলে। জীবন সম্বন্ধে কী দেশ সম্বন্ধে সত্যিই আমার কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। কথাটা বিশ্বাস কোরবে কিনা জানিনা, তবে একথা সত্যি যে আমরা অনেকটা স্রোতে ভেসে চলি।

—স্রোতটা কিসের?

সমরেশ চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখে তার অধিকাংশ সময়ের সাথী পাইপটা বার কোরে ধরাল। চা খাওয়ার আগেই মশলা ভরে রেখেছিল। চায়ের পর ধূমপানটা তার কাছে অপরিহার্য। সমরেশ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেখল মণিকুন্তলা উৎসুক নয়নে তার দিকে চেয়ে আছে। সে একটু হাসল।

সমরেশ বল্‌ল—সুখের স্বচ্ছন্দ স্রোতে ভেসে যাওয়াটাই চাওয়া আমাদের।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—এনিয়ে অন্য সময়ে কথা বলা যাবে। চলুন এখন।

সমরেশ উঠে ব'ল্‌ল—চল, নিতান্ত যেতেই যখন হবে।

শ্যামবাজারে ওরা যখন হাজির হোল তখন একটু দেরী হয়ে গেছে বলা চলে। তবে রাজীবদা তা আর বোললেন না। শুধু জানালেন দলের অন্য সকলে চলে গিয়েছে, তিনি আর সুলেখা শুধু তারই জন্যে অপেক্ষা কোরছেন। মণিকুন্তলা সমরেশদার সঙ্গে সুলেখা আর রাজীবদার পরিচয় করিয়ে দিল। সে সুলেখা সম্বন্ধে শুধু ব'লল—ও আমার বান্ধবী। কিন্তু রাজীবদার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দিল।

সমরেশ নমস্কার বিনিময়ের পর তাকাল দুজনার দিকেই। একজন নিতান্ত খদ্দর পরা প্রৌঢ় আর একজন তন্বী তরুণী, একখানা একরঙা তাঁতের শাড়ী পরা। খদ্দরের চেয়ে রঙীন শাড়ীর জৌলুষটাই তার ভাল লাগল!

রাজীবদা ব'ল্‌লেন—এখন সময় আমাদের অল্প। এখানে আলাপ করার সুযোগ পেলাম না বোলে সত্যিই আমরা দুঃখিত। আপনার সম্বন্ধে মণিকুন্তলার মুখে কিছু কিছু শুনেছি। আপনারা না এগিয়ে এলে আমরা কাজ করার জোর পাব কোথা থেকে? চলুন, আমাদের কথার চেয়ে কাজের পরিচয়টাই আগে নিয়ে আসবেন।

সমরেশ ব'ল্‌ল—আমার সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। যদি কিছু থাকে তা নিতান্ত নিন্দা ছাড়া আর কিছুই হোতে পারে না।

রাজীবদা হেসে বোললেন—না না, নিন্দা কোরবে কেন? মানুষ দোষগুণ নিয়েই মানুষ। আপনার যে আমাদের মাঝে মেশবার ইচ্ছা হোয়েছে এইটাই কম কাজ নয়। আমাদের চারিপাশের লোকের সঙ্গে যদি আপনি মেশেন যদি তাদের মূকভাবে নির্যাতন সহ্য করা দেখেন তা হোলে আর আপনি ফিরতে পারবেন না।

সমরেশ ব'ল্‌ল—চলুন। আপনাদের কিছুক্ষণ বিরক্ত কোরব আর কি।

এবার সুলেখা বল্‌ল—এরকম ভাবে এগিয়ে এসে বিরক্ত বড় বেশী করে না এইটাই ত' আমাদের দুঃখ!

সমরেশ প্রশ্ন কোরল—আমার আসাটা যে এগিয়ে আসা এধারণা কেমন কোরে কোরলেন?

সুলেখা ব'ল্‌ল—মণিকুন্তলার মুখে শুনে।

সমরেশ আর কোন উত্তর দিল না। শুধু একবার মণিকুন্তলার

মুখের দিকে তাকাল ভাল কোরে। মণিকুন্তলা মুখ নীচু কোরে রয়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে ওদের ছোট্ট দলটা সমরেশের বড় গাড়ীটায় চড়ে বসল।

সমস্ত কাজ শেষ কোরে উঠতে বেলা ছুপুর হোল। এই শ্রেণীর প্রদর্শনী মারফৎ অচ্ছুৎ বা অনুন্নতদের মাঝে মিশে তাদের কাজের প্রশংসা কোরে আর তাদের নতুন উপরি রোজগারের উপায় দেখান রাজীবদার জীবনে ত' প্রথম নয়ই—সুলেখা আ[illegible] মণিকুন্তলার জীবনেও প্রথম নয়। ওরা জানে এই শ্রেণীর কাজের [illegible]বেদন পৌঁছায় কতদূর। একসাথে খাওয়ার মধ্যে যে একটা একত[illegible]ের অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি জাগে তা বোঝা যায় যদি সেই পরিবেশের [illegible] আসা যায়।

সমরেশ ওর গাড়ীতে ফিরছিল। সঙ্গে রয়েছে [illegible]বার বেলার সাথীরাই। সমরেশ যেন কতকটা বিহ্বল হোয়ে গে[illegible]। অতগুলো লোক যে কী কোরে ঐ অপরিষ্কার স্বল্পায়তন বস্তী[illegible]তে থাকে! রাজীবদার ওপর সেই সব লোকদের অগাধ বিশ্বাসের [illegible]রিচয় পেয়ে সে শুধু এই কাথাটাই ভাবছে তারা মনখুলে তাঁর কা[illegible]মেশে কেন? চলতি পথে সামনে পড়ে গেলে যারা নিজে থেকেই প[illegible] কোরে দেয় যারা নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে আমাদের মত লো[illegible] সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায় তারা কী এমন পেয়েছে যার জ[illegible]জীবদার সঙ্গে ব্যবহার করে: মানুষের প্রতি মানুষের মতই। যেন সমতার সরল রেখায় তারা সকলেই চলছে। সমরেশ সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেশ ভাল কোরেই লক্ষ্য কোরেছে। সুলেখার প্রচুর খাটবার ক্ষমতায় তার একটা ধারণা পাল্‌টেছে। প্রথম দৃষ্টিতে সে ভেবেছিল এ মেয়েও অন্য সব তরুণীর মতই চলতে-ভেঙ্গে-পড়া মেয়ে। নিতান্ত পেঁচিয়ে শাড়ী

পুড়া আর প্রসাধন সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহার ছাড়া এর দৌড়ও বোধহয় বেশী দূর নয়—কিন্তু তার ধারণা করার দৌড়ই যে বেশী দূর নয় তাই প্রমাণিত হোয়েছে সুলেখার ব্যবহারে আর কাজে। সুলেখা যতক্ষণ ছিল তার মধ্যে এক মূহূর্ত ও বিশ্রাম নেয়নি। তাদের দলের অন্য সব ছেলে মেয়েদের মাঝে মিশে প্রতি কাজে সমান অংশ নিয়ে সে এই সম্মিলনীটাকে সফলতায়ং ভরিয়ে দিয়েছে। এই অল্প কয়েক ঘণ্টা সময়ে অনেক কিছুই হোয়েছে—সভা, প্রদর্শনী, খাওয়া দাওয়া। সভায় রাজীবদা ছাড়া আরও অনেকে বক্তৃতা দিয়েছে। একটি ছেলের কথা তার মনে রয়েছে এখনও। সমরেশ গাড়ী চালাতে চালাতে সমস্ত ঘটনাগুলাকে যেন নতুন কোরে আর একবার তার মনে আনবার চেষ্টা কোরছে। পেছনের সীটে সুলেখা মণিকুন্তলার সঙ্গে গল্প কোরছে—তাদের উভয়ের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে তার কানে ঠিক যেন কাঁচ ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দের মত। রাজীবদার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সমরেশের কানে সেই ছেলেটীর কথা যেন এখনও বাজছে—'আমরা আবেগের মাথায় বড় বড় সমাজ সংস্কারের কথা বলি। ঘাড়ে দায়িত্ব আসার আগে পুরুষ আর নারীর সমান অধিকারের জন্যে ওকালতি করি। পণ প্রথা যে ভীষণ ভাবে সমাজকে পঙ্গু কোরে ফেলছে তা কলেজে পড়ার সময় জোর গলায় সমিতিতে জাহি: করি। কিন্তু সেই আমরা, সেই সাধারণ ছেলেরা ভুলে যাই আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা, আমাদের অতীতের আশার কথা, স্বপ্নের কথা। তাই আজও সমানে ব'য়ে চলেছে অস্পৃশ্যতার ঢেউ, আজও সমাজকে দুর্বল কোরছে, নিপীড়ন কোরছে পণপ্রথা। এর প্যাঁচে যে একদিন আমাদেরও পড়তে হবে, আমাদেরও যে এই অন্যায় জুলুমবাজীর সম্মুখীন হোতে

হবে, একথা মনে থাকে না। সমাজকে পরিবর্তনের মুখে নিয়ে যেতে পারে দেশের যুবক সম্প্রদায়। যুবক সম্প্রদায় যদি বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকায় তা হোলে তাদের মনের মাঝে যে সনাতন মানবিক সত্তা রয়েছে তাই জেগে উঠে তাকে প্রেরণা দেবে। তাকে উদ্দীপিত কোরবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। কথার চেয়ে কাজের দাম অনেক বেশী। আজ আমাদের ভুললে চলবে না কোন সময়ে দাঁড়িয়ে কথা ব'লছি। মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরে রাখার যুগ এটা নয়।'

আর যা সমরেশকে আজ কিছুটা নতুন জানিয়েছে তা হোচ্ছে পরিবেশের প্রভাব। সমরেশ নিজেকে চেনে এক দিক দিয়ে...সে জীবনটাকে উপভোগ কোরতে চায়। অর্থ আর নারী যে জীবন উপভোগের অপরিহার্য উপাদান সে ধারনা তার বদ্ধমূল। একথা সে কল্পনাও করেনি যে 'বুভুক্ষার জ্বালা যৌনাকাঙ্খার চেয়েও তীব্রতর।' আজ তার আশেপাশে সে অনেক যুবতী লক্ষ্য কোরেছে যাদের উচ্ছল যৌবন ঢাকা পড়েনি বস্ত্রের স্বল্পতায়। যাদের অসাবধানতার সুযোগে অসাধু পুরুষ...সহজেই উল্লসিত হোতে পারে...তাদের সামনে দেখেও সে বিচলিত হোতে পারেনি। তাদের বিষন্ন মুখের মাঝে একজোড়া চোখে যে না পাওয়ার প্রতি লোলুপতা রয়েছে তার মধ্যে কামনার স্থান নেই। এদের একটা মেয়েকে সে লক্ষ্য কোরেছে অনেকক্ষণ থেকে। নিতান্ত একহারা কালো মেয়ে। যুবতী তাই অপরের নজরে পড়ে। একখানা মাত্র ন'হাত সাড়ীতে আচ্ছাদিত কোরেছে সারা দেহটা। তার নিজের দিকে নজর নেই মোটে। অন্যে কী নজরে চাইছে তার দিকে সে দিকে তাকাবার ফুরসৎ তার হোলই না যতক্ষণ সে ছিল ওখানে। সেই মেয়েটি সারাক্ষণ শুনেছে

সভার কথা, দেখেছে ঘুরে ঘুরে তাদেরই হাতে তৈরী জিনিষগুলো সুলেখার সঙ্গে পরামর্শ কোরেছে কোন কাজ কোরলে সে আরও বেশী পয়সা রোজগার কোরতে পারবে। খেতে বসে কোন সংকোচ না কোরে পেট ভরে খেয়ে উঠে গেছে। তার চারপাশে যে অনেকগুলো পুরুষ রয়েছে আর তার দেহ যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরতে পারে এধারনা যেন তার নেই। সে এল, চলে গেল। তার আসা যাওয়া ঘোরাঘুরি অপরকে দেখার জন্য নয়…নয় নিজেকে অপরকে দেখানর জন্য। তার আসা যাওয়া যেন নিতান্ত বাঁচার প্রশ্নের ওপরে নিতান্ত জীবন ধারনের প্রয়োজনের তাগিদে। সমরেশ ড্রাইভিং করার সাথে সাথে তুলনা কোরছিল একজন সোসাইটি গার্ল এর সঙ্গে ঐ নগন্য বস্তীর মেয়েটার।

সুলেখা আর রজীবদাকে নামিয়ে দিল শ্যামবাজারে। পথে নেমে রাজীবদা বললেন—আপনার সঙ্গে আবার নিশ্চয় দেখা হবে সমরেশবাবু। সেদিন শুনব আজকের সমালোচনা।

সমরেশ বলল…আসব আর একদিন। তবে সমালোচনা কোরতে পারব না।

হাসিমুখে বিদায় দিলেন রাজীবদা। সুলেখা ছোট্ট একটা নমস্কার জানাল। গাড়ীতে আবার গতি এল। শেষবারের মত রাজীবদা আর সুলেখার দিকে তাকাল সমরেশ সেন। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল খদ্দর পরা প্রৌঢ় ব্যক্তির হাস্যময় একখানা মুখ। পাশে একটি মেয়ে…সুলেখা। সমরেশ ভাবল ঐ মানুষকে যেন ঐ পোষাক ছাড়া আর কিছুই অতটা মানায় না।

সমরেশ বলল…আচ্ছা মনি, তোমারা এত সমালোচনা শুনতে ভালবাস কেন ?

মণিকুন্তলা বল্‌ল—সমালোচনাইত মানুষকে শুধরে ওঠার সুযোগ দেয়। আমাদের দোষ কোথায় নইলে জানতে পারব কেন?

সমরেশ বল্‌ল—তোমাদের সম্বন্ধে আমার বলবার কোন ক্ষমতা নেই।

মণিকুন্তলা বল্লল···সে কি! এত বড় ব্যবসাদার আপনি, হাজার রকম লোকের সঙ্গে মিশছেন দেখছেন কত রকম, আর আপনি কী দেখলেন, কেমন দেখলেন সে কথা আর বলতে পারবেন না?

সমরেশ বল্‌ল···সত্যিই আমি কিছু বলতে পারব না।

··কেন বলুন না।

···এ জগতে আমার প্রবেশ এই প্রথম বোলে।

···আপনি কি হতাশ হোয়েছেন?

···হতাশ হোয়েছি বটে তবে নিজের দিক দিয়ে।

···নিজেকে যে সমালোচনা কোরতে পারে সে নিশ্চয়ই অনেক কাজ কোরতে পারে ইচ্ছা কোরলে। আপনি কেন কিছু করেন না সমরেশদা?

সমরেশ একটু চুপ কোরে থেকে বল্‌ল···এই একটা মাত্র দিকেই সুযোগ মেলেনি মণি, বিশ্বাস করো। এদিকে যদি ফিরিয়ে দিত কেউ তা হোঁল জীবনটা বোধহয় অন্য রকমের হত। যাক্, নেমে পড়, এসে গেছ।

ভবতোষ রায়ের রাড়ীতেই সভা হবার কথা। বাড়ীটা বেশ বড়ই ··ছোট খাট সভা করার মত একটা হলঘরও আছে। এই বাড়ীরই বাইরের দিকের খানিকটা নিয়ে মাসিক 'অঙ্কুরের' অফিসঘর।

ভবতোষ রায়ের অবস্থা ভালই ছিল···এখন স্বচ্ছলতা আরও

রেছে। সে টাকা রোজগার কোরতে জানে। জানে কোন চালে চললে সমাজে প্রতিপত্তি কোরতে পারা যায়। হাজার হোক সে শিক্ষিত আর শিক্ষিত লোকদের নিয়েই তার কারবার। মিটিং হবার কথা পাঁচটায়। অরূপ যখন এসে হাজির হোল তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। ফটকে ঢুকতে গিয়ে তার সামনা সামনি প্রথম দেখা হোল রমেশের সঙ্গে। রমেশ 'অঙ্কুরের' সহ-সম্পাদক, তার সহপাঠি। রমেশ তাকে পেয়ে হাসিমুখে সম্বর্ধনা কোরল। অরূপ জানে এখানে একমাত্র রমেশ ছাড়া তাকে আর কেউ সসম্মানে আহ্বান কোরবে না।

অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল—কি রে সভা শেষ হোয়ে গেছে নাকি ?

রমেশ ব'ল্ল—আসল লোক না এলে সভা হবে কোথা দিয়ে ?

অরূপ ব'ল্ল—আসল লোক ?

রমেশ হেসে ব'ল্ল—হাঁরে, ছায়াদেবীর কথা ব'লছি। ভবতোষ-বাবুত' তার সম্মানার্থেই আজকের সভা আহ্বান কোরেছেন। তার দৌলতে তিনি কিন্তু কম লাভবান হননি....কৃতজ্ঞতাত' আছে !

অরূপ টিপ্পনী কাটল—বড় লাভের আশার ইঙ্গিত নেই ত ?

রমেশ হেসে ব'ল্ল—বলাও যায় না।

কথার মাঝেই সমরেশ সেনের গাড়ী এসে ফটকে লাগল। ছায়া-দেবীকে সঙ্গে নিয়ে সমরেশ সেন নামল গম্ভীরভাবে। কোন দিকে নজর দেবার সময় নেই যেন তার হাতে—এই মুহূর্তে সভায় প্রবেশ করার আগে হঠাৎ যেন তার পোজিশনটা বেড়ে গেছে। সঙ্গে বড় লোক থাকলে এরকম নিজেকে ভারী মনে হয় সকলেরই। রমেশ নমস্কার জানাল দুজনকেই—অভ্যর্থনার ভার তার উপরেই আছে। সমরেশ মাথাটা একটু হেলিয়ে উত্তর দিল। ছায়াদেবী নমস্কারই ফেরৎ দিল একটু হাসলও যেন অরূপ আর রমেশকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে। রমেশ তার অচেনা নয়। সে জানে অরূপ আর রমেশের সম্পর্ক। কিন্তু সমরেশ সঙ্গে থাকাতে আর দাঁড়াতে পারল না। অরূপ তার অবস্থাটা এমনই কোরে তুলেছে যে স্বাধীন-ভাবে চলা ফেরা করার অধিকারটুকুও সে যেন হারাতে বসেছে। অরূপ সমরেশের সামনে তাকে অপরিচিতা বোলে চালিয়ে দিয়েছে—তাকেও তাই অপরিচিতের মত চলতে হ'চ্ছে। হঠাৎ সমরেশের নজর পড়ল অরূপের দিকে। প্রথমটা একটু অবাক হোল।

হাসিমুখে সমরেশ বল্‌ল—এই যে এখানের সভার খবরও পেয়েছেন আপনি।

অরূপ ব'ল্‌ল—আজ্ঞে হঠাৎই খবরটা পেলাম। যাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, যাঁর লেখাকে যেন আমার কথা বোলেই মনে করি তাঁর মুখ থেকে কথা শোনার আগ্রহটা যে কি ভীষণ—তা বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই।

সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল এগিয়ে যেতে যেতে—আপনার যে কি একটা কথা ছিল বলার তা কি শেষ হয়ে গেছে?

অরূপও পাশে পাশে চলতে চলতে বলল—সুযোগ আর পেলাম কই বলুন? সমরেশ ব'লল—আচ্ছা আজই সময় কোরে নেওয়া যাক না কেন? ফিরতি পথে আমার কারে তুলে নেব এখন।

অরূপ বল্‌ল—আপনাদের ফিরতে দেরী হবে অনেক নিশ্চয়। সমরেশ বল্‌ল—কেন?

অরূপ একটু হেসে বলল—আপনারা হোলেন অভ্যাগত অতিথি এখানে আমি হচ্ছি একজন রবাহুত।

প্রভেদটা কোথায় তা বুঝতে পেরে সমরেশ একটু হাসল—সেই হাসি বোধ হয় আত্মপ্রসাদের।

সেই জিজ্ঞাসা কোরল—তা হলে ?

অরূপ উত্তর দিল—ইচ্ছা থাকলে উপায় হোয়ে যাবে।

সভাস্থলে এসে ওরা সকলে আর এক সঙ্গে থাকতে পারল না। ভবতোষ কোথা থেকে এসে যেন একেবারে ছায়াদেবী আর সমরেশকে নিয়ে চলে গেল সভা মণ্ডপে, আর অরূপ মিশে গেল সাধারণ শ্রোতাদের ভিড়ের মাঝে।

সভা হোল। নিতান্ত অভিনন্দিত করার উদ্দেশ্যেই এই সভা। তাই ভাষার ফুলঝুরি ছুটিয়ে একই কথা নানা রকমে বলে গেলেন বিভিন্ন বক্তা। তাঁদের কারও কারও বক্তৃতায় গুণ বর্ণনার চেয়ে আত্মগরিমাটা যেন বেশ ভালভাবেই প্রকটিত হোয়ে উঠছিল। শ্রোতা-দের কানে যে কথাগুলো পীড়া দেয়, বক্তাদের যদি তার ধারণা থাকত! সমরেশ গম্ভীরভাবে পাইপ টানছে একটা চেয়ার দখল কোরে। তার কাছে এসব যেন নিতান্ত সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার একটা। সভাস্থলে পুরুষের চেয়ে নারীর দলটাই যেন চোখে পড়ছে বেশী। অনেক তরুণ কবি আর সাহিত্যিকের সমাগম হোয়েছে। এই সব তরুণীর দল যেন তাদেরই উপগ্রহের সামিল! সভা শেষ হোতে বিশেষ দেরী লাগল না। আর সত্যি, সভা করা গৌন না হোলেও মুখ্য উদ্দেশ্য হোচ্ছে একটা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা—খানিকটা গান বাজনার মধ্য দিয়ে নতুন পরিবেশের সৃষ্টি কোরে সময়টাকে একটু নতুন রকমে উপভোগ করা। সাধারণ শ্রোতারা বাইরে চলে গেল। তারাই রইল যাদের বিশেষভাবে ভবতোষ আমন্ত্রিত করে-ছিল। কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাহেবী কায়দায় ভোজসভা বসে গেল। ঘরের এক কোন থেকে পিয়ানোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান ভেসে আসছে। ভবতোষ পরিচর্যা করায় নিতান্ত ব্যস্ত রয়েছে।

টেবিলের ওপর প্রচুর খাবার দ্রব্য দেওয়া হোয়েছে। একজনে তার সদ্ব্যবহার নিশ্চয় কোরতে পারবে না। মেয়েদের দল আধুনিক প্রসাধনের নানা বিজ্ঞাপনের পরিচয় সারা শরীরে এঁটে দু'টি আঙুলের ডগায় আলতো কোরে কাঁটা-চামচে ধ'রে নিতান্ত ছোঁয়া বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে কিছু মুখে দিচ্ছে। আর পাশের পরিচিত যুবক বা যুবতীর সঙ্গে আলাপ কোরে চলেছে। সমরেশের নজর খাওয়ার দিকে নেই। আজ সত্যিই সে বড় টায়ার্ড ফিল্ কোরছে। সকালের ছবিগুলা অহেতুক ভাবেই তার মনের মাঝে ভেসে উঠছে। সমরেশ ভাবপ্রবণ নয়—সে বাস্তবটাই স্বীকার করে—এইটাই বোলে এসেছে এতদিন। কিন্তু তার বাস্তবতার সঙ্গে যে সত্যিকারের বাস্তবতার পার্থক্য আছে এটা সে বোঝে না। রিয়ালিটি—রিয়ালিষ্ট। একথা তারা বলে টাকা ওড়াতে আর মেয়েদের প্রেমে পড়ে অতি নিষ্ঠুরের মত তাকে পদদলিত কোরতে। নারী দেহের ভোগ লিপ্সা মিটিয়ে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে তাকে পুরাণো ছেঁড়া জুতোর মত দূরে নিক্ষেপ করে যে রিয়ালিটির গরব করে তারা তা বাস্তবতা নয়। আমোদ, উপভোগ যা নেই তার পরিসমাপ্তি কোরে হ্যাংলার মত-বিরাট পেটুকের মত জঞ্জাল বার কোরে অপরটার দিকে নজর বাড়ানর নাম যে বাস্তবতা নয় একথা কেই বা বোঝাবে তাকে? ব্যর্থতা আসবে কেন? এ প্রশ্ন তারা করে একে অন্যকে যদি প্রেমে পড়ে পায় না কাউকে। প্রশ্ন জাগে তাদের রিয়ালিটির। প্রেম প্রনয় সেত বিরাট আকাশের মাঝে তারাবাজীর মত! এই জ্বলছে এই নিভছে। হতাশা কেন? যে গেছে তাকে যেতে দাও—আরও আছে, আরও পাবে! এই ধারণায় যারা রিয়ালিটির বিচার করে বাস্তবতার কথা তোলে কে বলবে তাদের বাস্তবতা কী? তাদের জীবনে যে বিফলতার হতাশা জাগে না এইটাই সবচেয়ে বড়

বিফলতা তাদের জীবনে! এই বিফলতা শুধু মানুষকে হতাশায় ভেঙেই দেয় না—শুধু মানুষকে মেনিমুখো কোরে ঘরের কোনে বসিয়ে রাখে না। ব্যর্থতার আস্বাদ যার জীবনে ঘটেনি তার জীবন সম্পূর্ণ নয়। জীবনটাকে সে পুরোপুরি ভাবে জানার সুযোগ পায়নি। সাফল্য যেমন আরও সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে বিফলতাও উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে আরও যত্নশীল হোতে, আরও সুষ্ঠু-ভাবে সাধনা কোরতে। এই সাধনার পর, তীব্র প্রতীক্ষার পর যদি পাওয়া যায় আকাঙ্খিত রত্ন তার আনন্দের পরিশেষ নেই—তার পরি-পরিমাপ হবে কিসে? কিন্তু এ প্রশ্ন সমরেশের জীবনে অবান্তর!

সমরেশ লক্ষ্য কোরছিল তরুণীদের। সকালের মেয়েদের সঙ্গে একটা তুলনামূলক ছবিও হয়ত আঁকছিল মনে মনে—কে জানে। তাদের দৈহিক নগ্নতার কারণ ছিল—অভাব। এদের সুনিপুন আবরণের অন্তরালে যে নগ্নতার ইঙ্গিত রয়েছে তার কারণ কী? এই নাচ, এই গান এই খাওয়া-দাওয়া এসব যেন কিছু নয়—উপলক্ষ্য। শুধু দেখ,—শুধু দেখাও, এই মনোবৃত্তির মাঝে যে আবিলতা রয়েছে, যে অতি তরল মাদকতা রয়েছে তার ঢেউ জাগছে তার মনে। এই ঢেউই তাকে জীবনভোর ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—একথা সে জানে না!

—শরীর খারাপ নাকি আপনার?

প্রশ্ন শুনে পাশ ফিরে তাকাল সমরেশ। দেখল ছা[illegible] তার দিকে চেয়ে আছে। ব'লল—না, শরীর ভালই। তবে ভাল লাগছে না আজকের এই আবহাওয়া।

—চলুন উঠি তা হোলে।

—সকলের হোতে দাও।

—আপনি অংশ নিলেন না বোলে কি খাওয়া চলতেই থাকবে?

সমরেশ ভাল কোরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সকলেই প্রায় উঠি-উঠি কোরছে। সে একটু অপ্রস্তুত হোল।

বাইরে এসে সমরেশ বলল—এখনই বাড়ী যাবে, না একটু বেড়িয়ে আসবে?

ছায়াদেবী বলল—চলুন একটু ঘুরেই যাই।

গাড়ী ওদের কয়েক মিনিটেই গঙ্গার ধারে এনে হাজির কোরল। ওরা চলে এলো একেবারে গঙ্গার জলের কিনারে। গাড়ীটা ভীড়ে রইল অন্য সব বায়ুসেবনার্থীদের গাড়ীর ভীড়ে। ওরা বসল পাশা-পাশি জলের ওপর পা ঝুলিয়ে। আউট্রাম ঘাট। লোকের কমতি নেই। অনেকদিন বাদে ওরা এসেছে। কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে চোখে। কয়েকটা জাহাজ বাঁধা রয়েছে। বোটগুলোর ছুটো ছুটির কামাই নাই। ডিঙ্গীগুলো স্রোতের টানে বয়ে চলেছে। জলের বুকে অন্ধকার এলো চুল মেলছে ধীরে ধীরে। ওপারের বাড়ী-গুলো, জেটিগুলো ঝাপসা ঠেকছে নজরে।

সমরেশ ব'লল—এইরকম সভা সমিতি তোমার কেমন লাগে বলত?

ছায়া কথাটা ধরতে পারল না। সমরেশের মুখের দিকে তাকাল ভাল কোরে সে জানে সমরেশ এসব লেখাপড়া কালচার কৃষ্টি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তবু সে সভায় যায় নিতান্ত তার খাতিরেই। এই শ্রেণীর সভায়—যে সভায় তাকে নিয়ে খানিকটা হৈ চৈ করা হয় সে সভা তার মোটেই ভাল লাগে না। আর কেউ না জানুক সে তার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এই সব সভায় তাকে যে কতখানি হঠকারিতা কোরতে হয় তা যদি কেউ জানতো!

ছায়াদেবী ব'লল—আমি সহ্য কোরতে পারি না মোটেই। তবু আসতে হয় উপায় নেই। কত না' না আর বলি।

সমরেশ ব'লল—সত্যি আমারও আর এই সব ভাল লাগে না। কী যে চাই তা যদিও ঠিক বুঝি না তবু মনে হয় যেন একটু একা একটু নিরালা পেলে খুসী হোতাম।

ছায়া হেসে ব'লল—লক্ষণ ভাল নয়।

সমরেশ ব'লল—সত্যি ছায়া আমি যেন বদলে যাচ্ছি দিনের পর দিন। তুমি যতই নিজেকে আমার কাছ থেকে আড়াল দিয়ে ঢাকছ ততই আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হোচ্ছি বেশী কোরে। কেন বলত?

ছায়া ব'লল—অত মনঃস্তত্ব আমি বুঝি না।

সমরেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'লল—সেই ত' আমার দুঃখ তুমি বুঝেও কেন বোঝ না!

ছায়া দাঁড়িয়ে উঠে ব'লল—চলুন। এ আলোচনার গতি খুব তাড়াতাড়ি রূপ বদলায়। দুজনের মধ্যে আশা করি সেটা না দেখাই ভাল।

সমরেশ চোখ তুলে তাকাল ছায়ার দিকে। ছায়ার মুখের মাঝে বিরক্তির সূক্ষ্ম ছায়া পড়েছে। সমরেশ আর কোন কথা বলতে পারল না—আজ সে বড় টায়ার্ড!

ছায়াকে নামিয়ে দিয়ে সমরেশ ফিরছিল। তার গাড়ী আটকাল মাঝপথে একজন বন্ধু। থামতে হোল—বন্ধুর দাবী!

সমরেশ বল্'ল—খবর কিরে?

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বন্ধু উঠে বসল তার পাশে। একবার ঘড়িটা দেখে নিল। আটটা বেজে গেছে। গরমের দিন সবে সন্ধ্যা।

বন্ধু ব'লল—চল্, গাড়ি ফিরিয়ে নে। একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। খুসী হোবি নিশ্চয়।

সমরেশ একটু হেসে ব'ল্‌ল—কোথায় যাব? কার সঙ্গেই বা পরিচয় হবে?

ওকে ছোট্ট একটা ঠেলা দিয়ে বন্ধু ব'ল্‌ল—ন্যাকামি রাখ্‌। বুঝিস না যেন!

অগত্যা গাড়ী ঘোরাতে হোল—বন্ধুর দাবী! গাড়ী এসে থামল তাদের পরিচিত রেস্তোঁরায়।

বন্ধুর সঙ্গে সমরেশ কতকটা অনিচ্ছাসত্বে ঢুকল আস্তে আস্তে মাথা হেঁট কোরে। আজ কেন যেন তার ভাল লাগছে না কিছুই। হলে দেখা হোল অমিতের সঙ্গে! অমিত একটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে যেন তাদের জন্যেই অপেক্ষা কোরছিল। সহাসমুখে সে সম্ভাষণ কোরল তাদের! সমরেশের খাতির বন্ধুমহলে বেশী—তার হাত দরাজ বোলে।

অমিত পরিচয় করিয়ে দিল,—আশা দেবী। আর ইনি আমাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু সমরেশ সেন—কণ্ট্রাক্টর। নমস্কার বিনিময় হোল। চারজনে একটা টেবিল ঘিরে বসল। হলটা জৌলুষে জমজমাট। খাওয়া-দাওয়া চলছে হরদম পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে। মিষ্টি আওয়াজ আসছে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের হাত থেকে। কাঁচের বাসনের আওয়াজ বাজছে গেলাসের গায়ে ধাক্কা লেগে। বন্ধুর অনুরোধে খাবার এলো—সাহেবী খাওয়া। আর এল ট্রে'তে কোরে শূন্য গেলাস সহযোগে ভর্তি পেট মোটা বেঁটে গোছের রঙিন বোতল। দেরী হোল না শূন্য গেলাস ভরে দিতে। আবার খালি হোল—আবার ভরে উঠল। সমরেশ একটু কিন্তু কোরেছিল প্রথমটায়, তবে টায়ার্ডনেশের অজুহাত দিয়ে নামিয়ে দিল গলা দিয়ে। চল্‌ল,—এক, দুই, তিন! প্লেটটাও খালি হোল। পাখাটা যেন ঘুরছে না! আলোটা যেন

নিরেট মনে হোচ্ছে! পাশ থেকে বন্ধু কানে কানে ব'লল—কেমন?

সমরেশ উত্তর দিল না। ভাল কোরে তাকাল আশাদেবীর দিকে। আশাদেবীর পুরুষালী চেহারাটা যেন তাকে বিদ্রূপ কোরে উঠল। ঐ কি নারীর রূপ! আশাদেবীর পরিচয় সে জানে না—হয়ত বন্ধুরাও জানে না ভাল কোরে! প্রয়োজন নেই। সে শুধু নারী, আছে তার যৌবন, তাদের আছে টাকা। খরচ করার মন। ব্যস্!

তবু? সমরেশ আজ তাকাতে পারছে না আশাদেবীর মুখের দিকে। আশাদেবী ছোট্ট গেলাসটাকে খালি কোরছে অতি ধীরে ধীরে। সমরেশ দেখছে তাকে—সেও তাকিয়ে আছে তার দিকে বিলোল ভাবে। তার চোখের তারাগুলোয় যেন সমস্ত হলটা নাচছে! যেন সমস্ত পরিবেশটাই গড়ে উঠেছে ঐ চোখের চাহনীতে! সমরেশ চোখ নামিয়ে নিল। সে নিজেকে বুঝতে পারছে না ঠিক। মনে পড়ছে মাধবীকে, মনে পড়ছে ছায়াকে। ছায়া? ছায়ার কথা মনে হোতেই তার মনটা যেন জেগে উঠতে চাইছে আবার। ছায়ার জন্যেই সে মাধবীকে ছেড়েছে—বন্ধুদের সঙ্গে এই শ্রেণীর আমোদ করা ছেড়েছে। তবে? আজ কেন এই মুহূর্তে সে এখানে বসে ঐ বিশ্রী সাদাটে মেয়েটার দিকে চেয়ে আছে? সমরেশ উঠে দাঁড়াল।

অমিত জিজ্ঞাসা কোরল—কী হোল তোমার?

—ভাল লাগছে না চল্লাম। তোমরা চালাও।

অমিত তার একটা হাত টপ কোরে ধরে ফেলে ব'ল্ল—তা কি কখন হয় না হোয়েছে? ভীড় যদি ভাল না লাগে চল একটা আলাদা ঘর নেওয়া যাক।

সমরেশকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই অমিত অপর বন্ধুকে পাঠিয়ে দিল ঘর ঠিক করার জন্যে। তারপর সমরেশের মুখটা

ভাল কোরে তাকিয়ে দেখল। সে প্রশ্ন কোরল—কী ব্যাপার বন্ধু ? —এ রকম ত' তুমি নও ?

সমরেশ আবার বসল।—বন্ধুর প্রীতির বন্ধন ছেঁড়া কি সহজ কথা। বিশেষ কোরে মগজ যখন হালকা হোয়ে ওঠে মাদক দ্রব্যের আলোড়নে। অপর বন্ধুটি ফিরে এসে ব'ল্‌ল—চল, ওপরে ঘরের ব্যবস্থা কোরে এসেছি।

আশাদেবীর কাঁধে একটু ছোঁয়া দিয়ে সেই বল্‌ল—চলুন, একটু নিরালায় আমরা আলাপ করিগে।

উত্তরে আশাদেবী কিছু বল্‌ল না শুধু একটু হাসল। তার রং পালিশকরা ঠোঁট দুটোর মাঝ দিয়ে দেখা গেল কয়েকটা দাঁত। এই হাসিটা যেন বিদ্রূপ কোরে উঠল সমরেশকে! সমরেশ যেন কিছুই ভাল দেখছে না ঐ মেয়েটার মধ্যে।

ওরা উঠে পড়ল। সমরেশ উঠল সকলের শেষে। হলটাকে অতিক্রম কোরে যাবার সময় তার নজরে পড়ল মাধবী। সমরেশ থমকে দাঁড়াল। মাধবীর সঙ্গে একটি যুবক বসে গল্প কোরছে। সমরেশের মনটা অহৈতুকভাবেই যেন জ্বলে উঠল। মাথাটা যেন ঝিমঝিম কোরছে। অভ্যস্ত তাই পায়ের জোরের লাঘব ঘটছে না। সমরেশ ফিরে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল মাধবীর দিকে। একেবারে মাধবীর পেছনে দাঁড়িয়ে সে দেখল দুজনকে। যুবক তার অপরিচিত। ছোট ছোট কথা তাদের আস্তে বোলে কানে এলো না। তাকে পেছনে দাঁড়াতে দেখে চোখে বিরক্তি নিয়ে যুবক তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। যুবকের দৃষ্টিকে অনুসরণ কোরে মাধবী পেছন ফিরেই দেখল সমরেশকে।

মাধবী বল্‌ল—তুমি এখানে এসে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ?

সমরেশ বল্‌ল—তোমায় ডাকব কি না ভাবছি।

মাধবী বল্‌ল—বস না।

সমরেশ ব'ল্‌ল—তোমাদের আলাপে বিঘ্ন ঘটালাম না ত'?

মাধবী হেসে ব'ল্‌ল—আলাপ সামান্যই। ষ্টুডিওতে গিয়েছিলাম, ফিরতি পথে একটু রিফ্রেশ্‌ড্‌ হোয়ে নেওয়া আর কি। ঐ যাঃ তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যে।

মাধবী সাথীটিকে দেখিয়ে দিয়ে ব'ল্‌ল—ইনি একজন ভাবী ফিল্ম ডিরেক্টর। সমরেশকে দেখিয়ে দিয়ে ব'লল—ইনি আমার বন্ধু সমরেশ সেন, কণ্ট্রাক্টর।

সমরেশ নমস্কার কোরে ব'ল্‌ল—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হোলাম। আশা করি ভবিষ্যতে মাধবীকে তারকারূপে দেখতে পাব।

ডিরেক্টর ভদ্রলোক প্রতি নমস্কার কোরে ব'ল্‌ল—আমিও খুসী হোলাম মাধবীদেবীর একজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ কোরে। মাধবীদেবীর পার্ট্‌স্‌ থাকতেও কেন যে ফিল্মে নামতে রাজী হোচ্ছেন না আমি ভেবে পাই না।

সমরেশ মাধবীকে জিজ্ঞাসা কোরল—এ সুযোগ হারাচ্ছ কেন মাধবী?

মাধবী গম্ভীরভাবে বল্‌ল—সব সুযোগ কি সকলে ঠিক মত গ্রহণ কোরতে পারে?

এরপরে আরও কিছু আলাপ চলল। তিনজনে আলাপ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না; তাতে যেন কেমন প্রাণ থাকে না, যদি তিনজনের মধ্যে একজন মেয়ে হয়। আর যেখানে দুজন মেয়ে আর ছেলে একজন সেখানে আলোচনার সুর কেটে যেতে থাকে পদে পদে। রেশারেশি

জাগে কর্তকটা। যদি বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রত্যাশা থাকে অবশ্য!

মাধবী বলল ডিরেক্টরকে—আমরা একসঙ্গেই যাব, নমস্কার।

ভদ্রলোক আচমকা নমস্কারের ধাক্কায় বিচলিত হোয়ে উঠল। বল্‌ল বাধ্য হোয়ে—আচ্ছা আমি তবে চলি।

ডিরেক্টর চলে যাওয়ার পর মাধবী বল্‌ল—হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল কেন তোমার?

সমরেশ বল্‌ল—দেখলাম তোমায় আলাপ কোরতে .তাই। ওনার সঙ্গে কবে থেকে আলাপ তোমার?

মাধবী বল্‌ল—যেদিন থেকে সিনেমায় প্লে-ব্যাক কোরছি। ওনার জন্মে যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে থাকি।

সমরেশ বল্‌ল—তোমায় তারকা বানাবার আশায় আছেন দেখলাম ভদ্রলোক।

মাধবী বল্‌ল—অনেকেত অনেক আশায় থাকে। সব কি আর সফল হয়।

সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল—হতাশ কোরছ কেন? দেশ জোড়া নাম হবে। হাত ভর্তি টাকা হবে—এসব ছাড়ছ কেন?

মাধবী প্রশ্ন কোরল—শুনবে?

সমরেশ তাকাল তার দিকে। মাধবী সোজা তার চোখেই চেয়ে আছে।

সে বল্‌ল— বল না।

মাধবী উত্তর দিল—তোমার জন্মে।

সমরেশ অবাক হোল—আমার জন্মে!

মাধবী বল্‌ল—সত্যিই তাই।

সমরেশ প্রশ্ন কোরল—এই কথা কি আমায়ই প্রথম বললে ?

মাধবী ফুঁসিয়ে উঠল—তার মানে ?

সমরেশ আস্তে কোরে বল্ল—তোমার বন্ধু বলতে শুধু আমায়ই বোঝায় না। ডিরেক্টর ভদ্রলোকত এই গেলেন মাত্র। আমাকে চাও কেন ?

মাধবী বল্ল—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। তবু বলছি প্রথমে আমার মনে তুমিই ভালবাসা জাগিয়েছ। আমি জানি আমি অর্থ চাই, নাম চাই। তবু আমি নারী আমার হৃদয় আছে—আছে ভালবাসা।

সমরেশ পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বল্ল—ভাল অভিনয় কোরতে পরবে মাধবী। তোমার মত আরও কয়েকজন মেয়ে বোলেছে তারা আমায় ভালবাসে। আমি জানি তারা ভালবাসে আমার টাকাকে আমার রূপটাকে। তুমি জানো এখন আমি মদ খেয়ে কথা বলছি—আমি মাতাল। পারো একটা মাতালকে ভালবাসতে ?

মাধবী একটু চুপ কোরে থেকে বলল—মেয়েরা অনেক কিছুই পারে ভালবাসার জন্যে! তারা তোমাদের মত শুধু দূরে ঠেলতেই জানে না। মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহ ভালবাসা প্রীতি দিয়ে শুধরে নেওয়াটা তাদেরই কাজ।

সমরেশ বল্ল—আজকের আলোচনা এখানেই শেষ কর! চল তোমায় পৌছে দিয়ে আসি। আমার মত কী জানো ? ভালবাসা আমি বুঝি না। ভালবাসা একটা কথার কথা।

মাধবী বল্ল—ছায়াদেবীকে যে তুমি ভালবাস তা আমি জানি। আমায় না চাও ক্ষতি নেই। জীবনে অনেক কিছুই পাইনি। এই না পাওয়াটা না হয় সেই ভারকে আর একটু বাড়াবে। তবে তোমায়

আমার একটা অনুরোধ রইল—ভালবাসতে শেখ যদি ভালবাসা চাও।

সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—ধন্যবাদ তোমার উপদেশের জন্যে। তবে ছায়ার কথা যখন বললে তখন একটা কথা শুনে রাখ, সে মেয়ে তোমাদের মত এত অপলকা নয় যে একটুতেই নুয়ে পড়বে। আমার হার যদি হয় তা হবে তার কাছেই।

মাধবী চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে পড়ল—হেরেও যদি তুমি নিজেকে খুঁজে পাও সেইটাই হবে আমার জয়।

সমরেশ বল্‌ল—তোমার জয়!

মাধবী আস্তে আস্তে বল্‌ল—সেদিন বুঝবে ভালবাসা কী?

ওপরের ঘরে কিছুক্ষণ পরে বন্ধুদের খেয়াল হোল সমরেশ নেই। অমিত বলল—একবার খোঁজ কোরে দেখব নাকি?

অপর বন্ধুটি বল্‌ল—সে বসে থাকবার ছেলে নয় আসবার হোলে সে আপসে আসবে, যেতে দাও।

দেখা গেল ওদের নেশা তখন বেশ জমে উঠেছে। আশাদেবী ঘরের সোফাটায় এলিয়ে পড়েছে বিশ্রী একটা ভঙ্গীতে। তার দিকে সহজ ভাবে তাকান যায় না।

কয়েকদিন পরে ছায়াদেবীর বাবা মিঃ মিত্তির কথা বলছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে। সকালের চা খাওয়া শেষ হোয়ে গেছে। সরঞ্জামগুলো এখনও রয়েছে টেবিলের ওপর। একটা জ্বলন্ত সিগার ধরা রয়েছে হাতে।

মিঃ মিত্তির বোলছিলেন—সমরেশের মত নিয়ে জানলাম সে অরাজী নয়।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা কোরলেন—তবু সে কী বললে ?

মিঃ মিত্তির বললেন—সমরেশ বলে ছায়ার যদি মত থাকে আমার কোন আপত্তি নেই।

স্ত্রী বললেন—তা হোলে সমরেশের বাবার সঙ্গে কথাটা পাকা কোরে নাও। সামনের শ্রাবনেই কাজ হোয়ে যাক।

মিঃ মিত্তির বললেন—ছায়ার মতটাত আগে নেওয়া দরকার।

স্ত্রী হেসে বললেন—ও আর জানার কী আছে। নিশ্চয় অপছন্দ করে না সে সমরেশকে। আর তার আলাপও ছেলেবেলা থেকে। যদি তার মত না থাকত তা হোলে নিশ্চয় সে তাকে আমল দিত না।

মিঃ মিত্তির বললেন—তবু তার মুখে কথাটা শোনা দরকার একবার।

স্ত্রী বললেন—কেন আমরা কি তাকে অপাত্রে দিচ্ছি ?

মিঃ মিত্তির উত্তর দিলেন—আমি জানি সমরেশকে তুমি যথেষ্ট সুনজরে দেখ। কিন্তু সকলের নজরত আর তোমার মতই হবে না। মেয়েকে প্রচুর স্বাধীনতা দিয়েছ তার মতামতের দাম আছে। সে একজন অতি সাধারণ মেয়ে নয় নিশ্চয়।

স্ত্রী বললেন—হোক না সে লেখিকা। তবু সংসার সম্বন্ধে তার ধারণা কতটুকু ? সে কি তার ভালমন্দ আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে ?

মিঃ মিত্তির একটু হেসে বললেন—ভালমন্দের বিচারটা যে তোমার অভ্রান্ত তাইবা স্বীকার করি কী কোরে ? কতদিন ত' তোমার মুখে শুনি আমার পাল্লায় পড়ে তোমার দুর্গতির পরিশেষ নেই !

স্ত্রী হেসে বললেন—আমাদের কথা ছাড় ! পাত্র হিসেবে সমরেশ কিছু ফেলনা নয়। কত মেয়ের বাপ মা তাকে পেলে ধন্য হোয়ে যাবে। সমরেশের মত কটা ছেলে এই বয়সে অত রোজগার কোরেছে ?

মিঃ মিত্তির গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—অতটা টাকার দিকে চেয়ো না গো। দুনিয়াতে টাকাটাই সব নয়। পাত্রের পরিচয় শুধু টাকা নয়।

স্ত্রী অধৈর্য হোয়ে বললেন—না একটা রাস্তার লোক ধরে মেয়ের বিয়ে দেব, যার চাল নেই চুলো নেই—থাকবার মধ্যে আছে দু'তিন খানা সার্টিফিকেট।

মিঃ মিত্তির বললেন—সমরেশ ছাড়াও ছেলে আছে দেশে আর তারা সকলেই ফুটপাথে জীবন কাটায় না।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা কোরল—তোমার মতলবটা কী বলত?

মিঃ মিত্তির উত্তর দিলেন—ছায়ার মত ছাড়া আমি কিছু কোরতে পারব না।

স্ত্রী রেগে ব'ললেন—সে আমি জানি। মেয়ের বিয়ে দেবে না আর কতদিন? আর যদি সে অপছন্দই করে সমরেশকে?

মিঃ মিত্তির ব'ললেন—বলছি ত' সমরেশ ছাড়াও দেশে সুপাত্র আছে। ছায়ার মত নেওয়ায় তোমার 'আপত্তিই বা কেন?

স্ত্রী ব'ললেন—অতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আমার।

মিঃ মিত্তির ব'ললেন—মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়ে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে যদি মিশতে দিতে পার তা হোলে আর তার পছন্দটা জানতে আপত্তি কেন?

স্ত্রী রেগেছেন বোঝা গেল। বললেন—বেশ ছায়াকে ডেকে এখনই কথাটা জিজ্ঞাসা করই না কেন?

—এখনই?

—হ্যাঁ এখনই। আমি দেখে এলাম সে কাগজ পড়ছে।

—বেশ তাকে ডাক।

ছায়া কাগজটা হাতে নিয়েই হাজির হোল। সকাল বেলায় তাকে যেন অনেকটা রুক্ষ দেখাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা কোরল—আমায় ডেকেছ বাবা।

মিঃ মিত্তির ব'ললেন…হ্যাঁ, বস। তোমার সম্বন্ধেই আমাদের কথা হ'চ্ছিল।

ছায়া জিজ্ঞাসা কোরল—কি নিয়ে বাবা?

বাবার বদলে এবার সে মার কাছ থেকে উত্তর পেল…তোমার বিয়ের সম্বন্ধে আমরা কথা ব'লছিলাম। উনি বলছেন তোমার মত নেওয়াটা দরকার। তাই তোমার মতটা জানাও তোমার বাবাকে।

সমরেশকে তুমি বিয়ে কোরবে কি না ব'লে দাও তোমার বাবাকে।

ছায়া একটু লজ্জা পেল। তার মুখটা যেন আরক্ত হোয়ে উঠল। এই সকালেই যে তাকে সোজাসুজি এই প্রশ্নে ফেলা হবে তা সে কল্পনা ও করেনি। কী উত্তরই বা সে দেবে?

মিঃ মিত্তির বললেন—বল ছায়া সমরেশ সম্বন্ধে তোমার মত কী।

ছায়া জিজ্ঞাসা কোরল—আমার মত কি দিতেই হবে?

মা বললেন—আমি ত' বলেছিলাম সমরেশকে ও অপছন্দ করে না। জিজ্ঞাসা করার কি আছে। তবু তোমার বাবা তোমার মুখ থেকে শুনতে চান। বল তুমি।

ছায়া বল্ল—আমার বিয়ে কোরতে ইচ্ছে নেই।

মা অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরলেন—কেন?

ছায়া বল্ল—এ বিষয়ে আমি কোনদিন কিছু ভাবিনি।

মিঃ মিত্তির বল্লেন—তোমার বয়স হোয়েছে। আমরা তোমায় বিবাহিতা দেখতে চাই। যদি তোমার আপত্তি না থাকে ত' বল

সমরেশের সঙ্গে ব্যবস্থা করি। তোমার মার বড় পছন্দ ছেলেটিকে।

ছায়া বল্‌ল—বললামত' আমি এখন বিয়ে কোরব না।

মা আবার প্রশ্ন কোরলেন—কেন?

ছায়া এবার একটু হেসে ব'ল্‌ল—এমনি।

মিঃ মিত্তির ব'ললেন—তা বললেত' চলবে না মা। একটা কারণ কি উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।

ছায়া বল্‌ল—কারণ বিশেষ নেই। তবে বিয়ে যদি কোরতেই হয় আমি সেদিন আপনার মত চেয়ে নেব।

মা-বাবা দু'জনেই চমক খেলেন। ছায়া যে পরিষ্কার কোরে এই কথাটা ব'লতে পারবে তা তাঁরা ধারণা করেন নি কোনদিন।

মিঃ মিত্তির জিজ্ঞাসা কোরলেন—সমরেশকে কি তুমি পছন্দ কর না?

ছায়া ব'ল্‌ল—ওর সম্বন্ধে আমি কোন কথা ভাবিইনি কোনদিন। বাড়ীতে আসে, ছোট থেকে দেখছি, আলাপ আছে তাই মিশি। মিশলেই যে তাকে বিয়ে কোরতে হবে এরকম কথা নেই নিশ্চয়।

মিঃ মিত্তির ব'ল্‌লেন—উপস্থিত তা হোলে তুমি বিয়ে কোরবে না।

ছায়া উত্তর দিল—সেই কথাই ত' বললাম।

মা বললেন—এটা একটু বাড়াবাড়ি হোচ্ছে না কি?

ছায়া বল্‌ল—আমার মত জানতে চাইলে তাই জানালাম।

মা জিজ্ঞাসা কোরলেন—এটা কি স্বাধীনতার অপব্যবহার নয়? স্বাধীনতা পেয়েছ বোলেই যে চিরদিন সব কাজে নিজের মতটাই জাহির কোরবে এমন ত' হয় না। সমাজে বাস করি আমরা—তুমি যত বড় শিক্ষিতাই হও না কেন এখনও আমাদের সমাজকে চেনোনি।

ছায়া হেসে বলল—সমাজ ত' আমাদের নিয়েই মা, অত ভয়

কোরলে কি চলে? নিজের ইচ্ছামত অপরের কোন ক্ষতি না কোরে যদি স্বাধীন-ভাবে চলতে না পারা যায় তা হোলে সে সমাজের প্রয়োজন-টাই বা কী?

মা বললেন—তবু আমাদের তাকে অস্বীকার করলে চলে না।

ছায়া বলল—অস্বীকার কোরব কেন? যা ভাল তা চিরদিনই উজ্জ্বল হোয়ে থাকবে। যা মেকি তার দাপটে নিজেকে অত নীচু কোরবই বা কেন?

মা বললেন—তোমার সঙ্গে তর্ক কোরতে আমি পারব না। তবু বলছি···ভেবে দেখ।

ছায়া হেসে উত্তর দিল—সেই ভাল কথা।

কথা শেষ কোরে ছায়া চলে গেল। স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকাল ভাল কোরে। দেখলো সেই মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার হোচ্ছে সিগার থেকে। একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব রয়েছে সেই মুখমণ্ডলে।

স্ত্রী বললেন—নাও, মেয়েকে আদর দিয়ে মাথায় তোল!

মিঃ মিত্তির বললেন—সে ত আন্যায় কিছু বলল না এমন।

স্ত্রী আর কোন কথা না বোলে মুখখানা লাল কোরে উঠে গেলেন। তাঁর যাওয়ার ভঙ্গীটা দেখে মিঃ মিত্তির একটু হাসলেন।

অরূপ দেশে ফিরল প্রচুর সওদা কোরে। বিয়ের বাজার। দেশের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক আছে। যদিও কোলকাতায় থেকে পড়ত তবু সে কোনদিন ভাবেনি নিজেকে কোলকাতার লোক বোলে। সারাদিনের পড়াশুনা আর ঘোরাঘুরির পর রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের মাঝে সে পেত নিজেকে খুঁজে। তার মন তারা-গুলার সঙ্গে মিতালি কোরে জানতে চাইত কোন তারাটা ঠিক তার দেশের উপর অবস্থান করছে। এই কল্পনা করা যদিও নিতান্ত

হাস্যকর তবুও সে বসে বসে আন্দাজ কোরত। ভাবত হয়ত ঐ তারাটার ছায়া পড়ছে গঙ্গার জলে। যে ঘাটে বসে সে একটা একটা কোরে ঢিল ছুঁড়ে ফেলত গঙ্গার জলে সেই ঘাট যেন তাকে ডাকছে সে শুনতে পেত। দূরের মিলগুলায় আলো জ্বলছে সারি সারি। তাদের ছায়াগুলা দীর্ঘায়িত হোয়ে পড়েছে জলে। ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে সেই ছায়াগুলা থর থর কোরে কাঁপছে। একটা ষ্টীমার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ইঞ্জিনের আওয়াজ কোরতে কোরতে জেটিতে ভিড়ছে। মাঝিদের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে অতি মিঠে-ভাবে। এই সব ছবি রোজই রাতে তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াত।

তাই দেশে ফিরে সে যেন স্বর্গ পেল। এখন তার পড়া শেষ হোয়ে গেছে। কোন তাড়াহুড়া নেই। কারও কাছে উপস্থিত কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কোন বাঁধা পথে অন্ততঃ কিছুদিন চলতে হবে না—এইটাই তার বড় লাভের জিনিষ। বিয়ের কটা-দিনের হুল্লোড় কাটীয়ে দিতে পারলে বেশ কিছুদিন অবিচ্ছিন্ন আরাম আর অবসর উপভোগ করা যাবে। পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা যাবে। দু'একদিন গ্রামেও যাওয়া যাবে। কিছু আবাদি জমি আছে তাদের। কাকারাই এতদিন দেখাশুনা কোরছিলেন। তবু সে বড় হোয়েছে এখন তাকেই সব দেখেশুনে নিতে হবে বৈকি। এই সুযোগে গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানাও যাবে। সহরের বুকে বসে কাগজের মারফৎ আর পার্কের বক্তৃতার দৌলতে গ্রাম সম্বন্ধে কথা শুনে যে ধারণা গড়ে ওঠে তাতে সে সন্তুষ্ট নয় মোটে। গ্রাম বলতে সে শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সিনেমায় দেখা একটা গ্রামের কল্পনা করে না। গ্রামের হাজার অভাব হাজার অপূর্ণতাই গ্রামের আসল ছবি।

সে গ্রাম চেনে—বহুদিন গেছে তবু মনে হয় তার অনেককিছুই বাকী রয়ে গেছে। জানার শেষ নেই। গ্রাম বলতে শুধু একটা দেশের অনগ্রসর অংশ নয়। গ্রাম বলতে গ্রামের মানুষ—অশিক্ষিত অনগ্রসর মানব গোষ্ঠী। তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খাই গ্রামের স্পন্দন বজায় রেখেছে। গ্রামকে চিনতে গেলে বুঝতে গেলে এদের দিকে নজর দিতে হবে সকলের আগে। অরূপ ভাবত আগে, এখনও ভাবে জীবনে যদি এদের মাঝে মিশে সেবা করার সুযোগ পেত সে! কিন্তু অবস্থার বিপাকে তাকে ক্রমশঃ দূরেই চলে যেতে হোচ্ছে।

বেশী বড় নয় তাদের সংসার মা আর এক বোন অমলা। বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর। তিনি ওকালতি কোরতেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাদের অনুভব কোরতে হয়নি বড় একটা। কিছু টাকা বাড়ী আর কিছু ধান জমিও তিনি কর্ম্ম জীবনে কোরে রেখে গেছেন। তাঁর আশা ছিল অরূপও উকিল হোক। কিন্তু অরূপের পাঠদশাতেই তিনি পরলোকগমন করায় অরূপ ওদিকে আর বেশী ঝোক দেয়নি। বিশেষ কোরে তাকে ভাবতে হোয়েছে অর্থাগমের পথ দেখার জন্যে। কলসীর জল গড়িয়ে খেতে গেলে বেশী দিন থাকে না। তাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা দেখতে হবে। তাই এম, এ, পাশ কোরেই সে রোজগারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অবশ্য বিশেষ সুবিধাও কোরতে পারছে না। নিতান্ত কেরাণীগিরি করায় তার মন ওঠেনা। নিজের গণ্ডিকে যেন বড় গুটিয়ে নিতে হয়। ব্যবসা করার রীতি সে জানে না আর জানবার চেষ্টাও নেই সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলের মতই। একটা প্রফেসারীর আশা সে কোরত যতদিন না পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লিষ্টে নামটাকে টেনে উপরে না ওঠাতে

পারাতে সে আশাও তাকে ছাড়তে হোয়েছে। এখন এক বাকী আছে স্কুল মাষ্টারী করা। কিন্তু টাকার দিকে নজর দিতে গেলে তাতেও সায় দেওয়া যায় না। এক যদি শুধু দেশের ছেলেদের মানুষ করব এই মনোবৃত্তি নিয়ে সে ঢুকতে পারে তা হোলেই টিকতে পারবে নৈলে তার মত ছেলে বেশী দিন চেয়ারে আসীন থাকবে বোলে মনে হয় না। এই রকম নানা ভাবের চক্করে পড়ে তার দুতিনটা বছর কেটে গেছে। কিছু কিছু রোজগারও সে যে করেনি তা নয়। তবে সে পথ আকস্মিক ভাবেই তার সামনে খুলে গেছে। সে যে কি করে ঠিক তা কেউ জানে না। সে ত' বলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—কি আর কোরব! শেয়ার মার্কেটে ঘুরছি। অনেকেই ঘোরে—বিচিত্র আর কি। অবিশ্বাস করে না।

অরূপের বাড়ীর সম্বন্ধে বিশেষ ভাবতে হয় না। কাকাদের সঙ্গে যদিও আলাদা হোয়ে গেছে তারা বহুদিন তবু তাঁরাই দেখা শোনা কোরে থাকেন। বাবা বেঁচে থাকতেই বাড়ী ঘর পার্টিশন হোয়েছিল—ঝগড়া বা মুখ দেখাদেখি বন্ধ হোয়ে যাবার পর নয়। আপোষেই কাজ হোয়েছিল। বড় সংসারে একসঙ্গে থাকার সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধাও আছে বৈকি। তুচ্ছ কারণে মুখ গোমড়া কোরে একটা অসন্তুষ্ট আবহাওয়ায় দিন কাটানোর চেয়ে পৃথক হোয়ে হাসিমুখে সদ্ভাবে সময় কাটানর দামও বড় কম নয়। তাই তারা পৃথক হোয়েছিল।

অরূপ দেখল বাড়ী এসে অমলার বিয়ের বন্দোবস্ত সব ঠিক হোয়ে আছে। কাকারাই সব কোরেছেন। তবু সে বড় ভাই তার একটা দায়িত্ব আছে। পাত্র অরূপের অচেনা নয়। অরূপ সম্মতি দিয়েছে। বাড়ী এসে বাকী কাজগুলো সেরে নিতে আত্মীয়দের আনা-নেওয়া

কোরতে আরও দু'তিনটা দিন কেটে গেল। তার পরের কটাদিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল তার হিসেব সে রাখতে পারে নি। শুধু গভীর রাত্রে শুয়ে শুয়ে মার সঙ্গে যখন আলাপ কোরত অমলার বিয়ের সম্বন্ধে তখন সে বুঝতে পারত আজকের দিনটাও কেটে যাবে কয়েক ঘণ্টা পরেই। মা তার নিজের সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা কোরতে ভোলেন না মোটে; উত্তরে সে বলে—বিশেষ কিছু এখনও কোরে উঠতে পারিনি। তবে আশা আছে তাড়াতাড়ি একটা কিছু কোরে উঠতে পারবো। মাকে তবু সন্তুষ্ট কোরতে পারা যায় না। মা জিজ্ঞাসা করেন—তবে টাকা পাঠাস কোথা থেকে?

অরূপ হেসে উত্তর দেয়—জুয়াচুরি কোরে নিশ্চয় নয়। কোলকাতার বুকে আজকের দিনে টাকা উড়ছে মা—ধরতে পারলেই হোল।

মা বল্লেন—সেত বুঝলাম—কিন্তু লেখাপড়া শিখে শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ালেইত' চলবে না। একটা কিছু কর—স্থিতু হোয়ে বস।

অরূপ বল্ল—সেকথা আমিও ভাবছি মা। কিন্তু কি যে কোরব কিছু ঠিক কোরতে পারছি না।

মা বল্লেন—ঠিকত তোকেই কোরতে হবে অরূপ। তোর মাথার উপর কেউত নেই যে পথ দেখিয়ে দেবেন। উনি বলতেন উকিল হবার কথা। তা আর হোল কৈ। কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁর স্বর গম্ভীর হয়ে এল। মৃত স্বামীর উল্লেখে এরকম হয়, তবু তাঁর কথার খাঁজে যেন একটা চাপা অসন্তোষের রেশ ভেসে এল। অরূপ জানে সে উকিল হোলে মাও সুখী হোতেন। কিন্তু সে আর পরল কৈ!

অরূপ বল্ল—ভেবনা মা। আইনের কচকচি কেমন আমার সহ্য হয় না। আমি তোমাদের আশা পূরণ কোরতে পারিনি সেটা আমার লজ্জা। তবু বলছি আমি তোমাদের কথামতই চলব—শুধু ঘুরে ঘুরে

দিন কাটাব না। হয়ত তোমাদের মনের মত প্রচুর রোজগার কোরতে পারব না—বাড়ী, গাড়ী করব, সে স্বপ্ন আমার নেই। টাকাটাই দুনিয়ায় সব নয় মা। আশীর্বাদ কর যেন মানুষের মত সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি।

মা এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। নিঃস্তব্ধতার মাঝে মনে মনে তিনি কি আশীষ বর্ষণ কোরলেন একমাত্র পুত্রের মাথায় তা বোঝা গেল না। তিনি ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন। ঘড়িতে বারটা বেজে গেল।

তিনি বল্লেন—শুয়ে পড় অরূপ রাত হোয়েছে। ভালয় ভালয় হাতের কাজটা শেষ হোয়ে গেলে একটা দায় উদ্ধার হই।

অরূপ শুতে শুতে বল্ল—মাঝেত' আর একটা মাত্র দিন মা।

অমলার বিয়ে হোয়ে গেল। আমোদ আহ্লাদের মাঝেও একটা বিষাদের ছায়া অবশ্য পড়েছিল। সে বিষাদ পিতার অনুপস্থিতির দরুণ। স্নেহময়ী কন্যাকে তিনি জীবনকে পূর্ণতর কোরে প্রকাশ করার প্রারম্ভে যাত্রা সুরু কোরিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না। সেই কাজটা অরূপকেই শেষ কোরে নিতে হোল! তাপর বাঙালীর ঘরের মা মেয়ের চিরন্তন অশ্রু বিসর্জনের পালা। এই অশ্রুর বন্যার মাঝেও একটা পূর্ণতা আছে—বৈশিষ্ট আছে। বাংলার নিভৃত পল্লী থেকে আরম্ভ কোরে সুদূর সহরের বুকেও এই চিত্ত-চাঞ্চল্যের [illegible] সমান ভাবে বয়ে চলেছে! বাংলার পল্লীগীতিতে, ধর্মীয় আলাপে এই সুর যেন অকারনেই বেজে ওঠে। উমার উপাখ্যাণ কারো অজানা নয়।

যাই হোক বিয়ের ব্যাপার চুকে যাবার পর একমাত্র কয়েকজন আত্মীয় ছাড়া আর বিশেষ কোন ঝামেলা নেই! অরূপ নিশ্চিন্ত

হোয়েছে কতকটা। সেদিন বিকালে সে বার হোল প্রাণ খুলে বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা মেশবার জন্য। অরূপ সোজা চলে এল তাদের আড্ডাস্থলে। এই জায়গাটার একটা আকর্ষণ আছে তাদের কাছে। গঙ্গার ধারে একখানি ছোট ঘর। সে ঘর থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়ে মিলেছে গঙ্গার জলে। কোনদিন কোন সহৃদয় ধনী ব্যক্তি তাঁর কোন নিকট আত্মীয়ের নামটাকে স্মরণে রাখার উদ্দেশ্যেই এই জনহিতকর কাজটা কোরিয়ে দিয়েছেন! এর আশ্রয়ে স্নানার্থীরা বিশ্রাম কোরতে পারে। প্রচুর রোদে খানিকটা ছায়া পেতে পারে। বর্ষার দিনে নিজের নিজের জিনিষ নিয়ে নৌকার অপেক্ষায় খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারে। ঘরটার মেঝেয় নির্মাতার গোষ্ঠী পরিচয় শ্বেত পাথরে বড় হরপে কাল কালীর ছাপে লেখা আছে। অপেক্ষমান মানুষের দল সময় কাটানর অবসর সময়ে এই নামগুলো বার বার মন দিয়ে পড়ে। সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের পূর্ব প্রতিপত্তির কথা নিয়ে।

এই ঘাটেই অরূপরা বিকালে রোজ এসে বসে। এখন স্নানার্থীর ভীড় থাকেনা বড় একটা, বিকেলের দিকে কেউ আসেনা। শুধু খেয়া নৌকাগুলো জলের ঢেউএর তালে তালে দুলতে থাকে। আর তার মাঝে বসে বিদেশী মাঝি রাত্রের রান্নায় ব্যস্ত রয়েছে। তার নৌকার গোলুইএর ভেতর ছোট্ট সংসার মেলে সে গৃহাস্থলী কোরছে যেন। মাঝে মাঝে তার রান্নার গন্ধও তাদের নাকে এসে লাগে। এদের কাজ ওপারের মিলগুলায় যে সব লোকেরা কাজ করে তাদের আনা নেওয়া করা। বিকাল ছটার পর আর এদের কোন কাজ বিশেষ থাকে না। গঙ্গার উন্মুক্ত বাতাসে বসে বসে তামাক টানে নয় রামায়ণ খানা খুলে রামের নাম কীর্তনে বিভোর হয়ে থাকে।

একটানা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। ছোট্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ চেতনায় জীবন কাটানর ছবি একখানা!

বন্ধুরা অনুযোগ কোরল—বিয়েত' হোয়ে গেছে কদিন হল, তবু আর বাবুর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না।

অরূপ একটা সিঁড়িতে বসতে বসতে বল্ল—তোমরা বুঝবে কি ? আছ হোটেলে, কত ধানে কত চাল হয় তার হিসেব রাখতেত' হয় না। খবর কি বল তারপর ?

বিনোদ বল্ল—খবর ত' এরপর তোমার কাছে ভাই।

অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল—কিসের খবর চাও ?

বিনোদ বল্ল—এবার বল তোমার বিয়ে কবে হোচ্ছে ?

অরূপ হেসে বল্ল—এইকথা। বিয়েত' আমার হবে না।

পাশ থেকে অধীর বল্ল—কেন, বিয়ে কোরবে না নাকি ?

অরূপ একটু গম্ভীর ভাবে বল্ল—সে কথাত' জিজ্ঞাসা করনি।

বিনোদ বল্ল—তবে আমি কি বল্লাম ?

অরূপ উত্তর দিল—তুমি জিজ্ঞাসা করলে কবে বিয়ে হোচ্ছে। কবে বিয়ে কোরছি তাত জিজ্ঞাসা করনি।

অধীর প্রশ্ন কোরল—কথাটায় বিশেষ প্রভেদ আছে কি ?

অরূপ বল্ল—আছে বৈকি! বিয়ে হওয়া আর বিয়ে করা এককথা নয় নিশ্চয়।

বিনোদ হেসে বল্ল—বেশ ভাই। বিয়ে কবে কোরছ তাই বল।

অরূপ বল্ল—যতদিন না কোরছি তার আগে কি ক'রে বলি বল ?

অধীর বল্ল—দেখ অরূপ, আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই অবিবাহিত রয়ে গেছ।

অরূপ হেসে বল্‌ল—তবে কি আমাকে দল ছাড়া কোরে দিতে চাও ?

বিনোদের পাশে সুধীর বসেছিল এতক্ষণ চুপকোরে। সে বিশেষ কথা বলে না। তবে কোন বিশেষ বিষয়ে যদি কথা বলতে শুরু করে তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ে না। তার মধ্যে সকলের চেয়ে গাম্ভীর্যটা একটু বেশী। আর সে একটু গোছাল ধরণের ছেলে। তাই কোন কিছু অনুষ্ঠান বা ঐরকম কিছু করার সময় সব দায়িত্ব দেওয়া হয় তার ওপরই। সে নারাজ নয় দায়িত্ব নিতে। হাসিমুখে খেটে যেতে পারে—খাটেও। তাই এই দলটার নাম আছে পাড়াতে। এরা যা করে তা বেশ সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবেই করে। তবে সুধীরও একথা জানে সকলের সহযোগীতা না পেলে তার একার ক্ষমতা নেই কোন কিছু সুপরিচালিত করা। সুধীর ওপাশ থেকে অরূপকে উদ্দেশ কোরে বল্‌ল—আর ভাই কেন বাজে ঝা[illegible]য় মাথা ঘামাচ্ছ। তোমায় খুঁজছি কদিন থেকে। সামনেই রবীন্দ্র মৃত্যু বার্ষিকী। একটা অনুষ্ঠান আমাদের হবেই। আমরা কবিগুরুর প্রতি আমাদের ক্লাবের ভেতর সকলে মিলে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব। তাই তোমায় খুঁজছি।

অরূপ বল্‌ল—খোঁজার কি আছে। ঠিক সময়ে যেখানেই থাকি না কেন নিশ্চয় হাজির হব একথা দিয়ে রাখছি!

সুধীর তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—তোমার আসা না আসার জন্য ভারী বয়ে যাচ্ছে কিনা! আসল কথা একটা উদ্বোধন গান লিখে দিতে হবে তোমায়।

অরূপ অবাক হোল—গান লিখব আমি!

সুধীর মুখ ভেঙ্গিয়ে বল্‌ল—না, লিখব আমি! লেখত ভাই কাগজে কাগজে এদের মুখে শুনি। তবে আর কথা বাড়াচ্ছ কেন?

অরূপ বল্‌ল—রবীন্দ্রনাথের আসরে অন্যের গান গাইতে তোমাদের লজ্জা হবে না। বিশেষ কোরে আমার মত নগণ্য লোকের লেখা!

সুধীর বল্‌ল—পুরানো গান দিতে চাইনা। একেবারে নতুন আনকোরা গান গাইব আমরা সকলে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে তাঁরই অর্চনা করাটা কেমন যেন দেখায়!

অরূপ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—তুমি একথা বোলতে পারলে? ভগবানে বিশ্বাস করো?

সুধীর বল্‌ল—করি।

অরূপ বল্‌ল—ভগবানের যখন পূজো কর তখন তাঁরই সৃষ্ট ফল-ফুলইত' তোমার পূজার উপচার হয়। রবীন্দ্র কাব্যে কি এত ঘাটতি ঘটেছে যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটাও গান খুঁজে পেলে না?

সুধীর হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না। সকলেই অরূপের মুখের দিকে তাকাল। তারা দেখল অরূপ যেন চটে গেছে সুধীরের উপর।

বিনোদ বল্‌ল—রাগ কোরছ কেন অরূপ। ও একটা কথার কথা বল্ল। তোমার কথামত রবীন্দ্র সঙ্গীতই গাওয়া হবে।

অরূপ বল্‌ল—আমার কথামত মানে? তোমাদের মত নেই এতে?

সকলেই বল্‌ল—আছে, যথেষ্ট আছে। কথাটা এত সিরিয়াসভাবে আমরা নিইনি।

অরূপ বল্‌ল—সেটা একটা এক্সকিউজ নয় নিশ্চয়। সিরিয়াসনেস্ যার ভেতর নেই তা টিকতে পারে না—কোন ফল দিতে পারে না অন্যকে।

সভা শেষ করে অরূপ বাড়ী ফিরছিল। আলোচনার ছোট ছোট অংশগুলো এখনও তার মনে যাওয়া আসা কোরছে—করেই। রবীন্দ্রনাথের বাণী কবে এইদেশে সফল হোয়ে উঠবে, কে জানে কবে সেই মানুষদলের শুভাগমন হবে যারা এইসব শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশার জোয়ার এনে দেবে—যারা এইসব মূক মূঢ় মুখে ভাষার ধ্বনি তুলবে। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা কোরতে বসলে সত্যিই অবাক হোতে হয়। বিস্ময়াপন্ন মনে এই বিরাট মনিষীর দিকে তাকালে যেন দেশকে খুঁজে পাওয়া যায়, খুঁজে পাওয়া যায় মানব গোষ্ঠীকে। তবু আজ স্বার্থলোভীরা আলোচনা কোরলেও আড়ালে তাকে এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। অরূপ ভাবছিল এসব হয় পরাধীনতার জন্য। স্বাধীনতার উজ্বল আলোকে মানুষের এই ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, ছোট ছোট দলাদলির কলুষ কালিমা দূরীভূত হোয়ে যাবে। এতদিনের এই চাপুনিরও একটা অপরিহার্য ফল আছে—সে ফল অস্বাভাবিকতা আর অসামঞ্জস্যপূর্ণ! তাই কথায় আর কাজে, কাজে আর পদ্ধতিতে মিল থাকে না, শুধু একটা না বোঝাবুঝির ঢেউ ঘুলিয়ে তোলে পরিস্থিতিটা! বানচাল কোরে দেয় পরিকল্পনাকে, হতাশা এনে দেয় নতুন মানুষের মনে যার জন্য তারা পেছিয়ে পড়ে, আর সনাতনপন্থীরা অপূর্বসুযোগে তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী হোয়ে পার করে দেওয়ার বাহাদুরী নেয়! রবীন্দ্রনাথের আদর্শ—বিশ্বমানবিকতার কথা নিয়ে নাড়াচাড়া কোরলেও শুধু নিছক মানবপ্রেমে আজও আমরা উদ্বুদ্ধ হোয়ে উঠতে পারিনি। এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি? আজও সমাজের বুকে নির্বিবাদে সংস্কারের নামে হাজার রকমের অনাচার দুর্বার স্রোতে বয়ে চলেছে—এর গতিরোধ করার কথা চিন্তা কোরলেও অবরোধ করার দায়িত্ব

বড় নিতে দেখা যায় না। কাগজে আর পার্কে শুধু প্রতিবাদ জানানোয় বিশেষ কিছু সুফল পাওয়া যাচ্ছে না তবু আমরা এক পা এগুচ্ছি না কেন? আজ তবু দেশের মাঝে আর এক মহামানবের নেতৃত্বে নিপীড়িত মানুষের দল এগিয়ে চলেছে—মানবীক স্বাধীনতার পথে। তারা মানুষের অধিকার দাবী কোরছে। মিথ্যা জাতিভেদ, গোষ্ঠীর কৌলীন্য—অহমিকা ভেঙ্গে সেই জনস্রোত এগিয়ে চলেছে সমস্ত মানুষকে শুধু মানুষদের দল বলে পরিচিত কোরতে। অরূপ দাঁড়াল পথের মাঝে। মাথা নত কোরে প্রণতি জানাল—মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে। এই মানুষের প্রেরণা একদিন জয়যুক্ত হবেই—এঁর সামাজিক অভিযান যেদিন পূর্ণ সাফল্য পাবে সেদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসার পথে বাধা হোয়ে দাঁড়াবে কে? যেদিন এই দেশের কোটী কোটী মানুষ রুখে দাঁড়িয়ে ব'লবে আমরা ভারতবাসী আমরা ভাই, আমরা মানুষ—আমরা মানুষের জন্মগত অধিকার দাবী কোরছি; সেদিন কে তার এই দাবীর মুখের উপর হাতচাপা দিতে পারবে?

রাত্রে অরূপ যখন বাড়ী ফিরল তখন মা তার হাতে একখানা খাম এনে দিলেন, বল্লেন—তোকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। দুপুরে এসেছিল চিঠিটা। কার চিঠি রে?

অরূপ লেখাটা চিনতে পারল। ছায়াদেবীর লেখা। অরূপ আস্তে আস্তে চিঠিটা খুলল। তার হাতটা যেন অহেতুক ভাবেই একটু কাঁপল, মনটা যেন কেমন একধরণের একটু আনন্দ দোলায় দুলে উঠল। অরূপ হাসল মনে মনে নিজের ওপরই। চিঠি খুলে সে পড়ল।

ছায়াদেবী লিখেছে সে কাল বিকালে আসছে—একলাই। সে যেন ষ্টেশনে থাকে, তার জন্য অপেক্ষা করে। একজায়গায় সে লিখেছে—একটা দুর্বার ইচ্ছাকে কিছুতেই বাগ মানাতে

পারলাম না। দূর দূর যদিও পাড়ি দেবার সুযোগ ঘটেছে তবু কোথাও একলা যাওয়ার আনন্দ পাইনি—তবে একথা ভাববেন না যেন যে আমার সে স্বাধীনতা ছিল না। তাই আপনাদের কাছে গিয়েই আমার হাতে খড়িটা সেরে নেবার মন করেছি।

মা আবার জিজ্ঞাসা কোরলেন—কার চিঠি অরূপ?

অরূপ বল্‌ল—আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত একটী মেয়ের। আমার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অনেকদিন অনেক উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন করেছে ওরা। তাই আসার সময় অমলার বিয়েতে আসার কথা আমি বলেছিলাম।

মা বল্‌লেন—তা আনলিনা কেন সঙ্গে কোরে?

অরূপ বল্‌ল—ওসব বড়লোকদের চাল চলনই আলাদা মা। বলল বিয়ের ভীড়ে গিয়ে আর কি কোরব? তার চেয়ে মাঝে একদিন না হয় ঘুরে আসব। হঠাৎ হয়ত খেয়াল হোয়েছে তাই কাল বিকালে আসছে।

মা জিজ্ঞাসা কোরলেন—কাল বিকালে? একলা আসবে?

অরূপ হেসে বল্‌ল—একলা যাওয়া আসা করে ওরা দূর দূর জায়গায়। এখন আর তোমাদের দিন নেই যে সঙ্গে অন্ততঃ একটা পাঁচ বছরের ছেলে না নিলে পথ চলা যাবে না।

মা বল্লেন—বিয়ে হয়নি নিশ্চয়?

অরূপ বল্ল—এইত কলেজের পড়া শেষ করেছে এরই মধ্যে আসুক না। একজন আজকালকার বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে তোমাদের প্রভেদটা কোথায় একটু হাতে কলমে দেখেই নাওনা মা।

মা বল্লেন—দেখার কি আর আছে বল। আমাদের এই সামান্য সংসারে তার কষ্ট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা তোকেই কোরতে হবে।

অরূপ আশ্বাস দিল—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। সে ভাল মন্দ খেতে আসছে না, আসছে একটা দেশ দেখতে। একটু গ্রামের হাওয়া খাবার সখ জেগেছে তার মনে। মা যেতে যেতে বলে গেলেন —কি জানি বাবা ?

হুগলী ষ্টেশনে অরূপ দাঁড়িয়ে ছিল ছায়াদেবীর অপেক্ষায়। একটা ব্যাণ্ডেল লোকাল ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে ছায়াদেবী নামল ঠিক সময়েই। তার সঙ্গে বিশেষ লাগেজ ছিল না শুধু একটা মাঝারি ধরণের সুটকেশ আর একটা হাত ব্যাগ ছাড়া। কিছু লোক ওঠা নামা কোরল, নামলই বেশী—এই সময়ে কোলকাতায় যারা ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে তারা ফেরে। তাদের চিনে নিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। অনেকের হাতে ছোট গোছের একটা পুঁটুলি—কোলকাতা থেকে রোজের প্রয়োজনীয় জিনিষ ভরা। হাতে একটা ছাতি—আর ময়লা ঘামে ভেজা চেহারা। এর মধ্যে যারা একটু নব্য তারা ছোট হাত ব্যাগ ব্যবহার করে। তার ভেতরে পাওয়া যাবে ছোট টিফিন্ বাক্স—হয়ত দাঁতের মাজন নয়ত সেদিনের পড়া অমৃত বাজার পত্রিকা খানা। তারা এখনও ঝাড়ন হাতে পুঁটুলি নিতে লজ্জা বোধ করে— এখনও পাকা কেরাণী হয়ে উঠতে পারেনি ! অরূপই সুটকেশটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে ছায়াদেবী চল্ল। তারদিকে সকলেই একবার কোরে চেয়ে চেয়ে গেল। যারা একটু নব্য তারা অহেতুক ভাবে হয়ত খানিকটা দাড়িয়ে পড়ল সঙ্গীকে ডাকবার অছিলায় ?

একটা কুলি বল্ল-দিন না বাবু।

অরূপ ইসারায় তাকে চলে যেতে বল্ল।

ছায়াদেবী বল্ল—একটা কুলিই নিন না কেন।

অরূপ উত্তর দিল—তিন পা যদি একটা সুটকেশ বয়ে নিয়ে যেতে না পারি তাহ'লে আর যুবক বলে পরিচয় দিই কেন?

ছায়াদেবী বল্ল—আপনি আমার জন্য কষ্ট স্বীকার কোরবেনই বা কেন?

অরূপ হেসে উত্তর দিল—স্বীকার ক'রছি কষ্ট নয় বোলে।

গাড়ীর আড্ডায় এসে দেখা গেল কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়ী আর সাইকেল রিক্স যাত্রী ডাকছে। এখানে প্রাইভেট মটোর ছাড়া বিশেষ ভাড়াটে ট্যাক্সির ব্যবসা নেই। অরূপ একটা সাইকেল রিক্স ঠিক কোরে নিল।

ছায়াদেবীর দিকে সহাস মুখে তাকিয়ে বল্ল—বেশ হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যাবে উঠে পড়ুন।

ছায়াদেবী গাড়ীতে উঠতে উঠতে বল্ল—যা আপনার ইচ্ছা। গাড়ীতে চড়ে বসল পাশাপাশি—এত কাছাকাছি এই প্রথম। দুজনের মাত্র জায়গা হয় যদি অবশ্য একজন বিশেষ মোটা না হয়। আশার কথা অরূপ আর ছায়াদেবীর মধ্যে কেউই সেই দলে পড়ে না।

অরূপ বল্ল—আপনি আসবেন এ আমি ভাবতেই পারিনি।

ছায়াদেবী বল্ল—কেন, আমিত' আসব বোলেছিলাম।

অরূপ একটু হেসে বল্ল—আমিত' ওটা কথার কথাই ধরে ছিলাম। অনুরোধ ঠেকাতে এরকম অজুহাত অনেকেই দিয়ে থাকে।

ছায়াদেবী আহত হ'য়ে বল্ল—আপনাকে আমি ধাপ্পা দিচ্ছি এটা বিশ্বাস কোরলেন?

কথাটাকে পাশ কাটিয়ে অরূপ বল্ল—আপনি গ্রাম দেখতে চেয়েছেন কিন্তু আমিত ঠিক গ্রামে থাকি না। এটা হুগলী সহর। হুগলী

জেলার সদর বল্লেই হয়। এখানে গ্রামের আমেজ থাকলেও সহরের হাওয়া বইছে বেশ জোরেই। আপনাকে নিরাশ হোতে হবে।

ছায়াদেবী বল্ল—কেন আপনার সঙ্গে গ্রামের দিকে বেড়িয়ে আসব দু' একদিন।

অরূপ উত্তর দিল—দু'একদিনে কিই বা দেখবেন আর আমি কিই বা দেখাব?

ছায়াদেবী ছেলেমানুষের মত বল্ল—কিছু না দেখার চেয়ে অন্ততঃ কিছুটা দেখাত' ভাল!

অরূপ বল্ল—মোটেই নয়। ভাল কোরে না জেনে আন্দাজে বুঝে ওটায় বিপদ সবচেয়ে বেশী। আমিই গ্রাম সম্বন্ধে জানি না কিছু—কিইবা দেখাব আপনাকে। তা ছাড়া এসব জিনিষ দেখান যায় না—দেখতে হয়। এত আর ইডেন গার্ডেন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয় যে ইতিহাসের সূত্র ধরে একে একে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখিয়ে তার একটা ছোট খাট বর্ণনা জুড়ে দেব!

ছায়াদেবী বল্ল—বেশীদিন থাকবার অবকাশ কোথা—আর সুযোগই বা কোথা!

অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল এই প্রথম—কেন দেশে আপনাদের বাড়ী ঘর নেই?

ছায়াদেবী কলকণ্ঠে হেসে উত্তর দিল—দেশ আর কোথা? সবইত' কোলকাতায়।

অরূপ বল্ল—তা হোলে আপনারা একেবারে কোলকাতার লোক?

ছায়াদেবী বল্ল—বাবার মুখে শুনেছি বর্ধমানের কোনগ্রামে নাকি আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ছিল—সে অনেকদিন আগের কথা।

অরূপ বল্‌ল—দেখুনত' আপনাদের এত পয়সা দেশের বাড়ীঘর

যদি বজায় রাখতেন তাহোলে আর আপনাকে এই আক্ষেপ কোরতে হোত না। দেশ আছে—এই কথাটি যদি কোলকাতার কোলাহল মুখরিত নগরে বসে ভাবা যায় তা হোলে কিছুক্ষণের জন্যেও খানিকটা শান্তি পাওয়া যায়। এটা অবশ্য আমার ধারণা।

ছায়াদেবী বল্‌ল—আমার দেশ থাকলে আপনার কথার সত্যাসত্য বিচার কোরতে পারতাম।

সামনে আরো কয়েকখানা সাইকেল রিক্স ছুটছে—ছুটছে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ী—সহরের দিকে। ষ্টেশনটা সহর থেকে বাইরে—নগর গড়ে উঠেছে নদীর ধারে চিরন্তন প্রথাতে। ছায়াদেবী কথার মাঝেও নজর রাখছিল পথের পাশের সব জিনিষের উপরে। কালো পিচ ঢালা রাস্তায় হাল্কা গাড়ীখানা বেশ জোরে ছুটছে। এই গাড়ীতে তার এই প্রথম অভিজ্ঞতা—মন্দ লাগছেনা। স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। সামনের চালক বেচারী ঘেমে নেয়ে উঠেছে। এ তবু ভাল। মানুষ কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে একজনকে দিয়ে নিজেকে বইয়ে নিয়ে যাবে জানোয়ারের মত তার চেয়ে এ অনেক ভাল।

কথার মাঝে পথ ফুরিয়ে এল। একখানা মাঝারি ধরনের দোতালা বাড়ীর সামনে গাড়ী থামল। ছায়াদেবী আশা কোরেছিল স্নিগ্ধ বৃক্ষছায়া ঘেরা একখানা নিরালা বাড়ী। কিন্তু হতাশ হোতে হোল তাকে। এও কোলকাতার মত একখানা বাড়ী অন্য বাড়ীর গায়ে একান্ত মিতালী কোরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দৃষ্টিতে ছায়াদেবীকে নিরাশ হোতে হোল। কোলকাতার বাইরে সমস্ত বাংলা দেশটা পল্লীগ্রাম নয়। কোলকাতার বাইরেও নগর আছে, সহর আছে। অভিজাত পল্লীতে ক্ষুদ্র গণ্ডীঘেরা আবহাওয়ায় ফ্যানের তলায় বসে কফির কাপ হাতে নিয়ে বাইরের লোককে গেঁয়ো বলা যে ভুল সে

ধারণা তার ছিল না! দূর পাল্লার সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বসে সে পাড়ি দিয়েছে। এলাহাবাদ কি আগ্রা বেড়াতে। যতটুকু দেখেছে বাংলাকে তা চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে! তার এই নৈরাশ্যে অপবাদ দেওয়া যায় না নিশ্চয়ই!

অরূপের মাকে ছায়াদেবী প্রণামই কোরল। পল্লীগ্রামের রীতিনীতি কতকটা সে জানে, যদিও তাদের সমাজে সমান সমান ভাবে নমস্কার বিনিময় হোয়ে থাকে। তবু বাংলাদেশের মেয়ের মত পারিপার্শ্বিকতাকে এতটা টপ কোরে মানিয়ে নিতে হয়ত আর কেউ পারে না। মার সঙ্গে কিছুটা সময়েই ছায়াদেবী বেশ জমিয়ে নিল। তাছাড়া মেয়েরা মেয়েদের বড় প্রিয়, এত আপন তারা হোয়ে যায় একটুতে যে ধারণা করা যায় না। যদিও তারা জানে মেয়েদের পরম শত্রু মেয়েরাই। এই বিপরীত অনুভূতি থাকে বোলেই হয়ত প্রথম ধাপে মিশতে একটুও বেগ পেতে হয় না! সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে মনের কপাট খুলতে তাদের মত ওস্তাদ কেউ নেই!

মা বল্‌লেন—বেশ মিশুকে মেয়ে এই ছায়া। ওকে আমার বেশ ভাল লাগছে।

ছায়া স্নান সেরে নিয়ে, রেলের কয়লার কালি ধুয়ে ফেলে মার সঙ্গে বসে বসে গল্প কোরছিল। এই অবসরে অরূপ গিয়েছিল বাজারে কিছু কেনাকাটা কোরতে। ঘরে সম্মানীয়া অতিথি, একটু ব্যস্ত তাকে হোতে হোচ্ছে বৈকি!

অরূপ মার কথার উত্তরে বল্‌ল—এইরে! মনের মিল হোয়ে গিয়েছে যখন তখন নিশ্চয়ই নিন্দে কোরতে বাকি রাখনি?

ছায়াদেবী জিজ্ঞাসা কোরল—মিল হোলেই বুঝি অপরের নিন্দে কোরতে হয়?

অরূপ হেসে উত্তর দিল—মেয়েদের মনের পরিচয় ঐ রকমই কতকটা! অবশ্য সকলের নয়। তারা মনের মত লোক পেলেই আগে যাদের নিন্দে করা যায় সেই কাজটা সেরে নেয়। এখানেত' আমি ছাড়া নিন্দে করবার কেউ নেই।

ছায়াদেবী বল্‌ল—আপনার মা বল্‌ছিলেন অত বড় ছেলে হোয়েছে এখনও কোন কাজ করার দিকে মন নেই, শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কি যে কোরবে তা জানি না।

অরূপ বেশ খানিকটা হেসে বল্‌ল—দেখলেন তো এই অল্প সময়েই আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করা হোয়ে গেছে। দুদিনেই বুঝতে পারবেন আমার দোষ কত।

মা বল্‌লেন—সত্যি কথা সকলের সামনেই বলা যায়। তুইত' আর সত্যি কোরে কোনও কাজ করিস না।

অরূপ বল্‌ল—ঐ কথাটা না বল্‌লে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হোত মা?

মা বল্‌লেন—সংসারের কথা উঠল, তাই কথার পিঠে কথাটা বলতে হোল। ছায়ার বাড়ীর খবর নিলাম, আমার বাড়ীর খবরও দিতে হবে তো!

অরূপ ছায়াদেবীর দিকে চেয়ে বল্‌ল—দেখুন আমার অবস্থাটা! আপনাদের সমাজের মায়েরা ছেলে মেয়েদের গুণগুলোকে বড় কোরে অপরের সামনে ধরার চেষ্টা করেন আর আমাদের মায়েরা খালি দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাই দেখাচ্ছেন অপরকে।

ছায়াদেবী একটু চুপ কোরে থেকে উত্তর দিল—আপনাদের মায়েরা চান আপনারা সত্যিকারের বড় হোয়ে উঠুন তাই তাঁরা দোষটাকে তুলে ধরেন চোখের সামনে শুধরে নেওয়ার আশায়।

অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল—আর আপনাদের ?

ছায়াদেবী হেসে বলেন—সে আপনিও জানেন। আমরা ছোটটাকে বড় কোরে তুলবার চেষ্টা করি যার আড়ালে দোষগুলো চাপা পড়ে থাকে। একদিন ঐ দোষগুলো আত্মপ্রকাশ করে এত হঠাৎ যে তখন আর শুধরে নেওয়ার পথ থাকে না। প্রভেদ এইটুকু !

আলোচনার আসরে পিসিমা এসে বসলেন। বিধবা মানুষ, কিছু দিন হোল এই সংসারে এসে আশ্রয় নিয়েছেন একটী মাত্র ছেলেকে নিয়ে। ছেলেটী ছোট স্কুলে পড়ে। পিসিমা বছরের কয়েকমাস এখানেই কাটাবেন এই আশা নিয়ে এসেছেন। শ্বশুর বাড়ীতে বিশেষ বনিবনা হোচ্ছে না। বাঙালীর সংসার, এমন হোয়েই থাকে। রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই এতক্ষণ যোগ দিতে পারেননি। পল্লীগ্রামের মেয়েদের মন বড় আগ্রহশীল অপরের সম্বন্ধে। ছায়াকে দেখে গোড়া হতেই তিনি অবাক হোয়েছেন। এত বড় মেয়ে কতকটা খৃষ্টান প্যাটার্নের চালচলন। একটু বেশী অবাকই হোয়েছেন তিনি।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ চলল। কোলকাতা সম্বন্ধে। সেখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে যারা আজকাল লেখাপড়া শিখে চাকরি কোরছে। পরিবেশটা বেশ লাগল ছায়াদেবীর। তার সংসারে এমন মিলে মিশে আলাপ আলোচনাটা বড় একটা হয় না। মা বাবার সঙ্গেও যেন কেমন একটা ছাড় ছাড় ভাব, সবাই যেন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—নিজের চারিধারে যেন একটা প্রাকার রচনা কোরে চলে সকলে।

ছায়াদেবী অরূপকে বলল—চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

অরূপ বলল—এখন ? রাত্রি হোয়ে গেছে যে।

ছায়াদেবী বলল—তাতে কি হোয়েছে। মাত্র দুটোদিন তো থাকব। তার মধ্যে সময় আর কতটা।

অরূপকে অগত্যা রাজি হোতে হোল—চলুন তবে।

ছায়াদেবী আর অরূপ রাস্তায় নেমে পড়ল। কিছুদূর চলে এসে ওরা হাজির হোল গঙ্গার ধারে। রাস্তাটা গঙ্গার ধার ঘেঁসেই চলে গেছে। বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে হুগলী ব্রীজকে ঝাপসা ভাবে। একটা গাড়ী যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। তার আওয়াজ আসছে জোরে। গঙ্গার ওপারে চটকল আর কাগজ কলে আলো জ্বলছে সারী সারী।

ছায়াদেবী বল্‌ল—জায়গাটা বেশ। এখানে বসবার জায়গা নেই কোথাও।

অরূপ বল্‌ল—আছে, তবে একটু দূরে। চলুন মাঠে বেড়িয়ে আসি।

পাশ দিয়ে একটা রিক্সা যাচ্ছিল। তাতে উঠে বসল দুজনে। রিক্সা চল্‌ল। বাঁদিকে সদর হাসপাতালকে ফেলে গাড়ী ঘুরল আবার বাঁয়ে। বড় বড় অশথ গাছের তলা দিয়ে চলল রিক্সা। সামনে সারী সারী বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডাটা পড়ে রইল ডান দিকে। লম্বা ব্যারাক বাড়ীটাকে পিছনে ফেলে রিক্সা যখন এগিয়ে গেল তখন ছায়াদেবী জিজ্ঞাসা করল—এটা কি?

অরূপ উত্তর দিল—এটা কোর্ট।

মাঠের মাঝ দিয়ে রিক্সা ছুটে চল্‌ল। ফুটবল খেলার মাঠের মাঝ দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে একেবারে হুগলী কলেজের দিকে। খানিকটা গিয়ে অরূপ আর ছায়াদেবী নেমে পড়ল। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অরূপ ছায়াদেবীকে সঙ্গে নিয়ে আড়াআড়ি মাঠটা পার হোয়ে গেল। মাঠে তখনও ছেলের দল বাদাম চিবুচ্ছে আর গল্প কোরছে। ওরা একেবারে গঙ্গার ধারে এসে বসল একটা বেঞ্চে।

ছায়াদেবী বল্‌ল—দুটোদিন আমি খালি ঘুরব। কাল কোথায় নিয়ে যাবেন বলুন?

অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল—কোথায় যেতে চান আপনিই বলুন ?

ছায়াদেবী বল্ল—চলুন কাল একটা গ্রামের দিকে যাওয়া যাক।

অরূপ বল্ল—বেশ, খাওয়া দাওয়া সেরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব যাতে সন্ধ্যার আগেই ফিরতে পারি।

ছায়াদেবী বল্ল—একদিন গ্রামে থাকলেই বা ক্ষতি কি ?

অরূপ হেসে উত্তর দিল—থাকব কোথা ? সেখানে কে আমাদের চেনা আছে বলুন সে জায়গা কোরে দেবে ? আর চেনা যারা আছে তাদের নিজেদেরই থাকবার স্থান নেই বল্লেই হয়।

ছায়াদেবী জিজ্ঞাসা কোরল—কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে রাতটা থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে না ?

অরূপ বল্ল—পাওয়া যে যাবে না তা কি কোরে বলি। তবে সঙ্গে একজন এতবড় অবিবাহিতা মেয়ে দেখলে অনেকেই অবাক হবে, সন্দেহ কোরবে। এত আর সহর নয় যে হোটেলে গিয়ে উঠব !

ছায়াদেবী বল্ল—তাও তো বটে। তবে ফিরেই আসব।

অরূপ এবার ছায়াদেবীর মুখের দিকে তাকাল ভাল করে। ছায়াদেবীর মুখের ওপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। গঙ্গার ধারে হাওয়া বইছে বেশ জোরে। সেই হাওয়াতে তার আঁচলাটা উড়ে উড়ে পড়ছে। বেঞ্চের পিঠে হেলান দিয়ে বসেছে সে। তার [illegible] যেন আরও সুন্দর হোয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাসের তালে তা[illegible] উন্নত বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে। অরূপ বিস্মিত নয়নে তাকে দেখল।

অরূপ বল্ল—আপনার মন যেন একটা এ্যাডভেঞ্চার করায় মেতে উঠেছে। কিন্তু হতাশ হোতে হবে। একদিনে কিই বা আপনি দেখবেন—শুধু পথের ক্লান্তিটা মনে থাকবে কিছুদিন এই যা।

ছায়াদেবী বল্ল—একথা বলছেন কেন ?

অরূপ বল্‌ল—আপনারা সহরের অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। আপনাদের সখ হয় পল্লী বেড়াতে—প্রয়োজন হয় না! কিন্তু প্রয়োজনটা উপলব্ধি না কোরে যে সফর করেন তাতে সুফল পাওয়া যায় না এইটাই আমার ধারণা।

ছায়াদেবী বল্‌ল—কি আর কোরতে পারি বলুন?

অরূপ হেসে বলল—কিছুই কোরতে হবে না আপনাকে। যতদিন না নিজেকে একেবারে সংসারের মাঝে বেঁধে ফেলছেন ততদিন এরকম সখ জাগায় ক্ষতি নেই।

ছায়াদেবী বল্‌ল—বিয়ের কথা বলছেন, বিয়ের পরও কি এরকম সখ জাগতে পারে না?

অরূপ বল্‌ল—পারে, তবে স্বাধীন ইচ্ছাটা বড় আমল পায় না। আপনারা যতই স্বাধীনতা স্বাধীনতা কোরে চেঁচান না কেন, অন্য মেয়েদের চেয়ে খুব বেশী সেই পথে এগিয়েছেন ব'লে তো মনে হয়না।

ছায়াদেবী ঘুরে বসে প্রশ্ন কোরল—কেন?

অরূপ উত্তর দিল—আপনাদের অভিভাবকেরা সমাজে আপনাদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন বোধ হয় এই জন্যই যে তাঁরা চান তাঁদের মতই কোন সঙ্গী নির্বাচন করুন। তাতে আপনাদের অভিভাবকদের সম্মতি আপনারা পেয়ে থাকেন আর ভাবেন আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছার দাম আছে। কিন্তু একপা পেছনে হঠে একধাপ নীচে নামার চেষ্টা করুন, দেখবেন আপত্তির ঝড় উঠছে!

ছায়াদেবী আবার প্রশ্ন কোরল—তার মানে।

অরূপ হেসে উত্তর দিল—মানে আপনি জানেন। ধরুন মিঃ মিলিটারী ছাড়া যদি কোন মধ্যবিত্ত ঘরের কিম্বা গরীব শিক্ষিত কোন ছেলেকে আপনি বিয়ে কোরতে চান তাতে কি সম্মতি পাবেন?

ছায়াদেবী প্রথমটা হাসল—মিঃ মিলিটারী! বেশ নামটা বার কোরেছেন যা হোক!

তারপর বেশ গম্ভীর হোয়ে ছায়াদেবী বল্‌ল—আমার অভিভাবক-দের আপনি না জেনে মতামত দিয়ে দিলেন। আন্দাজটা সব সময় ঠিক হয় না।

অরূপ বল্‌ল—আপনার কথাটা একটা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ কোরেছি। আপনি ব'লতে শুধু আপনাকেই বোঝাইনি—বলতে চেয়েছি আপনাদের মত মেয়েদের।

ছায়াদেবী বল্‌ল—অরূপবাবু সব মানুষ সমান নয়। আপনি হয়ত ভাবেন মিঃ মিলিটারীই আমার ভাবীস্বামী। কিন্তু কথাটা হয়তো সত্যি নাও হতে পারে।

অরূপ ছায়াদেবীর দিকে চেয়ে বল্‌ল—রাগ কোরলেন? একটা আন্দাজের কথা বোলে ফেলেছি বলে কি মস্ত বড় অন্যায় হোয়ে গেছে?

ছায়াদেবী অরূপের মুখের দিকে তাকাল দুই আয়ত চোখ তুলে। তার সুন্দর এক জোড়া চোখের মধ্যে চাঁদের কিরণ পড়ে ঝকমকিয়ে উঠল। ছায়াদেবী চোখ নামিয়ে নিল। কোন কথা বলল না।

সনাতন দাস ওদেরই প্রজা। অরূপদের যে জমিটা আছে তাই আবাদ করে বথরায়। অরূপ আর ছায়াদেবীকে ঠিক দুপুর বেলায় তার উঠানে ঢুকতে দেখে সনাতন হুকাটা ফেলে একরকম দৌড়ে নেমে এল। অরূপকে সে চেনে। কয়েক বছর আগে দেখেছিল। তাছাড়া সে যখনই সহরে যায় অরূপদের বাড়ীও হোয়ে আসে।

সনাতন প্রণাম কোরে বল্‌ল—ছোটবাবু হঠাৎ এলেন, খবর ভাল?

অরূপ বল্‌ল—খবর ভালই সনাতন। এলাম একটু তোমাদের গ্রাম বেড়াতে, আগে একটু জিরিয়ে নিই। দেখছনা আমাদের অবস্থাটা। সত্যিই ওদের তখনকার অবস্থা দেখবার মত। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে রোদ্দুরে ওরা একেবারে তামাটে হোয়ে গেছে যেন। ঘামে জামা গিয়েছে ভিজে, ধুলোয় কাপড় রাঙিয়ে উঠেছে।

সনাতন ওদের দেখে বল্‌ল—জ্যৈষ্ঠ মাসের একটা হপ্তা কেটে গেল বাবু, তবু জলের নাম নেই। এবার আবার বরাতে কি আছে কে জানে।

কথা শেষ কোরে সে দাওয়ায় উঠে একটা সুন্দর চেটাই ঘর থেকে বার কোরে এনে দিল। একখানা পাখাও এসে হাজির হোল। ছায়াদেবী আগে বসে পড়ল। অরূপ বসলো পাশে। সনাতন একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাতাস কোরতে লাগল।

অরূপ বল্‌ল—এবার বর্ষা হয়নি একেবারে নয়?

সনাতন উত্তর দিল—যা হোয়েছে তাকে বর্ষা বলে না। যা দুচার ফোঁটা জল পড়েছিল তা মাঠের ফাটলেই ঢুকে গেছে—মাটি ভেজাতে পারে নি! কেন পুকুরগুলোর অবস্থা দেখেন নি!

অরূপ বল্‌ল—দেখেছি, হাঁটু ভোর জল আছে কিনা সন্দেহ

সনাতন বল্‌ল—একটু বসুন বাবু, আপনাদের পা হাত ধোবার জল আনি।

সনাতন চলে যাবার পরে ছায়াদেবী বল্‌ল—অরূপবাবু ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে।

অরূপ হেসে বল্‌ল—সে আমি জানি। কিন্তু আপনার খাওয়ার মত জল পাওয়া যাবে কি?

ছায়াদেবী বল্‌ল—কেন, এরা জল খায় না?

অরূপ উত্তর দিল—খায়। কিন্তু সে জল দেখলে আপনি শিউরে উঠবেন হয়তো!

সনাতন জল এনে দিল এক বালতি। ঘোলাটে জল, কয়েকটা পানাও ভাসছে তাতে।

অরূপ বল্‌ল—নিন্‌ মুখ হাতটা ধুয়ে নিন্‌।

ছায়াদেবী জলের চেহারা দেখে বল্‌ল—এখানে কি টিউবওয়েল নেই?

সনাতন বল্‌ল—আছে একটা মাত্তর। সেটা খারাপ হোয়ে পড়ে আছে কয়েক হপ্তা।

অরূপ বল্‌ল—কেন লোকাল বোর্ড সারায় না?

সনাতন একটু হেসে বল্‌ল—লোকাল বোর্ডের কথা বাদ দিন ছোটবাবু!

সেই জলেই কোন রকমে ছায়াদেবী আর অরূপ হাত মুখটা ধুয়ে ফেলল, তবে মুখের ভেতর দিতে ভরসা পেলনা।

জল-হাত-পা মুছে অরূপ বল্‌ল—তুমি এখন কি কোরছিলে সনাতন।

সনাতন বল্‌ল—খাওয়া দাওয়া সেরে একটু তামুক টানছিলাম। আপনারা এই দুপুর রোদে এত কষ্ট কোরলেন কেন মিছে। এখানে দেখবার আর আছে কি। শুধু মাঠগুলো রোদে খাঁ খাঁ কোরছে জলের অভাবে পুকুরের বুকেও ফাটল ধরেছে। আর বাড়ীতে বাড়ীতে অসুখে লোকে ভুগছে।

ছায়াদেবী বল্‌ল—ভুগবে না যা জল!

সনাতন হেসে বল্‌ল—এই জলই পাওয়া যায় না। আবার দুদিন

পরে দেখবেন মাঠ ঘাট জলে টৈটুম্বর হোয়ে উঠেছে। গ্রামের হালই এই রকম।

অরূপ জিজ্ঞসা কোরল—জল খাবেন না?

ছায়াদেবী বল্ল—জল কোথায়?

সনাতন উত্তর দিল—জল আছে বাবু, তবে আমরা ছোট জাত আমাদের হাতে কি জল খাবেন আপনারা?

ছায়াদেবী বল্ল—ছোট জাত? কি জাত তোমরা?

সনাতন যেন লজ্জায় আড়ষ্ঠ হোয়ে উঠল। এতক্ষণ সে যেন নিজেকে ভুলে ছিল। তার একটা বদ স্বভাব কথা পেলে সে আর কিছু চায় না। কিন্তু এই প্রশ্নটা তাকে যেন চাবুক মেরে সচেতন কোরে দিল।

সনাতন মাথা নীচু কোরে বল্ল—আমরা বাগ্দি, চাষ আবাদ আমাদের পেশা।

অরূপ একটুহেসে তাকে সাহস দিয়ে বল্ল—আমরাত' আর তোমার গ্রামের বাসিন্দে নই যে কেউ তোমায় একঘরে কোরবে বা আমায় দুকথা শোনাবে। জল কি কুঁয়া থেকে এনেছ?

সনাতন সাহস পেয়ে বল্ল—মুখুজ্যেদের বাড়ীতে কুঁয়া আছে, সেখান থেকেই খাবার জলটা পাওয়া যায়। আপনারা অপেক্ষা করুন একটু।

সনাতন বাইরে গিয়ে হাঁক পাড়ল—মনো, অ মনোরমা, কোথা গেলিরে?

একটু পরেই সাড়া এল—এই যে, আসি গো।

সনাতন ফিরে এল। বল্ল—মনোরমা আমার মেয়ে, পাশের ঘরে

দুপুরে বসে বসে গল্প কোরছে। ওর মার আবার পাড়া-বেড়ানী স্বভাব। কোথায় আছে তার পাত্তা নেই।

অরূপ বল্‌ল—তোমার ছেলে নেই সনাতন?

সনাতন বল্‌ল—আছে একটা তবে মানুষ হোল না। কোথায় আড্ডা দিচ্ছে কে জানে। সন্ধ্যের আগে তার টিকিটি দেখা যাবে না বাবু।

তাদের কথার মাঝে একটী মেয়ে এসে হাজির হোল এক দৌড়ে। সামনেই দুজন অপরিচিত লোক দেখে একেবারে থ' হোয়ে গেল। একবার দেখে নিয়েই লজ্জায় রাঙিয়ে উঠল।

সনাতন তাকে দেখিয়ে বল্‌ল—এই মনোরমা, আমার মেয়ে। ছায়াদেবী আর অরূপ দেখল মনোরমাকে। মনোরমাকে না দেখে উপায় নেই। সামনে পড়লে দেখতে হবেই। ওরই মধ্যে সুন্দর ব'লতে হবে তাকে। যৌবনের ভরা নদী যেন। একখানা কাপড়ে তরঙ্গের ছলছলানি বাধা মান্‌ছে না। তবু চেষ্টার ক্রটি নেই। নিজেকে আড়াল করার একনিষ্ঠ প্রয়াস!

সনাতন বল্‌ল—বাবুরা এসেছে প্রণাম করো মনো।

মনোরমা দূর থেকেই ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম কোরল। ছায়াদেবী আর পারল না। উঠে গিয়ে দুই হাত দিয়ে মনোরমাকে ধরে নিয়ে এসে পাশে বসিয়ে বল্‌ল—এতটুকু মেয়ে তোমার এত লজ্জা কিসের? আমরা কি বাঘ না ভালুক যে গিলে ফেলব? মনোরমা ছায়াদেবীর কথায় তার দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে ফিক্ কোরে একটু হাসল।

ছায়াদেবী বল্‌ল—যাক হেসেছে। এবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়ায় দিকি।

মনোরমা হরিণীর মত চকিতে ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরেই ঝকঝকে দুটো কাঁসার গেলাসে দু গ্লাস জল এনে হাজির কোরল।

সনাতন হঠাৎ রুখে উঠল মনোরমার উপর।

—এতবড় মেয়ে হোলি কাণ্ডজ্ঞান নেই তোর? মানুষকে শুধু জল দেয় কেউ? ঘরে কি কিছু নেই—এত লক্ষীছাড়া হোয়ে গেছি আমরা?

মনোরমা কোনও উত্তর দিতে পারে না। যেন মস্ত বড় অপরাধ কোরে ফেলেছে। তার ডাগর ডাগর চোখ দুটোয় যেন জল ভরে এল!

অরূপ সনাতনকে বল্‌ল—আমরা জলই চেয়েছি সনাতন, ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।

সনাতন বল্‌ল—মানুষকে জল খাওয়ানো বড় ভাগ্যির কথা ছোটবাবু। আমরা গরীব, আমরা কি আর সমাদর কোরতে জানি।

ছায়াদেবী হেসে বল্‌ল—তোমার কথা শুন্‌লে কে বল্‌বে যে তুমি একজন গ্রামের চাষী। সুন্দর কথা বলত তুমি।

সনাতন হেসে বল্‌ল—কথা কইতে আর শিখলাম কৈ বলুন?

জল খেয়ে অরূপ আর ছায়াদেবী উঠে দাঁড়াল। বল্‌ল—চল সনাতন এবার একটু ঘুরে আসি। খানিক বাদেইত যেতে হবে, পথ অনেকটা। হাঁটতেও হবে কিছুদূর।

এতক্ষণ পরে সনাতনের খেয়াল হোল—কিসে এলেন আপনারা?

অরূপ উত্তর দিল—খালধার পর্যন্ত রিক্সায় এসেছি। সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

সনাতন মাথা নেড়ে বলল—গরমের দিনে গাড়ী আসে বটে

অনেকখানি তবে জল নামলে আর আসতে পারবে না। এই দেখুন একটা ছোট পুল বাঁধলে আরও কত সুবিধা হয় যাওয়া আসার, কিন্তু কে আর করে বলুন। গাঁয়ে কি আর মানুষ আছে!

অরূপ তাড়া দিল—চল এবার।

সনাতন মনোরমাকে বল্‌ল—তুই ঘরে থাক মনো, যাস্ না যেন বাইরে।

মনোরমা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

পথে বেরিয়ে সনাতন অরূপকে বল্‌ল—জানেন বাবু ঐ একটা মেয়ে বড় আদরের বড় অভিমানী। দেখলেন না একটা ধমকানিতে চোখে জল এসে পড়ল। ওর দিকে আমি তাকাতে পারি না বাবু। কপাল পুড়িয়ে এসে ও আমায় জীবন ভোর জ্বালাবে!

ছায়াদেবী বল্‌ল—ওর বিয়ে হোয়ে গেছে?

সনাতন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—সে সব হ'য়ে গেছে দিদিমণি। সারাটা জীবন যে কি কোরে কাটাবে মেয়েটা তাই ভেবে সারা হই আমি।

অরূপ বল্‌ল—কেন আবার বিয়ে দাওনা।

সনাতন বল্‌ল—ইচ্ছে ত করে দিই। আর আমাদের ভেতর রেওয়াজও আছে, কিন্তু এখানে এই অঞ্চলে বড় একটা কেউ বিধবা বিয়ে করে না। তবু আমি ওর দুঃখ সইতে পারি না। ওর বয়সি মেয়েরা যখন সোয়ামির ঘরে যায়, বাপের ঘরে আসে তখন ওর শুকনো মুখ আমায় কাঁদায়, ছোটবাবু, আমার চোখে জল এসে পড়ে ওর সেই মুখ দেখলে।

সনাতন একটু বেশী কথা বলে। তা বলুক। তার কথায়

অন্তরটাও যেন পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হোয়ে ওঠে। সনাতন তার মেয়ে মনোরমাকে ভালবাসে, বড় ভালবাসে।

সমাজের ঝুটো সংস্কারের বাধা কাটিয়ে ওর ভালবাসা কি কোন দিনই স্থান পাবে না?

মাঠের চারিধারে বড় বড় গাছগুলোই সবুজ দেখা যাচ্ছে। বাংলার সবুজ মাঠের চেহারা কিন্তু ছায়াদেবীর নজরে পড়ল না। এখন মাঠের রূপ রুক্ষ, ধূসর। জলের ধারা নামবে যখন তখন আবার সবুজ চেলী পরে মাঠ যেন জেগে উঠবে। তার শ্যামলীমা তখন দেখার মত—বাতাসের দোলায় হেলে দুলে নাচতে থাকবে সারা মাঠখানা। কিন্তু এখনকার এই জমি দেখে সে কল্পনা করা যায় না—কিন্তু তা সত্যি—বাস্তব।

কিছুদূর এগিয়ে এসে একটা কোঠা বাড়ী নজরে পড়ল ওদের। গ্রামটাও বেশী বড় নয়। বেশীর ভাগই চাষী, তবে এদের সঙ্গে কয়েক ঘর বামুন কায়েত ও বাস করে এখানে। তারা মহাজন নয়—জোতদার। খাটে না, খাটিয়ে খায় তারা। তাদের টাকা আছে আর চাষীদের অভাব আছে। এই সুযোগে তারা ব্যবসা চালায়। চাষীর জমির ফসল ঘরে তুলে আনে বকেয়া সুদের তাগিদে। এরূপ গ্রামের নূতন নয়। বহু বহু যুগ ধরে এই ধারা চলে আসছে!

অরূপ জিজ্ঞসা কোরল—এই বাড়ীটা কার সনাতন?

সনাতন উত্তর দিল—জমিদার বাবুর বাড়ী ওটা। তিনি থাকেন না ওখানে, গোমস্তা মুহুরীরাই আছে এখন।

ছায়াদেবী বল্ল—কখনও আসে না?

সনাতন উত্তর দিল—আসে মাঝে মাঝে, দু'একদিনের জন্যে।

অরূপ এবার ছায়াদেবীর দিকে চেয়ে বল্‌ল—এরা যদি ঘন ঘন

আসত দেশে কিম্বা কিছুদিন বাস কোরত গ্রামে তা হোলে পল্লীর শ্রীঅনেকটা ফিরতো। তারা কিছুটা কোরতে বাধ্য হোতেন নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু কোলকাতার বুকে জমিদার আখ্যানিয়ে এরা যখন কোন পার্টিতে কিংবা হোটেলে বসে গ্রীষ্মের দিনে হুইস্কির সঙ্গে সোডা মিশিয়ে সন্ধ্যা-তেষ্টা নিবারণ করেন তখন তাঁরই গ্রামের লোকেরা তেষ্টায় এক ফোঁটা পানীয় জল পায় না। আশ্চর্যলাগে নাকি?

ছায়াদেবী বল্‌ল—এই জন্যেইত জমিদারী প্রথা উঠবো উঠবো কোরছে।

সনাতন বল্‌ল—সে আর কবে হবে। কয়েকজনা বাবু আসেন মাঝে মাঝে স্বদেশীর কথা শুনিয়ে যান। তাঁদের মুখেই শুনে আসছি যার জমি সেই মালিক এই রকম নাকি আইন হবে শীগগিরই।

অরূপ বল্‌ল—আইন কি আর ওমনি হয়? তার জন্য লড়তে হয়। তোমরা মুখ বুজে সহ্য কোরে যাও বলেইত অন্য লোকে তোমাদের ঠকাবার সুযোগ পায়।

সনাতন এবার হেসে বল্‌ল—কিন্তু আপনিত আর আমায় ঠকাননি। আপনাদের জমি করি আরও অন্য লোকের জমিও চাষ করি। এখন এই জমিটা আমি আমার বলব কি কোরে?

ছায়াদেবী বল্‌ল—তার জন্যে একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়ই।

অরূপ বল্‌ল—আমি আমার জমিটার জন্য ভাবি না। আর তাছাড়া ও থেকে আমি প্রতি বছর যা পেয়েছি তাতে কোরে কেনার দাম অনেক দিনই উঠে গেছে। আমি আমার কথাটা বলছি না।

ওরা আরও খানিক ঘুরল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাদের দিকে

চেয়ে দেখতে থাকল। গ্রাম্য বধূরা কেউ বা গরুকে খোঁটায় বাঁধছে কেউবা পুকুর ঘাটে বসে বাসন মাজছে কেউবা অন্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প কোরছে। যে ধারণা, চোখের মাঝে পল্লীগ্রামের যে ছবিটা নিয়ে ছায়াদেবী এসেছিল এখানে তার সঙ্গে এর মিল বড় একটা নেই। এই কি পল্লীর পরিচ্ছন্ন শান্ত শ্রী? এখানে ওখানে নোংরা জমে রয়েছে, গোবরের পাহাড় জমে উঠেছে ঘরের আনাচে কানাচে। পুকুরগুলো যেন মজে গেছে, তবু তাতে দু'একটা হাঁস খাবারের সন্ধানে সাঁতার দিচ্ছে! ছোকরার দল গুলতানি কোরছে গ্রাম্য বোকামিত! এই সব দেখে ছায়াদেবী একেবারে চুপ হোয়ে গেল। রোদটা একটু কমে আসছে, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে বিকালের দিকে। ওদের এবার ফিরতে হবে। গরমে ওদের আজকের দিনটা কষ্ট কম হোল না।

অরূপ বলল—এবার ফেরা যাক কি বলুন?

ছায়াদেবী বল্‌ল—চলুন।

ওরা ফিরে এসে দেখল সনাতনের বউ ফিরেছে। শুধু ফিরেছে নয়। সে ওদের জন্য পরিষ্কার কলাপাতায় কলা, পাকা পেঁপে কেটে সাজিয়ে রেখেছে। সনাতনের বউ নিতান্ত সাধারণ মেয়েমানুষ। তার মাঝে এমন কিছু নেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ কোরতে পারে। সনাতনের পিড়াপিড়িতে ওদের খেতেই হোল। পাশে বসে বসে মনো বাতাস কোরে গেল। এরা অভাবী হোতে পারে, কিন্তু অতিথির পরিচর্যায় এমন আন্তরিকতা দেখায় যে তাদের আয়োজনের অপ্রচুরতা ঢাকা পড়ে যায় তার আড়ালে।

আসার সময় ছায়াদেবী মনোরমাকে হাত ধরে খানিকটা

আদর জানাল। মনোরমা একটাও কথা বল্‌ল না কিন্তু শুধু হাসল। ওর সেই মিষ্টি হাসিটা বোধ হয় ছায়াদেবীর বহুদিন মনে থাকবে। ভবিষ্যতে যখন গ্রামের কথা উঠবে, গ্রামের হাজার ঐশ্বর্যের কথা মনে জাগবে তখন এই হাসিটাই হয়ত তার মনে পড়বে!

পথ চল্‌তে চল্‌তে অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল—কেমন দেখলেন এই গ্রামটা!

ছায়াদেবী বল্‌ল—ভাল কোরে আর দেখতে পেলাম কই। এত শুধু চোখ বুলান হোল।

অরূপ বল্‌ল—আসল গ্রামের চেহারা কিন্তু এ নয়। আজকের গ্রীষ্মদিনের গ্রামের যে দৈন্য, নিরাভরণ রুক্ষ মূর্ত্তি আপনি দেখলেন তাই বর্ত্তমানের পল্লীর অবস্থা। কিন্তু বর্ষার দিনে পল্লীর মাঠ যখন পরিপূর্ণ হোয়ে ওঠে, শস্যে ফসলে সে আর একরূপ দেশের। দেশের সেই ঐশ্বর্যময়ীরূপ চিরস্থায়ী হোতে পারে শুধু দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সহানুভূতি বর্ধনে।

ছায়াদেবী যেন অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌ল—পরাধীনতা আমাদের আজ কোন অবস্থায় এনে হাজির কোরেছে তা গ্রাম না দেখলে ঠিক বোঝাই যায় না। এই আমাদের সুজলা সুফলা বাংলা দেশ! লোকে জল পায় না তৃষ্ণার, আকাশের দিকে চেয়ে দিন গোণে বর্ষার। বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা!

অরূপ কোনও উত্তর দিল না। শুধু একটু হাসল। ওরা চলতে থাকল। ছায়াদেবীর হাইহিল তাল ঠিক রাখতে পারছে না—অসমান রাস্তার বুকে। অরূপের হাসি বোধ হয় ঐ হাইহিলের প্রতিই!

বাড়ী ফিরে ওরা চাঙ্গা হোয়ে উঠল পরিস্রুত জলের সংস্পর্শে এসে। অরূপের মা ছায়াদেবীকে কাছে বসিয়ে হাওয়া কোরলেন কিছুক্ষণ। ছায়াদেবীর আপত্তি কোনও কাজে এল না। তিনি বললেন—সহুরে মেয়ে তুমি, এত কড়া রোদে টো টো করে ঘুরে এলে। শরীর খারাপ না হয় সেই আমার কামনা।

ছায়াদেবী হেসে বল্‌ল—শরীর যদি খারাপই হয় তা হোলে?

মা বল্লেন—আমার নাম খারাপ হবে যে। দুদিন বেড়াতে এসে অসুখ নিয়ে যাবে, যে বড় দুঃখের কথা মা।

অগত্যা ছায়াদেবীকে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়ে তবে তিনি স্নানের ঘরে যেতে দিলেন। নিজে সামনে বসিয়ে বেশ ভাল কোরে সরবৎ খাইয়ে তবে তিনি উঠে গেলেন।

রাত্রি বেলার খাওয়া সেরে অরূপ আর ছায়াদেবী বসেছিল বারান্দায়। বেশ মেঘ কোরে এসেছে আকাশে। হয়ত :ঝড় উঠবে। দক্ষিণে মেঘ হোলে নিশ্চিত হ'তে পারা যেত অনেক পরিমাণে কিন্তু মেঘটা উঠছে পূর্ব দিক থেকে। ওরা গল্প কোরছিল।

অরূপ বল্‌ল— আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যদি মনে কিছু না করেন।

ছায়াদেবী বল্‌ল--বলুন। মনে করা করির আর কি আছে বলুন?

অরূপ বল্‌ল—ভবতোষ বাবুকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

ছায়াদেবী হেসে বল্‌ল—এই কথাটা ঠিক এই ভাবেই কদিন আগে মিঃ মিলিটারী আমায় জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন।

অরূপ বললে—কি উত্তর দিয়েছিলেন ?

ছায়াদেবী বললে—বলেছিলাম ওনার মত বেশী সম্পাদক দেশে নেই এইটাই আমাদের সৌভাগ্য।

অরূপ বললে—সেই কথাটাই আপনাকে বলব বলে এই কথাটা তুলেছি। একদিন আপনাকে বোলেছিলাম কেন আমি সব কথা পরিষ্কার কোরে বলি না পরে বোলব।

ছায়াদেবী বললে—সেদিনের প্রতিক্ষায় তো আমি আছি।

অরূপ বললে—আপনি জানেন বোধ হয় ভবতোষ বাবুর সহকারী আমার বন্ধু। সেই আমায় উপদেশ দিয়েছিল কোন মেয়ের সাহায্য নিতে। তার কথাটায় আমি হেসেছিলাম প্রথমে। পরে আপনার সঙ্গে সেই দিনই দারুণ তর্ক হোয়ে গেল। আপনি বললেন—আমরা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে ছোট নই। আমরা পুরুষের কাছে কোন প্রেফারেন্স নেওয়াটাকে লজ্জাস্কর বলে মনে করি। আর তাছাড়া আপনি আমায় খোঁচা দিতে শেষে এই কথাটাও বোলেছিলেন যে—আমার ভেতর এমন কিছু নেই যার জন্য আপনি কিছুটা অন্ততঃ আগ্রহান্বিত হোতে পারেন।

ছায়াদেবী মাথা নীচু করে বললে—গতদিনের কথা আলোচনা নাইবা করলাম আর।

অরূপ বললে—আপনাকে বিদ্রুপ কোরতে বা লজ্জা দেবার জন্যে বলছি না কথাগুলো। আপনার সেদিনের কথার উত্তরে আমি কি বোলেছিলাম আপনার মনে আছে ?

ছায়াদেবী হেসে বললে—আছে। বোলেছিলেন, মানুষের জীবনে এমন অনেক জিনিষ অচেনা থেকে যায় যাদের কল্পনাও তারা কোরতে পারে না। বোলেছিলেন, নিজেদের সব দিক দিয়ে প্রগতিশীল আর

পরিপূর্ণ মনে করেন আপনারা কিন্তু জানেন না আপনাদের দৈন্য কোথায়। আপনাদের এই তথাকথিত পরিপূর্ণতা কত ভঙ্গুর তা যদি জানতে পারেন সেদিন দেখবেন শুধু পয়সাই মানুষের সব নয়!

অরূপ হেসে বল্‌ল—আমরা তর্ক কোরতে গেলে কি রকম ব্যক্তিগত আক্রমণ সুরু করি দেখুন!

ছায়াদেবী বল্‌ল—ওদুর্বলতা অনেকেরই দেখা যায়। আসল কথা বলুন।

অরূপ বলল—সেদিনের সেই উত্তপ্ত আবহাওয়ায় আমি আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম সহযোগীতা করবার জন্যে। আপনি রাজি হোয়েছিলেন মান বাঁচাতে। সেই দিনই আমাদের নতুন পরিচয় সুরু হোয়েছে। আমরা স্বেচ্ছায় যে বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়েছি জানি না কবে তা থেকে মুক্তি পাব!

ছায়াদেবী বলল—মুক্তির আর কি আছে! মুখের কথায় বন্ধুত্ব গড়ে উঠে অন্তরে যদি তার দাগ না দিয়ে যেতে পারে সে বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দিতে কতটাই বা সময় লাগে!

আবহাওটা কেমন যেন ভারী মনে হোচ্ছে। ঝড় ওঠার আগে হাওয়া বোধ হয় বন্ধ হোয়ে গেছে। গরম হোচ্ছে বেশ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। বাজ পড়ার আওয়াজও আসছে দূর থেকে।

অরূপ বলল—ঐ ভবতোষবাবুই যদি আমায় নিরাশ না কোরতেন তা হলে আমাদের আলাপ বোধ হয় আর বেঁচে থাকত না।

ছায়াদেবী বল্‌ল—ভবতোষ বাবু নিরাশ করেছিলেন?

এবার অরূপ হেসে বল্‌ল—সেইজন্যেই তো আপনার সঙ্গে চুক্তি কোরে সেই লেখাই পাঠিয়ে দিলাম ওনার কাছে আপনার হাত দিয়ে। দেখলেনত' অনেকেই প্রেফারেন্স দেয় কি না?

ছায়াদেবী বলল—আমিত' কোন করুণা পাবার আবেদন করিনি ?

অরূপ হেসে বল্‌ল—একথার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। আশা করি এর উত্তর ভবতোষ বাবুর কাছ থেকেই পাবেন।

বেশ রাত হোয়ে গেছে। অরূপ চলে গেল। ছায়াদেবীর মনটা যেন ভাল লাগছে না। কিছুক্ষণ পায়চারী কোরল। মেঘ কেটে যাচ্ছে। যাও একটু বৃষ্টির আশা ছিল তাও চলে গেল। ছায়াদেবী একপাশে দাঁড়াল কিছুক্ষণের জন্য। তার মনে ভেসে উঠেছে ভবতোষ রায়ের চেহারা। এই লোক তাকে এতটা উৎসাহিত কোরল, কেন প্রথমে! কেনই বা বিমুখ কোরল অরূপ বাবুকে? তার আপাদ মস্তক জ্বালা কোরতে লাগল!

সমরেশ সেন সেদিন সকালে এল ছায়াদেবীর বাড়ী—বেলা তখন প্রায় দশটা। ওপরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে একেবারে হাজির হোল ওদের অন্দর মহলে। একটা ঘরে ঢুকে সে দেখল মণিকুন্তলা কোথায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে, তার ব্যাগ ভর্তি কোরছে কতকগুলো প্যাকেট দিয়ে।

সমরেশ বল্‌ল—বাড়ী যে একেবারে খাঁ খাঁ কোরছে। এরা সব গেলেন কোথায়?

মনিকুন্তলা বল্‌ল—আসুন সমরেশদা. আপনার কথাই হঠাৎ এই মাত্র মনে পড়ল। যাই হোক, বাঁচবেন অনেকদিন। এঁরা সকলে বেরিয়ে গেছেন আর চাকর বাকরেরাও নীচে কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

সমরেশ বসে বল্‌ল—তাত বুঝলাম। কিন্তু বেশীদিনত বাঁচতে চাইনা মণি।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—জীবনে এত বীতশ্রদ্ধ হোলেন কবে থেকে?

সমরেশ পাইপে জোরে টান দিয়ে বল্‌ল—যেদিন থেকে বুঝতে পারলাম আমি বাঁচতে চাই!

মণিকুন্তলা কাজ শেষ কোরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—আপনার সঙ্গে আমার এখন লম্বা আলাপ করার সময় নেই। আমরা আজ শ্রীরামপুরে যাব। সেখানে একটা সভার আয়োজন আছে আজকে। চলুন না আমার সঙ্গে।

সমরেশ কি যেন একটু ভাবল, জিজ্ঞাসা কোরল—দিদি কোথায় তোমার?

মণিকুন্তলা উত্তর দিল—দিদিত দুদিন হোল তার বন্ধুর বাড়ী গেছে।

—কোথা?

—হুগলীতে।

—একা?

—তা ঠিক জানি না।

—ওঃ। চল তোমার সঙ্গেই ঘুরে আসি। কখন যাবে?

—একটু পরেই যাব।

—বারে, না খেয়ে কোথায় যাব! সে ব্যবস্থা সেখানে আছে?

—সে ব্যবস্থা এখানেই সেরে ফেলুন না কেন। আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই। তবে বাড়ীতে একটা খবর দিলে হোত না?

—সময় বেশী হাতে নেই। যাবার পথে নেমে খবরটা দিয়ে দেওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা খাওয়া সেরে নিল। সমরেশকে অবশ্য স্নানটা কোরতে হোল। ঠাকুর মণিকুন্তলার জন্যেই তাড়াতাড়ি আয়োজন কোরেছিল। নৈলে এ বাড়ীতে এত সকালে ভাত পাওয়া যায় না। ওরা বেরিয়ে পড়ল। পথে নেমে সমরেশ আর খবর

দেওয়ার প্রয়োজন মনে কোরল না। এ আর নতুন নয় তার জীবনে। একটা রাত বাইরে কাটিয়ে এসেও যে কোনদিন কৈফিয়ৎ দেয়নি সে কি না একবেলার জন্যে খবর দিতে যাবে!

ওরা এসে হাজির হোল রাজীবদার বাড়ী। সেখান থেকে সকলে মিলে প্রস্তুত হয়ে ওরা যখন সদলে যাত্রা কোরল তখন বারটা বেজে গেছে। সুমরেশকে দেখে রাজীবদা হাসলেন—সম্বর্ধনার হাসি!

বেলা ৩টায় সভা আরম্ভ হোল। সভাস্থল লোকে ঠাসা হোয়ে গেছে। মজুর আর কৃষকই বেশী, ছাত্র ও সাধারণ শ্রেণীর লোকও বড় কম নয়। দেশের অনেক বড় বড় নেতা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। সত্যিই আজ আমরা স্বাধীনতার দ্বারদেশে সমুপস্থিত। আমাদের স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত হোতে হবে। মনে প্রাণে অতীতের গ্লানি ক্লান্তি জড়তা ছেড়ে আজ মানুষ বোলে উন্নত মস্তকে বিরাট দায়িত্ব নেবার জন্যে প্রস্তুত হোতে হবে প্রত্যেককে।

এই সভাতে রাজীবদা এসেছেন একটা বক্তৃতা কোরতে। অনেকের পরে তিনি কিছু বলার সুযোগ পেলেন। তাঁর সঙ্গীরা বসে রইল দর্শকদের মধ্যেই। রাজীবদা বললেন—আমার যা বলার আমি তা বোলব দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে। যে সম্প্রদায়কে আমরা সমাজের মেরুদণ্ডের সঙ্গে তুলনা কোরে থাকি। এদের কাছেই আমার নিবেদন! আজ পরাধীনতার শৃঙ্খল খুলে যাচ্ছে বোলে আমরা শুনছি। আমরা একটা বিরাট পরিবর্তনের অপেক্ষা কোরছি। এই পরিবর্তনের মুখে আমি কিছু বলতে চাই আমার দেশবাসীকে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দেশের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পালন কোরতে হয়। অথচ আজ সেই

সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত—তারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না এগিয়ে চলার। ওপর তলায় যারা আছে তাদের স্বচ্ছলতার চেহারা তাদের প্রলোভিত করে আবার যারা নীচে আছে তাদের দারুণ দৈন্য মূর্তি তাদের হতাশ ক'রে ভয় দেখায়! এই দোটানার মধ্যে পড়ে তারা নিজেদের টানাটানির অবস্থায় সুখী না হোয়ে ওপরে উঠার চেষ্টা করে। এই প্রলোভনের পথে পা বাড়ানোই তাদের ভুল। যে দেশে আজ যে অবস্থায় আমরা আছি সেই অবস্থায় সকলে প্রচুর স্বচ্ছলতা পেতে পারে না। তার জন্য প্রচুর পরিবর্তনের প্রয়োজন। তাই হঠাৎ সুখী হওয়ার জন্যে, বড় লোক হওয়ার জন্যে, প্রতিপত্তিশালী হওয়ার জন্যে তারা যে পথটা ধরে প্রায়ই সেই পথে তাদের প্রতারিত হোতে হয়, তাদের কাছেই যাদের দলে তারা মিশতে চাইছে! আজ শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলবে না, ভাবতে হবে সকলের কথা—আমরা সকলে মিলে এক। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজও পথ ঠিক কোরতে পারছে না; তারা আজও সমব্যথী বোলে গরীব চাষী মজুরদের দলে টেনে নিতে পারছে না। অথচ অর্থশালীদের প্রতি প্রচুর অভিযোগ মনে পুষে রেখেও তারা তাদের দিকেই চেয়ে রয়েছে রোষকষায়িত নয়নে। শুধু কথার দিন আজ নয়—কাজের দিন। আসুন জাতিভেদ—ছোঁয়াছুঁয়ির নোংরামি কাটিয়ে মিথ্যা বিত্তার অহমিকা ছেড়ে দেশের জনসাধারণের মাঝে। আপনাদের পথ সেখানেই রয়েছে যেখানে সকলে মানুষ বোলে নতুন সমাজ গড়তে পারবে, যেখানে বর্ণহিন্দু কিংবা তপশীলিতে প্রভেদ থাকবে না, যেখানে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস কোরতে পারবে। এই পরিবর্তন আনতে হোলে আপানাদেরই সচেষ্ট হোতে হবে। কায়েমীস্বার্থ বড় লোকেরা আসবে না এগিয়ে আর নীচুতে রয়েছে যারা তারা অশিক্ষিত, তারা সরল।

এদের সাথে কোরে আপনাদেরই আজ এগিয়ে যেতে হবে মানবিক উন্নতির পথে।

এরপর আরও অনেকে বলে গেলেন দেশে কংগ্রেসের আদর্শে কি রকম ধারা রাষ্ট্রগঠন হবে। শ্রোতার দল গরম সহ্য কোরেও বসে বসে শুনতে লাগল। তাদের মনে এসেছে নতুন তেজের জোয়ার—সেই শক্তির দীপ্তি ফুটে উঠছে তাদের চোখে মুখে। এই জনতার দাবী যদি সবকিছু সামাজিক অত্যাচারের অবসান চায়, তাহোলে তাকে ঠেকাবে কে। আজ সমাজ দ্রুত চলেছে বিবর্তনের পথে।

মিটিং শেষ হবার আগেই সমরেশ মণিকুন্তলাকে তাগিদ দিল ফেরার জন্য।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—তা কেমন কোরে হয়। একসঙ্গে এসে আলাদা যাওয়া?

সমরেশ বল্‌ল—গরম আর সহ্য হোচ্ছে না। তোমার যদি বিশেষ কাজ থাকেত তুমি থেকে যাও। আর মতামত যদি [illegible] হয়ত বল আমিই রাজীবদাকে বল্‌ছি।

মণিকুন্তলা এবার বল্‌ল—সত্যিই গরমটা বড় [illegible] চলুন রাজীবদাকে বলে চলে যাই।

রাজীবদা সমরেশকে বললেন—কিন্তু আপনার সঙ্গে এ[illegible]দিনও ভাল কোরে আলাপ হোল না! আসুন একদিন।

—আসব বৈকি। নিশ্চয়ই আসব।

ওরা ষ্টেশনে এসে হাজির হোল। গাড়ীর কিছু দেরী আছে। দুটো টিকিট কাটল সমরেশ সেকেণ্ড ক্লাশের। লোকাল ট্রেনগুলোয় বড় ভীড় হয় বিকালের দিকে। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সমরেশ পাইপ

খরিয়ে নিল। তার মিলিটারী পোষাকের দিকে অনেকেই তাকাল। তাকে ঠিক বাঙালী বলে মনে হয় না এই পোষাকে। সঙ্গে বাঙালী তরুণী থাকাতে অনেকের দৃষ্টি পড়ল তার দিকে। নৈলে মিলিটারী আজকের দিনে এমন কিছু দেখবার বস্তু নয়।

কিছু পরে ট্রেন এসে থামল ওরা একটা খালি কামরা দেখে উঠে পড়ল। আগে সমরেশ পরে মণিকুন্তলা। সমরেশ গাড়ীর ভেতরটা ভাল কোরে লক্ষ্য করেনি। মণিকুন্তলা ভেতরে এসেই জোরে বল্‌ল—আরে দিদি! তুমি এখানে?

সমরেশ এবার পিছন ফিরে দেখল—ছায়াদেবী এক ভদ্রলোকের পাশে বসে রয়েছে। ভদ্রলোক তার অচেনা নয়—একেই সে দেখেছিল একদিন সাহিত্য বাসরে।

সমরেশ বল্‌ল—ছায়া তুমি ফিরছ নাকি?

ছায়াদেবী বল্‌ল—হ্যাঁ! এঁর বাড়ীতেই গিয়েছিলাম বেড়া[illegible] দুদিন। আপনারা কোথা থেকে?

কথার মাঝে অরূপ দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার কোরল সমরে[illegible]কে। সমরেশ তাচ্ছিল্যভরে নমস্কার ফেরত দিল।

মণিকুন্তলা উত্তর দিল—আমরা একটা সভায় এসেছিল[illegible]।

ওরা সকলেই বসল। গাড়ী চলতে সুরু কোরেছে। আলাপ জমতে পারল না কিন্তু। সমরেশ কিম্বা ছায়াদেবী ভাবেনি এই রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। সমরেশ তীক্ষ্ণ ভাবে তাকাল ছায়াদেবীর দিকে। ছায়াদেবী বসে আছে জানালা দিয়ে দৃষ্টিটা বাইরে রেখে। জোর হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছে। তার মনের ভাবের কোন ছবি পড়েনি সেই মুখে। তবু মনে হচ্ছে সে যেন এই পরিস্থিতিটা এড়িয়ে যেতে চাইছে। মণিকুন্তলা এই চুপ চাপ ভাবটা

আশা করেনি মোটে। সে বার কয়েক এর ওর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। অরূপ বসে আছে আগের মতই, সোজা ভাবে। সমরেশ তার দিকে দেখল আর একবার।

সমরেশ প্রথমে অরূপকে বল্‌ল—আপনি এরই মধ্যে ছায়াদেবীর বন্ধু হয়ে উঠলেন, অথচ আমায় বাদ দিলেন কোন অপরাধে ?

অরূপ বলল—অপরাধ বলছেন কেন! আমারই সুযোগ হোল না আপনার মত লোকের সাথে পরিচিত হোতে।

সমরেশ সোজা ভাবেই জিজ্ঞাসা কোরল—আপনা... পরিচয়টা হোল কবে ?

অরূপ একটু বিব্রত বোধ কোরল—সেত আপনি জানেনই।

ছায়াদেবী ওদের কথার আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকিয়েছে। সমরেশের কথা বলার ধরণে সে বেশ বিরক্ত হোচ্ছে তা আর চাহনি দেখলে বোঝা যাচ্ছে।

পথ অল্প—গতি বেশী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ ওদের হাওড়ায় হাজির কোরে দিল। ওদের মধ্যে আর বিশেষ কোন কথা হয় নি।

প্ল্যাটফর্মে নেমে অরূপ ছায়াদেবীকে বলল—আপনি এঁদের সঙ্গেই যাবেন নিশ্চয়, আমি তবে চলি।

ছায়াদেবী গম্ভীরভাবে শুধু বল্‌লেন—আসুন।

অরূপ সোজা চলে গেল। যাবার সময় সমরেশকে একটা নমস্কার জানাতে ভুল্‌ল না।

ট্যাক্সিতে বসে ছায়াদেবী বলল মণিকুন্তলাকে—আজকাল বুঝি তুই সমরেশদাকেও ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস।

মনিকুন্তলা বলল—কি আর করি বল ? সমরেশদা আজকাল

কেমন যেন দল ছাড়া গোছ হোয়ে গেছে—তাই ওনাকে নতুন দলে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরছি।

—পারবি এ বিশ্বাস আছে ?

সমরেশ মাঝ পথে উত্তর দিল—এ অনধিকার চর্চা হোচ্ছে কিন্তু।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—আমি পারব কি না জানি না। তবে এ বিশ্বাস আমার আছে যে মানুষ যদি সত্যিকার মন নিয়ে এদিকে আসে তবে সে আর ফিরতে পারে না।

ছায়াদেবী বল্‌ল—দেখা যাক! ওনার মত বিত্তশালী লোক যে হঠাৎ সৌখীনতা ছেড়ে দিয়ে গরীবদের সেবায় নামবেন এটা আমি ভাবতে ও পারি না!

সমরেশ বল্‌ল—আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা বড় সীমাবদ্ধ ছায়া।

ছায়াদেবী বল্‌ল—মানুষকে জেনেই ত' ধারণা জন্মায়।

এর উত্তর আর কেউ দিল না। সমরেশ হতভম্ব হয়ে রইল একটু। বাড়ীতে এসে সমরেশ আর ছায়াদেবী বসল একটা ঘরে। মণিকুন্তলা চলে গেল নিজের কাজে।

সমরেশ বল্‌ল—তোমার আমার কয়েকটা কথা আছে বলার।

—বলুন।

—তুমি যে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে তা আমি ভাবতে পারিনি।

—কিসের লুকোচুরি খেলা!

—অরূপ বাবুর সঙ্গে তোমার বহুদিনের আলাপ আছে নিশ্চয়ই। তা কিছু মন্দও নয়। আমার কোন আপত্তি নেই তাতে। তবু আমার কছে সেটা গোপন কোরলে কেন ?

—সব কিছুত' আর সকলের কাছে প্রকাশ করা যায় না!

—ওঃ। তবে আমি কী এই ধারণা কোরব যে তুমি এই গোপনীয় মানুষটির জন্তেই আমার চাওয়ার কোন মূল্য দাও না!

ছায়াদেবী এবার একটু হেসে বল্‌ল—আপনার ধারণা করার ওপর আমার কোন হাত নেই, তবে এতটা যে সন্দিগ্ধ আপনি তা আমি জানতাম না।

ছায়াদেবীর এই হাসি মুখে কথা বলার ধরণটা সমরেশের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল যেন! সে বল্‌ল—তোমার ওপর আমার কোনও জোর নেই। তবু ভেবেছিলাম তোমার ব্যবহারে, যে ভালবাসলে ভালবাসা বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। অনেকে এরকম কথা বলেও শুনেছি।

ছায়াদেবী সমরেশের চোখে সোজা তাকিয়ে বল্‌ল—আপনি কোন দিনই আমাকে ভালবাসতে চান নি বা পারেন নি।

—কি কোরে বুঝলে?

—বুঝলাম? বুঝতে পারা যায় বৈকি। আপনাদের মত সৌখীন সমাজের বহু ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাদের আমি জানি —তাই চিনিও। আপনি বিত্তশালী, আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী বা সুরূপা মেয়েকে সেই অর্থ দেখিয়ে নিশ্চয়ই আপনি সহচরী হোতে রাজী করতে পারতেন—বিয়ে কোরেই অবশ্য। কিন্তু আমি জানি রূপের প্রয়োজন আপনার কাছে খুব বেশী নয় কারণ সে জিনিষ আপনি বহু দেখেছেন, আপনি কি চান বলব?

সমরেশ বল্‌ল—যথেষ্ট অপবাদ ত' দিচ্ছ! বলই কি আমি চাই।

ছায়াদেবী বল্‌ল—আপনি ভালবাসেন আমার নামটাকে। আজও বড় হওয়ার মোহ আপনার আছে।

সমরেশ বল্‌ল—থাকেই যদি ক্ষতি কি? ভালবাসাটা আমার পক্ষে খুব কি অন্যায়?

ছায়াদেবী বল্‌ল—ভালবাসার বিচার চলে না যদিও তবু পাত্র বিশেষে তার বিচার কোরতে হয় বৈকি! আমি যদি আমার পরিচয় পরিষ্কার কোরে বলি তাহ'লে আপনি নিজে থেকেই আর আমায় ভালবাসতে চাইবেন না কিন্তু!

—সব জেনেও যদি আমার দাবী না পাল্টায়?

—মত বদলাতে আপনি বাধ্য। আমিত মনে করি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে বেশী কথা বলা আমার অন্যায়।

—কেন? তোমার অভিভাবকেরা মত দিতে পারেন যদি তুমি রাজি হও। স্বাধীনতা পেয়েছ, শিক্ষা পেয়েছ অথচ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করতে পার না! যদিও পাশে বসে ইংরেজি সিনেমা দেখেছ বহুদিন!

এই বক্রোক্তিতে ছায়াদেবী অনেকটা কাবু হোয়ে পড়ল। সত্যই বহু ছেলে মেয়েকে দেখা যায় একই বই পড়তে একই ছবি একসঙ্গে দেখতে। কিন্তু সেই দিক ঘেঁসে যদি আলোচনাটা চলে ওমনি তারা যেন আড়ষ্ঠ হোয়ে ওঠে। এ দুর্বলতা কেন?

ছায়াদেবী বল্‌ল—আমিত মনে করি আমার মত জানতে পারাটা আপনার পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়।

সমরেশ বল্‌ল—আজ নয়, আর একদিন এর শেষ আলোচনাটা করা যাবে। আজ চলি।

সমরেশ চলে যাওয়ার পর ছায়াদেবীর মনটা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল দুটো ছবি পাশাপাশি। সে ছবি সমরেশের আর অরূপের। তাদের চোখে মুখে হাসি

হয়েছে। সমরেশের চাহনি যেন তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ কোরতে চাইছে—তাকে গ্রাস কোরতে চাইছে। অরূপের চাহনির মাঝে যেন মিনতি—স্নিগ্ধ হাসির মতই তার ছবিটা যেন মিষ্টি!

আবার সেই মেসের একঘেয়েমি। অরূপ যখন মেসে ফিরল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। বিনোদ কলতলায় দাঁড়িয়ে সান্ধ্য [illegible]র উদ্যোগ কোরছিল। প্রথমেই অরূপকে কয়েকটা কথা বোলতে হোল বিনোদের সঙ্গে।

বিনোদ জিজ্ঞাসা কোরল—খবর ভালত অরূপবাবু। বেশ কিছুদিন ঘুরে এলেন যাহোক।

অরূপ বল্ল—কাজে আটকাতে হোয়েছিল, নৈলে আপনাদের ছেড়ে বেশীদিন থাকা যায় কি! যাক, আপনাদের সকলের খবর ভালত?

বিনোদ বল্ল—ভাল মন্দ আর কি? চল্ছে—চলবেও কোনরকমে।

অরূপ জিজ্ঞাসা কোরল—দাদা ফিরেছেন?

বিনোদ হেসে বল্ল—এসেই দাদার খোঁজ! আমরা যেন কেউ নই। ফিরেছেন, নিজের আসনে আসীন আছেন নিশ্চয়।

অরূপ উপরে উঠে এল ওর ঘরে। দাদা চিরাচরিত প্রথাতে ভুঁড়িটি কাৎ কোরে তক্তপোষে আড় হোয়ে শুয়ে পাখার বাতাস খাচ্ছেন। অরূপকে আসতে দেখে তাঁর কোনও ভাবান্তর হোল না। শুধু মুখে বললেন—এই যে এস।

অরূপ হাতের মাল পত্তর যথাস্থানে রেখে জামা খুলে আলনায়

লটকে দিল। দাদার পাশটিতে বসে পড়ল পরম নিশ্চিন্তে। দাদা হাসলেন।

—সব ভালয় ভালয় হোয়ে গেলত ?

—হোল দাদা আপনাদের আশীর্বাদে।

—বুড়োমি ছাড়! আমাদের আশীর্বাদে! আরে আমরা কজন অপরকে আশীর্বাদ করার উপযুক্ত ? বয়সে বড় হোলেই কি আশীর্বাদ করার উপযুক্ত হওয়া যায় ?

—আপনি বড় কথায় কথায় তর্ক জুড়ে দেন।

দাদা হাসলেন। এই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে এই প্রথম নয় বা অরূপের পক্ষ থেকেই নয়। এরপর আরও নানা খুটিনাটি আলাপ আলোচনা চল্‌ল। অরূপ সোজা ভাবেই বলে গেল ছায়াদেবীর কথা। তাদের গ্রাম সফরের কথা। ট্রেনের ছোট ঘটনাটুকুর কথা। সব শুনে দাদা কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বেশ বড় গোছের একটিপ নস্য নিলেন। তারপর শুধু বললেন—হুঁ।

—হুঁ, কি দাদা ?

—ব্যাপার বড় সোজা নয়!

—কি বলছেন আপনি ? কোন ব্যাপার ?

—বলছি তোমার আর ছায়ার কথাই। একদিন বোলেছিলে না—ওরা বড়লোকের মেয়ে, ওদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা চলে ? ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান অনেক—ভয়ের কিছু নেই।

—তাত বোলেছিলাম, এখনও বোল্‌ছি।

—তার উত্তরে আমি বল্‌ছি একটা কথা। ভায়া কথাটা মনে রেখ। সময় বিশেষে মনে জোর এনে দেবে এই কথাটা ; ব্যবধান যতই বড় হোক না কেন, হোক না সে উচ্চ নীচের, ধনী দরিদ্রের,

শিক্ষিত অশিক্ষিতের—সেই ব্যবধান দূর হ'তে পারে একটা চিরসত্য পরিবর্তনে।

—সেই পরিবর্তনটা কি?

—ভালবাসার সত্য অর্থটা উপলব্ধি করা!

অরূপ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—যত আজগুবি কল্পনা আপনার দাদা। তিলকে তাল কোরতে আপনার মত কেউ পারবে না।

দাদা বল্লেন—পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা কোরে দেখ কথাটা।

অরূপ নীচে নেমে গেল। স্নান সেরে সে জল খেয়ে নিয়ে বার হয়ে গেল।

সমরেশ বিফলতার ছোঁয়া বড় পায়নি, তাই তার লেগেছে বড় বেশী। সে তাল ঠিক রাখতে পারছে না। আজ কয়েকদিন থেকেই সে প্রচুর মদ খেয়েছে—আর পাইপ টানতে টানতে ভেবেছে—কি করা যায়? তার বেশী সে এগোতে পারে নি। এগোতে জানে না সে সোজা রাস্তায়। যে পথে চলতে সে অভ্যস্ত—সে পথ ছায়াদেবীর দিকে যায় না—সে পথ তাকে ঘুরিয়ে মাধবীদের মত মেয়েদের ঠিকানায় নিয়ে যায়। কিন্তু তাতে সমরেশ পরিতৃপ্ত নয়। সে চায় ছায়াদেবীকে। অবশেষে সে একদিন হাজির হোল ভবতোষের কাছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা অনেকেই বলে!

ভবতোষ বল্‌ল—আসুন সমরেশ বাবু!

সমরেশ গম্ভীর চালে বল্‌ল—এলাম একটু দরকারে। দেখি কতদূর কি হয়।

ভবতোষ সাগ্রহে বল্‌ল—বলুন কি কাজে লাগতে পারি আমি?

সমরেশ বল্‌ল—সোজা ব্যবসাদারীর কথা। আমি একটা প্রেস চালাতে চাই, মানে ছাপাখানার ব্যবসা কোরতে চাই। আপনিও

এ লাইনে অভিজ্ঞ—যদি আপনার পার্টনার শিপ পাই তা হোলে কাজে এগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হবে না।

ভবতোষ একটু ভেবে বল্‌ল—হঠাৎ এই দিকে নজর দিলেন কেন?

সমরেশ হেসে বল্‌ল—এদিকে আজকাল লাভটা ভাল—আর জিনিষটা স্থায়ী।

একটু ভেবে সে বল্‌ল—কারণ কি জানেন?

ভবতোষ কোন প্রশ্ন কোরল না।

সে পাইপে জোরে টান দিয়ে দেখে নিল একবার ভবতোষের মুখের চেহারাটা। বল্‌ল—কন্ট্রাকটারীর দিন ফুরিয়েছে মশায়। তাই একটা স্থায়ী আয়কর কিছু কোরতে হবে, যখন একটা দায়িত্ব নিতে চলেছি—কি বলেন?

ভবতোষ আমতা আমতা কোরে বল্‌ল—সেত ভাল কথা, বিবাহ কোরছেন বোধ হয়?

সমরেশ লাফিয়ে উঠল। যেন সে এই কথাটা বলতেই চাইছে—আপনি শোনেননি বুঝি, ছায়াদেবীর সঙ্গে আমার এনগেজমেণ্ট চলছে যে।

ভবতোষ বিষণ্ণ হোয়ে বল্‌ল—শুভকামনা জানাচ্ছি আপনাকে।

সমরেশ বল্‌ল—তা আমার কথাটার কি হলো?

ভবতোষ বল্‌ল—দেখুন আপনারা কন্ট্রাকটার কি কোরে পয়সা দিয়ে পয়সা আদায় কোরে নিতে হয় তা জানেন। এই কারবারে দয়ামায়া লজ্জা কিছু থাকে না বড় একটা। যুদ্ধের দিনে আপনাদের জন্যে জনসাধারণই বা কি পরিমাণে দুর্দশাগ্রস্ত হোয়েছিল তার হিসাব কে রাখে বলুন? তাই বলছি দেশের এই দুর্দিনে শিক্ষার ক্ষেত্রে আর প্রবঞ্চনা কোরবেন না।

সমরেশ হেসে বল্‌ল—আপনি দস্তুর মত ভয় কোরছেন দেখছি আমাদের। আপনি লাভ করেন না?

ভবতোষ বল্‌ল—লাভ করি। জীবনে অনেক ভুল কাজও কোরেছি, হয়তো ভবিষ্যতে কোরবও। তবু বোলছি দেশের শিক্ষার প্রতি, কৃষ্টির প্রতি আমার দরদ আছে—আমি নিছক ব্যবসায়ী নই।

সমরেশ বল্‌ল—তাহোলে আপনার সহায়তা আমি পাব না?

ভবতোষ বল্‌ল—মাপ কোরবেন। আপনাদের যে রূপ দেখেছি যুদ্ধের দিনে তার পরে এদিকে পথ দেখাতে ভয় হয়!

সমরেশ বল্‌ল—এ ভয় কিসের?

ভবতোষ বিদ্রূপ মাখানো হাসি হেসে বল্‌ল—ভয় আপনাদের নয়। দেশে আপনাদের মত ব্যক্তিদের সংযত করার লোক না থাকাতে আমাদের আরও কত নীচে নামতে হবে সেই ভেবে ভয় হয়!

সমরেশ তাকে একটা সিগারেট অফার কোরল। ভবতোষ ধরাল সিগারেটটা। কয়েকটা টান দিয়ে সমরেশ সিগারেটটা ফেলে দিল। বল্‌ল—পাইপ ছাড়া আর কিছু আমার মুখে ধরেই না। আচ্ছা আজ তবে আসি।

ভবতোষ তাকে ফটক পর্যন্ত পৌছে দিল। সমরেশে পথের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, সত্যিই কি এরা আবার এ নজর দিয়েছে? না অন্য কোন মতলবে সে এসেছিল?

•

পরের দিন ভবতোষ রায় দেখা কোরল ছায়াদেবীর সঙ্গে। ছায়াদেবীর সেই সাবলীল হাসিমাখা মুখ সে দেখল না। ছায়াদেবী কেতাদুরস্ত মেয়ে—তার ব্যবহারে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে না বড় একটা। তাকে সে অভ্যর্থনা কোরতে ভুলল না।

—আসুন মিঃ রায় আপনার কথাই ভাবছিলাম।

ভবতোষ উৎফুল্ল হয়ে উঠল—আমার কথা! কোন বিষয়ে?

ছায়াদেবী বল্‌ল—এই সাহিত্যের ব্যাপার নিয়েই। আপনার খবর বলুন।

ভবতোষ বল্‌ল—আপনাকে শুভকামনা জানাতে এসেছি আজ একজন পরিচিত বন্ধু হিসাবে।

—বন্ধু হিসেবে শুভকামনা! কেন বলুন ত?

—জীবনের শ্রেষ্ঠ সাথী নির্বাচন কোরতে চলেছেন শুনলাম, তাই।

—আমি? কে বলল?

—কেন, কাল সমরেশবাবুত' নিজেই বললেন আমায়।

—কৈ, এ বিষয়ে আমি ত কিছু জানি না!

ভবতোষ বল ফিরে পেল যেন, বল্‌ল—সে কিরকম কথা? আমি ত' কিছু বুঝতে পারছি না।

ছায়া বল্‌ল—আমিও!

ভবতোষ ঘনিষ্ঠ ভাবে বল্‌ল—যেতে দিন ওকথা। যার কোন ভিত্তি নেই তাকে আমল দেওয়া উচিত নয়। যদিও কথাটায় আজকের দিনে গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না।

—কেন?

—এই ধরুন না আমাদের কথা। বিয়ে যখন হচ্ছে তখনত' আর অস্বাভাবিক নয় সেটা। আর তাছাড়া যৌবন চলে যাওয়ার পর ওদিকে মন দিলে শুধু অশান্তি বাড়ে।

—তবে আজও ওকাজটা শেষ কোরে ফেলেননি কেন?

ভবতোষ যেন সুযোগ পেল, বল্‌ল—ঠিক মত সাথী আর পেলাম কৈ?

ছায়াদেবী হেসে বল্‌ল—কেন দেশে কি অভাব ঘটেছে ?

ভবতোষ বল্‌ল—তা নয়, তবে মনেরও একটা দাবী আছে।

—সেটা কিরকম শুন্‌তে পারি কি ?

ভবতোষ উৎফুল্ল হয়ে বল্‌ল—জানেন তো আমার টেষ্ট্ সাহিত্যের দিকে। তাই ঐ দিক দিয়ে কোন কালচার্ড মেয়ে পেলাম কই ?

ছায়াদেবী তাকে সন্দেহ কোরছে, তবু বল্‌ল—কেউ নজরে পড়ল না ?

ভবতোষ হঠাৎ বল্‌ল—একমাত্র আপনিই আছেন, কিন্তু তা কি আর হোতে পারে ?

—ভেবেছেন কোন দিন এ সম্বন্ধে ?

—না ব'লতে পারি না। তবে সাহস পাই না আপনাকে কিছু ব'লতে। আপনার মত বিদুষী তরুণীর উপযুক্ত হয়ত আমি নই।

ছায়াদেবী হেসে বল্‌ল—কে বলল ? বিদুষী স্ত্রী চান, অথচ বিদুষী তরুণীকে ভয় পান! এ কেমন কথা!

ভবতোষ সাহস পেয়ে বল্‌ল—তবে আমি কি বুঝব আপনি আমায় আশ্বাস দিচ্ছেন ?

ছায়াদেবী এবার গম্ভীর হোয়ে বল্‌ল—অতটা নিজেকে খেলো কোরে কোন কিছু মনোমত পাওয়া যায় না। দাবী কোরতে গেলে, দাবী করার জোর চাই, শক্তি থাকা চাই।

ভবতোষ বল্‌ল—সে শক্তি কি আমার নেই ?

ছায়াদেবী উঠে দাঁড়াল। বল্‌ল—সে শক্তি যদি আপনার থাকত তাহ'লে আর লোক চিনতে আপনি ভুল কোরতেন না। শুনে যান আজ, আমি লিখি না—আমার নামে অন্য একজন লিখে থাকে!

—কি বোলছেন ছায়াদেবী ?

—যা ব'লছি তা চরম সত্যি! এর পর আর কি বলার আছে আমার?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি অনেকদিন আগে থেকে লিখে থাকতেন জানতাম। একি কথা ব'ললেন আজ!

ছায়াদেবী বল্‌ল—ছনিয়াতে অনেক কিছুই সম্ভব হোয়ে থাকে। আজ বুঝলাম কেন আপনি আমার বই প্রকাশ করাতে এতটা আগ্রহ পেতেন।

—কেন বলুন তো?

—আপনি চান একজন বিদুষী মেয়ের মন অধিকার কোরতে। নয় কি?

ভবতোষ কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ছায়াদেবীর মুখের দিকে।

ছায়াদেবীর সুন্দর মুখখানা যেন অস্তগামী সূর্যের আভা ছড়ানো পশ্চিম আকাশের মত রাঙিয়ে উঠেছে। সে বুঝতে পারল না কেন। তবু তার ভাল লাগল ছায়াদেবীকে—ছায়াদেবীকে বরাবরই তার ভাল লাগে।

ভবতোষ যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বল্‌ল—আমার কিছু সময় লাগবে আপনার কথাটা বুঝে উঠতে। আজ আমি আসি।

ছায়াদেবী বল্‌ল—আসুন! বেশী ভাববেন না যেন।

সমরেশের চাল বিফল হোল না!

কয়েকদিন পরে বিকালের দিকে অরূপ চলেছিল—তার গতি রুদ্ধ কোরে দাঁড়াল সমরেশ সেনের গাড়ীখানা। সামনেই সমরেশকে মুখ বার কোরে হাসতে দেখে অবাক হোল অরূপ—খানিকটা বিরক্তও

হোল মনে মনে। সমরেশ নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। একান্ত অন্তরঙ্গের মত বল্‌ল—একলাটি চলেছেন কোথায়?

অরূপ বল্‌ল—এমনি বেড়াতে চলেছি। আপনিও কি আমারই মত?

সমরেশ তার হাত ধরে বল্‌ল—আসুন আমরা ... আলাপ করি কিছুক্ষণ দুজনেরই সময় রয়েছে যখন।

অরূপ বল্‌ল—দেখলেন ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় কিনা? চলুন, কোথায় বসা যায়?

সমরেশ শুধু বল্‌ল—আসুন না। কোলকাতার মত সহরে কি আর বসবার জায়গার অভাব আছে। অফুরন্ত জায়গা অজস্র আয়োজন করা আছে দিকে দিকে!

সমরেশের গাড়ী এসে থামল চৌরঙ্গীর একটা নামজাদা রেস্তোঁরার সামনে। কোন কথা না বলে অরূপ নিঃশব্দে সমরেশকে অনুসরণ কোরে গেল। দুজনে সামনা সামনি বসল অবশেষে। গরমের দিন—কিছু আইসক্রীমের ফরমাস কোরল সমরেশ।

সমরেশ বল্‌ল—আপনার নামটা আজও আমার জানা হয় নি।

অরূপ বল্‌ল—নামটাত আর জানার মত নয়, নাম আমার আছে, সে নাম অরূপ চৌধুরী।

—অরূপ চৌধুরী! বেশ নাম ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে মিল নেই।

—কেন?

—আয়নায় নিশ্চয় নিজের মুখ দেখেছেন?

অরূপ হেসে বল্‌ল—চেহারার সঙ্গে কি নামের মিল থাকে! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হতে দেখে অবাক হবার কিছু নেই।

মানুষের রূপ পাল্টাতে পারে কিন্তু নাম বদলায় না। শৈশবে যে সুন্দর একজোড়া চোখের অধিকারী ছিল, ভবিষ্যৎ কালে সে যদি কোন কারণে অন্ধ হোয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে বলুন?

সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল—আপনি কি করেন জিজ্ঞাসা কোরতে পারি নিশ্চয়ই।

অরূপ উত্তর দিল—বিশেষ কিছু রাস্তা আমার জানা নেই টাকা আনার জন্যে। তবে কিছু না রোজগার কোরলেও দিন চলে না তাই রোদে পুড়ে জলে ভিজে শেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করি।

—আসল পথই ধরেছেন দেখছি। ও পথে চলতে জানলে অবস্থার উন্নতি হবেই।

—উন্নতি হবে কি না জানি না, দিন চল্‌লেই হোল।

এবার সমরেশ জিজ্ঞাসা কোরল—সাহিত্যে আপনার অনুরাগ জন্মাল কি করে? শেয়ার মার্কেট ঘুরেও আপনার সাহিত্য ভাল লাগে!

অরূপ হেসে বল্‌ল—যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি চালিয়ে এসেও লোকে যদি কবিতা লিখতে পারে তাহ'লে আমি আর বেশী কি অস্বাভাবিক কাজ কোরেছি বলুন?

—ছায়াদেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হওয়াতে নিশ্চয়ই আনন্দিত হোয়েছেন? আমি ওঁর বন্ধু বোলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করি।

—অপরের সাফল্যে আমি গোঁফে চাড়া দেওয়াটা সমর্থন না কোরলেও যোগ্যকে সমাদর কোরতে পিছপা নই।

সমরেশ একটু হেসে পাইপটা ধরালো। অজস্র ধোঁয়া ছেড়ে এবার সে আস্তে আস্তে বল্‌ল—আর জানেন কি একটা কথা, ছায়া

শুধু আমার বান্ধবীই নয়। ও আমার ভাবী স্ত্রী। কাজেই গর্ব অনুভব করা কি অন্যায় ?

অরূপ হেসে বল্‌ল—নিশ্চয়ই নয়। স্ত্রীরা যদি স্বামীর নাম নিয়ে বড়াই কোরতে পারে, স্বামীরাই বা পারবে না কেন ! কি বলুন ?

সমরেশ বল্‌ল—নিশ্চয়ই। মেয়ে বলে তারা কিছু ছোট নয় আমাদের চেয়ে।

অরূপ বল্‌ল—বিশেষ একজনের প্রতি এই ধারণা আরোপ না করে যদি সকলের সম্বন্ধেই এই ধারণা প্রয়োগ করা যায় তা হোলেই কথাটার মর্যাদা থাকে !

সমরেশ বল্‌ল—দিন আসছে, ওদের আর পেছনে ফেলে রাখা যাবে না।

অরূপ বল্‌ল—পেছনে ফেলে রাখা যাবে না নয়, ওরা আর পেছনে পড়ে থাকবে না !

কথা কইতে কইতে বেলা পড়ে গেল। অজস্র আলো জ্বলে উঠল ঘরটায়। অরূপ আর সমরেশ উভয়ে উভয়ের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামল। সমরেশ তাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, অরূপ এড়িয়ে গেছে। অরূপ চলেছে, জনস্রোতের মাঝ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে চলেছে আপন খেয়ালেই। সমরেশের কথাগুলো তার মনে যাওয়া, আসা কোরছে। নিজের কথাও সে ভাবছে। ভাবছে এমনভাবে আর কতদিন চলবে; এই না জানাজানির নাগরদোলায় ক্রমশঃ ওঠানামা কোরে সে যে হাঁফিয়ে উঠেছে। হঠাৎ তার খেয়াল হোল তাদের পরিচিত সেই বেঞ্চটার কাছে সে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বেঞ্চে বসে সে আর ছায়াদেবী আলাপ কোরে থাকে—তাদের উভয়েরই কাছে এই বেঞ্চটা বিশেষ প্রিয়। অরূপ বসে পড়ল আপন মনেই।

ঘুরে কোলাহলমুখর নগরী আলোক সজ্জায় সেজে মানুষকে প্রলোভিত কোরছে। আলো জ্বলছে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, পথে পথে, বিজ্ঞাপনের ওপরে। কতক্ষণ যে সে বসেছিল তার হিসাব নেই। মনে হোচ্ছে বহুক্ষণ। হঠাৎ ছায়াদেবীর ডাকে তার সম্বিৎ ফিরল। অরূপ তাকিয়ে দেখল সামনে সাহাস মুখে ছায়াদেবী দাঁড়িয়ে।

অরূপ বলল—আপনার কথাই যেন ভাবছিলাম। বসুন।

ছায়াদেবী বলল—'যেন ভাবছিলাম, কি রকম ?

অরূপ হেসে বলল—শুধু যে আপনার কথাই ভাবছিলাম তা নয় আর কি!

ছায়াদেবী বলল—একলা একলা বসে ভাবছেন ব্যাপার কি ?

অরূপ কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল—আপনি যে হঠাৎ এসে পড়লেন বড় ?

যে কারণে অরূপ ছায়াদেবীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না ঠিক সেই কারণেই ছায়াদেবীও অরূপের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে উঠতে পারল না!

ছায়াদেবী বলল—কয়েকদিন যে আপনার আর দেখাই নেই!

অরূপ বলল—আর বেশী দেখা শোনাত হবে না। তাই অভ্যস্ত হোয়ে উঠ্‌ছি আর কি!

কথাটাকে হাল্কাভাবে নিয়ে সে বলল—হঠাৎ এখেয়াল হোল কেন!

অরূপ বলল—আপনিত আর চিরদিন আমার বোঝা ঘাড়ে করে বেড়াবেন না—আর স্বার্থই বা কি তাতে ?

ছায়াদেবী বলল—কি ব'লতে চাইছেন আপনি ?

অরূপ তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল—বিয়ে হোলে চলে যাবেন কোথায়. কার কাছে ঠিক কি বলুন। আমি ভাবছিলাম

আমাদের চুক্তি খতম কোরে দেওয়ার কথা। আর আমি মনে করি আপনার ধারণাও নিশ্চয়ই এতদিনে পাল্টেছে।

ছায়াদেবী বল্‌ল—চুক্তি শেষ কোরতে আমার আপত্তিই বা কি এমন। তবে কয়েকটা কথা অপনাকে ব'লব। এত তাড়াতাড়ি কিসের?

অরূপ বল্‌ল—শুনলাম শিগ্‌গীরই আপনার বিয়ে হোচ্ছে।

ছায়াদেবী দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল—কে বল্‌ল?

—সমরেশ বাবু।

—শুধু বিয়ে আর সমরেশ বাবু, সমরেশ বাবু আর বিয়ে!

তার কথা শুনে মনে হোল এই সময় সমরেশকে পেলে সে একটা কিছু কোরে ফেলত। কিন্তু কিই বা কোরত?

অরূপ অবাক হোল—আপনি রাগ কোরছেন কেন?

ছায়াদেবী বল্‌ল—রাগ কোরব কেন? ধরেনিলাম আমার বিয়ে হোচ্ছে। আপনি কি কোরতে বলেন বলুন?

অরূপ বল্‌ল—আর তো আমাদের মিথ্যে বেড়াজালে ঘিরে রাখলে চলবে না। আপনি প্রকাশ কোরে দিন আসল কথাটা।

ছায়াদেবী কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইল। তার দৃষ্টির মাঝে ভেসে উঠল আলোকোজ্জল নগরীর রূপ সুষমা। তার মনে হোল হঠাৎ যদি ঐ সব আলো নিভে যায়?

ছায়াদেবী অরূপকে বল্‌ল—আচ্ছা হঠাৎ যদি কারেন্ট ফেল্ ক'রে সব আলো নিভে যায়?

অরূপ হেসে বল্‌ল—সব অন্ধকার হোয়ে যাবে আর কি?

ছায়াদেবী বল্‌ল—আমার অবস্থা কি সেই রকম হবে না?

অরূপ বল্‌ল—কেন?

ছায়াদেবী বল্ল—একদিন তর্কের মাঝে আপনার চুক্তিতে রাজি হোয়েছিলাম। তখন জানতাম না যে এতটা সফলতা আসবে এই দিক দিয়ে। আজ সম্মান, সুনাম সব কিছু পেয়েছি আমি। আজ সমরেশ ভবতোষের দল ছাড়াও বহু লোক আমার গুণের আদর কোরে থাকে। এখন যদি সবাই শোনে আমি লিখি না, ছায়াদেবী লেখিকা নয়—সে শুধুই একজনের ছায়া—তাহলে আমার অবস্থা আজ কি দাঁড়ায় ভেবেছেন? ছায়াদেবী দেখল অরূপের দিকে। অরূপ তার দিকে চেয়ে আছে। কোন কথা সে বল্ল না।

ছায়াদেবী বল্ল—আমি স্বীকার কোরছি জীবনের পরিচয় যে কত বড় সে ধারণা আমার ছিল না। স্বীকার কোরছি আমরা যাকে সুখ বলি, পূর্ণতা বলি তা অনেকটা না জেনেই বলি। কিন্তু আমি কি এত বড় অপরাধ কোরেছিলাম যার জন্য আমাকে অনেক কিছু দিয়েও একেবারে নিঃস্ব কোরে দেবেন। বলুন, আমি আপনার কি এমন ক্ষতি কোরেছিলাম যার জন্তে আমায় এতটা হাস্যাস্পদ কোরলেন সকলের সামনে?

অরূপ বল্ল—এটাত আমরা কেউ ভাবি নি।

ছায়াদেবী বল্ল—দোষ দিয়ে আপনাকে কিই বা হবে। যাক, আপনার কথা মতই কাজ হবে।

অরূপ বল্ল—আমায় কিছু ভাববার সময় দিন ছায়াদেবী।

ছায়াদেবী বল্ল—ভাববার কিছু নেই।

অরূপ উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল—তবুও।

ছায়াদেবী এর পর বসে ভাবছিল নিজের সম্বন্ধেই। তার যা ছিল না তাতে সে পরিতৃপ্ত ছিল—আকাঙ্ক্ষা ছিল না কোন। আজ

তাকে আলোয় এনে হঠাৎ যেন অন্ধ কোরে দেওয়া হোল। মানুষের ধারণা কত অল্প। আজও তারা জানে সে লেখিকা অথচ কাল যদি সংবাদ পত্রে পড়ে একথা মিছে, একথা ধাপ্পা তা হোলে তার অবস্থা আর আগের মত থাকবে না—সে নেমে যাবে অনেক নীচে। সামান্য একটা সত্য স্বীকৃতি যে তার জীবনে এতটা প্রভাব বিস্তার কোরবে এত সে ভাবেনি। কিন্তু উপায় নেই!

অরূপ অনেকক্ষণ দাদার সঙ্গে আলোচনা কোরল। দাদার মত—সামান্য চিত্ত চাঞ্চল্যকে প্রাধান্য দিয়ে একটা মহৎ কিছু থেকে বঞ্চিত হোয়ে থাকার কোন মানে হয় না। দাদার যুক্তি কিন্তু অরূপ গ্রহণ কোরতে পারছে না। সত্যিইত একটা মেয়েকে যে বিশেষ ভাবে পরিচিত, তাকে এতটা ফাঁকিবাজীর মধ্যে ফেলতে তার মন কিছুতেই রাজী হোল না। আজ একথা ছায়াদেবী সুষ্ঠুভাবে বুঝেছে যে অর্থ আর কিছুটা কলেজী শিক্ষা জীবনের সব কিছু নয়। মানুষ পরিপূর্ণ হোয়ে ওঠে সাধনার দ্বারা। এই সাধনার রূপ বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয়—মানুষকে পূর্ণতর কোরে তোলে। এই কথাটা বোঝানোর জন্যেই সে খেয়ালের মাথায় যে কাজ কোরে ফেলেছিল তার পরিণতি কি হবে তা তার জানা ছিল না। পরিস্থিতি যে এরকম হবে—ছায়াদেবী যে একদিন তার সামনে এই প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়াবে সে কথা সে কল্পনাও করেনি। অনেক ভাবল অরূপ—ছায়াদেবীর ক্লান্ত করুণ মুখখানা ভেসে উঠল তার সামনে।

পরের দিন অরূপ হাজির হোল ছায়াদেবীর বাড়ী। দেখলো ছায়াদেবী বসে আছে একখানা বই হাতে নিয়ে। এক দৃষ্টিতে বেশ বোঝা যায় তার মনে শান্তি ছিল না গত রাত্রে।

অরূপ বল্‌ল—আমি ঠিক কোরে ফেলেছি কি কোরতে পারি আমি।

ছায়াদেবী বল্‌ল—কি কোরবেন বলুন?

অরূপ বল্‌ল—আমি শিল্পী, আমার কাজ সৃষ্টি করা। সত্যিই যদি আমি নাম না চেয়ে সাধনায় মন দিই তা হোলে কোনও মোহ থাকাআমার উচিত নয়। আর তাছাড়া কত লোকেত ছদ্মনামেই সারা জীবন লিখে যান। ভাবলাম না হয় আমিও তাদের একজন। নিতান্ত কিশোর-সুলভ-চপলতায় আমরা যে খেলায় মেতে উঠেছিলাম তা আমাদের ভেবে করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। যাই হোক আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, আমি কথা দিচ্ছি যতদিন লিখব ততদিন আপনার হাত দিয়েই যাবে।

কথাগুলো অরূপ যেন মুখস্থ কোরে এসেছিল। সে বোলে গেল মাথা নীচু কোরে। দেখলো না তার কথাগুলো ছায়াদেবীর উপর কি প্রভাব বিস্তার কোরছে।

ছায়াদেবী ধীরে ধীরে বল্‌ল—আমার সম্বন্ধে ভেবেছেন অনেক দেখছি। কিন্তু আমিই বা বিনা পরিশ্রমে অন্যের অধিকার আঁকড়ে থাকবো কেন? ভুল কোরেছি তার দাম দিতে হবে বৈকি! তবু ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি যে এত কষ্টলব্ধ নাম আমায় দিতে চেয়েছেন—একথা মনে থাকবে আমার চিরদিন।

অরূপ এবার ছায়াদেবীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল—আমার কথা-গুলো বুঝি আপনার পছন্দ হোল না?

ছায়াদেবী বল্‌ল—আপনার কর্তব্য আপনি ঠিক কোরেছেন আমার কাজ আমায় কোরতে দিন

অরূপ বল্‌ল—কি কোরবেন আপনি জানতে পারি না ?

ছায়াদেবী এক ঝলক ক্লান্ত হাসি হেসে বল্‌ল—কাল জানতে পারবেন।

অরূপ বল্‌ল—আচ্ছা, নমস্কার।

ছায়াদেবী মণিকুন্তলাকে ঘরে কিছু খুঁজতে দেখে বল্‌ল—বস্ না রে মণি।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—কেন কি দরকার ?

—একটু গল্প করি।

—আমার সঙ্গে, বল কি গল্প শুনতে চাও ? নাও বোলে ফেল।

—এত তাড়া কিসের, বস্ না একটু।

—আমি গল্প লিখি না যে বসে থাকা আমার অভ্যাস আছে।

—আচ্ছা মণি, মানুষ কি চায় বলতে পারিস ?

—নিশ্চয়ই। মানুষ বাঁচতে চায়।

—আমরাও চাই ?

—সকলেই চায়, তবে বাঁচার ধারাটা সকলের এক নয় ?

—কি রকম ?

—এই যেমন তুমি বাঁচতে চাও লেখার মধ্যে দিয়ে, আমি বাঁচতে চাই কাজের মধ্যে দিয়ে, সমরেশদা বাঁচতে চায় ভোগের মধ্যে, এই রকম নানা পথ আছে।

—সকলেই কি বেঁচে থাকে ?

—তা আবার হয় না কি ? তাহোলেত পৃথিবীতে জায়গা থাকত না। হঠাৎ এমন সব জিজ্ঞসা কোরছ কেন বল তো ?

—আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে মণি, কি করি বলত ?

—বারে তুমি ত একটা দিকে আছ। এদিকে সাফল্য পেলেইত বেঁচে থাকবে মানুষের মনে।

—আমি লিখি নারে মণি! অরূপবাবু আসেন না আমার কাছে, তিনিই আমার নামে লিখে থাকেন।

—কি বাজে বকচ ?

—বাজে নয়, কথাটা সত্যি।

মণিকুন্তলা অবাক হোল—হঠাৎ!

ছায়াদেবী সব বলে গেল মণিকুন্তলাকে। মণিকুন্তলা তার ছোট বোন একথা সে ভুলে গেল। অরূপ, সমরেশ, ভবতোষ সকলের কথাই বল্‌ল। মণি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ছায়াদেবীকে।

ছায়াদেবী কথা শেষ কোরল—অথচ যে লোক একেবারে রাজী হোয়ে গেল আমার নামে লিখে যেতে যে দাবী কোরল না নিজের জিনিষটাকে, তাকে নিয়ে কি করা যায় বল্ ?

মণিকুন্তলা হেসে বল্‌ল—তাকেই খালি ভালবাসতে পারা যায় নাকি বল ?

ছায়াদেবী বল্‌ল—ইয়ারকি রাখ্। আমি ঠিক কোরেছি কাল কাগজে সব প্রকাশ কোরে দেব।

মণিকুন্তলা বল্‌ল—সেই উচিত কাজ হবে। হয়তো সোসাইটিতে তোমার নামে খানিকটা ব্যঙ্গোক্তি হবে, তবু সত্য স্বীকার করায় তোমার ভালই হবে দিদি—তোমার ভালই হবে, একথা আমি বলছি। ছায়াদেবী মণির কথার উত্তর দিল না, শুধু তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা চুমো খেলো।

সমরেশ অনেক দিন পরে মাধবীর বাড়ীতে এল। বাড়ীতে ঢোকার আগে সে দেখল একখানা গাড়ী ওদের দরজা থেকেই চলে গেল। তার মনে হোল ডিরেক্টার ভদ্রলোক বোধ হয়। সমরেশ উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে। ওদের ফ্ল্যাটটা যেন বড় চুপচাপ মনে হোচ্ছে। সন্ধ্যা এখনও হয় নি। এখনও আলো জ্বলেনি পথে। এখনও আলো জ্বালেনি এরা।

ঘরে ঢুকে সমরেশ ডাকল—মাধবী।

মাধবী পাশের ঘর থেকে উত্তর দিল—আমি এখানে, এস।

সমরেশ ঘরে এসে দেখল—মাধবী খাটের ওপর উঠে বসছে। সে শুয়েই ছিল এতক্ষণ, সাড়ী সামলাতে ব্যস্ত। সমরেশের নজরে পড়ল মাধবীর সুন্দর চেহারাটা। পাতলা কাপড়ের সুদৃঢ় বন্ধনীতে তার শরীরের প্রতিটি রেখা যেন সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। মাধবীর চোখে অলস জড়িমা—কেমন যেন চাহনীটা বন্য মনে হোচ্ছে!

মাধবী বল্‌ল—আবার মনে করেছ, খবর কী?

সমরেশ বল্‌ল—ক'দিন থেকেই কিছু ভাল লাগছে না। চল না একটু বেড়িয়ে আসি।

মাধবী বল্‌ল—ঘণ্টা দুয়েক আগেত' ফিরেছি।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—ষ্টুডিওতে।

—রোজ যাও নাকি?

—আজকাল রোজই যেতে হোচ্ছে এক রকম।

—রোজই গান হয় না বেড়াতে যাও?

মাধবী বল্‌ল—কেন, অমিত' প্লে কোরতে সুরু কোরেছি।

সমরেশ অবাক হোল—কবে থেকে !

মাধবী একটু হেসে বল্‌ল—পথ চলতে দেওয়ালে নজর পড়েনি কোনদিন ? আমার ছবিসুদ্ধ নামত' ঘোষণা করা হোচ্ছে।

সমরেশ বল্‌ল—তুমিও গেলে তাহোলে ! তাই বুঝি ডিরেক্টর ভদ্রলোক এসেছিলেন একটু আগে ?

মাধবী যেন একটু অপ্রস্তুত হোল—তোমার সঙ্গে দেখা হোল নাকি ?

সমরেশ পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বল্‌ল—তবে আমার জন্যে আর তোমার সিনেমায় নামা আটকাল না !

মাধবী বল্‌ল—আর উপায়ই বা কি বল ? শুধুত' ধ্যান কোরলে চলবে না আমার। আমায় বাঁচার জন্যে রোজগার কোরতে হবে।

—ভাল পথই ধরেছ।

কথাটা শেষ কোরে সমরেশ খাটে গিয়ে বসল মাধবীর পাশে। ঘরটা প্রায় অন্ধকার হোয়ে এসেছে। জানালায় পর্দা দেওয়া থাকাতে যেন ঘরের মধ্যে সন্ধ্যে হোয়ে যাচ্ছে আগে আগেই। সমরেশ তাকাল মাধবীর দিকে।

মাধবী বল্‌ল—আলোটা জ্বেলে দিয়ে আসি, কি বল ?

মাধবী খাট থেকে নামতে গেল সমরেশ তাকে হাত ধরে বাধা দিল।

সে বল্‌ল—আমরা দুজনা দুজনার কাছেই বেশ চেনা, আলো জ্বেলে কেন আর আমাদের দেখা দেখির সুবিধে কোরে দিচ্ছি যখন প্রকৃতির আলো রয়েছে প্রচুর !

মাধবী বল্‌ল—কবি হোয়ে উঠলে যে হঠাৎ !

সমরেশ বল্‌ল—তোমাদের মতো মেয়ে কাছে থাকলে আমার

মাথায় কত কথা কিলবিল কোরে ওঠে। কিন্তু আমিত লিখতে জানি না। নৈলে দেখতে তোমার এখনকার মনের অবস্থটা এমন ভাবে পেণ্ট কোরতাম যে সেই কয়েক থানা পাতার জন্যেই হয়ত আমি নাম কোরে নিতে পারতাম।

মাধবী বল্‌ল—হাত ছাড়, অন্ধকারে ভাল লাগছে না।

সমরেশ তাকে ছাড়ল না, ব'ল্‌ল—তা ভাল লাগবে কেন! এখনও তোমার দেহ সম্পূর্ণ নিরুত্তেজিত হয়নি। এখনও তোমার চোখে রয়েছে আবেশ। অথচ আমায় বলছ—হাত ছাড়। কেন বলত, এত বৈরাগ্য?

মাধবী বল্‌ল—কি যা তা ব'লছ। নেশা করেছ নাকি?

সমরেশ বল্‌ল—ডিরেক্টর সাহেবকে বুঝি ভাল বাসতে সুরু কোরেছ?

—সে খবরে তোমার দরকার?

—বিশেষ নেই; তবে এইটুকু জেনে যেতাম জীবনে কতবার ভালবাস! আমায় আর ভালবাস না মাধবী?

মাধবী ওর পাশে বসে বল্‌ল—একথার উত্তরে তুমি সন্তুষ্ট হবে না। দেহদান কোরে যদি তোমায় বোঝাতে হয় আমি তোমায় ভালবাসি, সেধরণের ভালবাসা জানাতে পারব না।

সমরেশ বল্‌ল—আমার কাছেই যত নীতিজ্ঞান! অন্যের বেলা বিচার ঠিক থাকেত?

মাধবী রুখে উঠল—তোমার বেয়াদবী অসহ্য। শুধু তুমি ব'লেই বিশেষ কিছু ব'লতে পারি না। এই কথা জেনে যাও যদি কোনদিন আমার চরম অধঃপতন ঘটে তার জন্যে দায়ী তুমিই। তোমার মত যুবকেরাই বহু মেয়েকে নষ্ট কোরে থাকে তাদের কল্পনার রঙীন স্বপ্নগুলোকে কিছুটা সফলতায় ভরিয়ে দিয়ে।

মাধবীর এই কথাটায় সমরেশ যেন চমকে উঠল। তার মনে পড়ে গেল শ্রীরামপুরের সভায় রাজীবদার বক্তৃতার কয়েকটা কথা। "এই সব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েরা আজ পথভ্রান্ত।" মাধবীর শিক্ষা আছে, সাধনা আছে কিন্তু চলার পথ না পেয়ে সে তাদের মত ছেলের পাল্লায় পড়ে, তথাকথিত সোসাইটির জৌলুষ আর চাকচিক্যে মুগ্ধ হোয়ে জীবন ধারণের মানকে ঠেলে উঁচুতে তুলতে চাইছে। এই চাওয়াই তাকে পথভ্রান্ত কোরেছে এই চাওয়াই তার সাধনার পথে অন্তরায়! সমরেশের হঠাৎ খেয়াল হোল নিজেকে অপরাধী বোলে।

হঠাৎ সমরেশ মাধবীর হাত দুটো ধরে বল্‌ল—আমায় মাপ করো মাধবী। অযথা তোমায় অপদস্থ কোরতে চেয়েছিলাম। কিছু মনে কোর না।

মাধবী হেসে বল্‌ল—আমাদের মত মেয়েদের বহু অপমান বহু প্রলোভন এড়িয়ে চলতে হয়। ওদিকে নজর দিলে আর আমাদের কিছু থাকত না এতদিন।

সমরেশ বল্‌ল—আজ চলি মাধবী।

মাধবী এবার তার হাত ধরে বল্‌ল—আবার কবে আসবে?

সমরেশ বল্‌ল—যেদিন তোমাদের সম্মান কোরতে শিখব মাধবী।

মাধবী প্রশ্ন কোরল—এসব কী বোলছ তুমি?

সমরেশ একটু হেসে বল্‌ল—অনেক অন্যায় করেছি জীবনে, তার হিসেব কোরতে চাই।

মাধবী সমরেশের দিকে চেয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে। তার সেই চাহনীর মাঝে যেন আহ্বানের ইঙ্গিত রয়েছে!

সমরেশ গাড়ীখানা খুব জোরে চালিয়ে দিল। গাড়ীর গতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার চিন্তাটাও সমান তালে ছুটছে। দুধারের জনস্রোত যেন তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে—তুমি অপরাধী।

সমরেশ তার পরিচিত হোটেলে ঢুকে কয়েক মিনিটেই একটা বোতল খালি কোরে ফেল্‌ল। তার মনকে সে শান্ত কোর[illegible] চায়—সে ভুলতে চায় মাধবীকে, সে ভুলতে চায় ছায়াদেবীকে।

সে যখন উঠে চলে আসছে তখন দেখা হোয়ে [illegible] ভবতোষ রায়ের সঙ্গে। ভবতোষ রায় সঙ্গে একজন তরুণী নি[illegible] রেস্তোঁরায় ঢুকছিল। সমরেশকে দেখে সে মোটে বিব্রত হো[illegible]। হাসি মুখেই নমস্কার বিনিময় হোল। আরও কিছুক্ষণ বস[illegible] হোল সমরেশকে বাধ্য হোয়ে। ভবতোষের অনুরোধ সে ঠেল[illegible]রল না। বিশেষ কোরে তার সাথীটি যথেষ্ট সুন্দরী। নেশা জম[illegible]র কিছু খেয়াল থাকে না, নীতিজ্ঞান থাকে না। একটু আগে[illegible] যে সে মাধবীকে বোলে এসেছে—'তোমাদের সম্মান কোরতে [illegible]ব,' তা ভুলে গেছে।

এইরকম ভুলই তার জীবনটাকে রাশ-ছেঁড়া ঘোড়ার [illegible] বেতালা ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার রাশ ধরার কেউ নেই!

ভবতোষ কথায় কথায় ছায়াদেবীর কথা বল্‌ল। সে বলল ছায়াদেবী লেখেন্ না। সমরেশ নেশায় থাকলেও কথাটা বিশ্বাস কোরতে পারল না। ভবতোষ যখন বলল সে ছায়াদেবীর মুখেই শুনেছে তখন তার আর প্রতিবাদ করার কিছুই রইল না। হল ঘরটার আলোগুলো যেন হাজারগুণ শক্তিতে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল!

সমরেশ উঠে বিদায় নিল ভবতোষের কাছে। তার চোখের মাঝে ছায়া—শুধু ছায়াই ঘুরছে তখন!

মণিকুন্তলা ফোনটা ধরল।

—কাকে চান আপনি?

—তোমার গলার আওয়াজ আমি চিনি ছায়া। শোন, আমার কিছু বলবার আছে।

—কিন্তু, আমি·········

—কোন কিন্তু আজ শুনবো না আমি। আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে। তুমি আমায় কেন ভালবাসতে পারলে না বোলবে? আমি মদ খাই, আমি উচ্ছৃঙ্খল এই জন্য? কিন্তু তুমি জান না ছায়া তোমার একটা মাত্র কথায় আমি সব ছেড়ে দিতে পারি।

—কাকে কি বোলছেন······আমি······

—ভাল লাগছে না? আমার শেষ অনুরোধ তুমি শুনে যাও ছায়া। তুমি বল, তোমায় ভালবাসি এটা কী আমার অপরাধ? যদি জানতাম তুমি অন্য কাউকে চাও তাহোলে এতটা অগ্রসর হতাম না হয়ত

মণিকুন্তলা বিব্রত বোধ কোরছে ফোনটা কাণে ধরে। অথচ নামিয়ে রাখতে ও পারছে না। সমরেশের জড়ানো স্বর ভেসে আসছে।

—সত্যিই কি তোমরা আগুন, শুধু পুড়িয়ে ছারখার কোরতে জান? কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন ছায়া?

মণিকুন্তলা ব'লল—আপনার কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না।

—আমার কথাটাও আজ বুঝতে পারছ না? এতটা অবজ্ঞা কর আমায়। বেশ। বিদায় ছায়া!

ফোন ছেড়ে দিল সমরেশ। মণিকুন্তলা ভাবল তার কথাগুলা। বেচারী! দিদি যে ওকে চায় না এটা সে বোঝে। সমরেশের শেষ কথাটা সে আবার ভাবল—'তোমারা কি সত্যিই আগুন, শুধু পুড়িয়ে ছারখার কোরতেই জান?

সমরেশ জানে না নারী যদি সত্যিই আগুন হয় তাতে পুড়ে ছারখার হয় তারাই যারা মেকী; আগুনে পুড়ে সোনা খাঁটিই হোয়ে ওঠে।

তবু মণিকুন্তলা সমরেশকে সহানুভূতি না জানিয়ে পারল না। মানুষকে সুযোগ সুবিধে দিলে নিশ্চয়ই সে শুধরে উঠতে পারে। হাজার হোক সমরেশও মানুষ। সে মানুষের অবস্থার সমালোচনা করে, মানুষের প্রতি তার কোন তাচ্ছিল্য নেই। সে ভাবল সমরেশদার সঙ্গে আবার দেখা কোরবে। আবার তাকে রাজীবদার কাছে নিয়ে যাবে। মানুষকে ভেসে যেতে দেওয়া উচিত নয় মোটে।

পৃথিবীর প্রচুর পরমায়ু থেকে আরও একটা দিন শুকনো পাতার মত ঝড়ে পড়ল। পূব আকাশে সূর্য উঠল নতুন উদ্যমে। কালকের সন্ধ্যার ক্লান্তি আর তার মাঝে নেই। প্রাণের সাড়া জেগে উঠল পথে প্রান্তরে। কোলকাতার জন কোলাহল মুখরিত রাজপথ আবার জেগে উঠল। যে যার কাজে চলেছে। বাঁচতে হবে—আহার চাই। বিনিময় পরিশ্রম। কারও দৈহিক কারও মানসিক—প্রভেদ এইযা! কেউ হেঁটে—কেউ গাড়ীতে চ'লছে।

দেখা গেল অরূপ হন্‌হন্‌ কোরে চলেছে—হাতে একখানা সংবাদ পত্র। সে চলেছে আপন মনে মাথা নীচু কোরে। পথে ধাঙড়ের কাজ কোরছে, তাদের হাত থেকে জল ছিটকে এসে তার ধুতির

খানিকটা ভিজিয়ে দিল সেদিকে তার নজর নেই। সে যেন একাই চলেছে—আর কিছু নেই তার চারিধারে!

ছায়াদেবীর বাড়ী এসে সে পৌঁছাল। বৈঠকখানায় প্রবেশ কোরে দেখল একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে আছে ছায়াদেবী; টেবিলের ওপর একখানা খবরের কাগজ খোলা রয়েছে। অরূপকে আসতে দেখে সে একটু হাসল।

—আপনার প্রতীক্ষাই কোরছিলাম।

—এ কী ছেলেমানুষী আপনি কোরলেন?

কাগজখানা খুলে অরূপ দেখাল ছায়াদেবীকে। সংবাদটা আর কিছুই নয়—ছায়াদেবীর সরল সত্য স্বীকৃতিটা ছেপে বেরিয়েছে আজকের কাগজে।

ছায়াদেবী ব'লল—কিছু অন্যায়ত' করিনি।

অরূপ ব'লল—না, না, এ কোন মতেই আমি স্বীকার কোরতে পারছি না: কেন আপনি আমার একটা ভুলের জন্যে আপনার সমাজের কাছে হাস্যাস্পদ হবেন, কেনই বা আপনি এতটা ছোট হবেন অন্যের নজরে?

ছায়াদেবী ব'লল—আরও ছোট হোতাম যদি মিথ্যাটাকে গোপন ক'রে রাখতাম।

অরূপ অভিযোগ কোরল—কালত' সব কথাই পরিষ্কার কোরে বোলেছিলাম আপনাকে; চুক্তি ভঙ্গ কোরলেন কেন?

ছায়াদেবী অরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বল্ল—অন্যায় কোরে থাকলে সাজা দিন।

অরূপ ব'লল—নিশ্চয় অন্যায় কোরেছেন। সাজা! কি সাজা দেব?

ছায়াদেবী বল্‌ল—সাজা দিতে না পারেন প্রতিকার করুন।

অরূপ ভাবল কিছুক্ষণ। পরে সোজাভাবে তাকাল ছায়াদেবীর দিকে। তার সেই চাহনীর মাঝে আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় আভাস রয়েছে। সেই দৃষ্টির মাঝে ছায়াদেবী মাথা সোজা করে বসে থাকতে পারল না।

ছায়াদেবীই আবার ব'ল্‌ল—কৈ, প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

অরূপ বল্‌ল—প্রতিকার কোরতে পথনির্দেশ করার মত ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি অনুরোধ কোরব আপনাকে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ কোরতে।

—সেই ক্ষেত্রটা কি?

—আপনার ছোট বোনকে অনুসরণ করুন, পথ পাবেন। নিজের গণ্ডীথেকে খানিকটা বাইরে এসে দেখলেন জীবনের পরিধি আরও বড়; এবার দেখবেন আরও বড়। এর শেষ নেই। সাধারণের একজন যদি হোতে পারা যায় তখনই বুঝতে পারা যাবে কী আমার কর্তব্য। নিজের চারিধারে ভ্রান্তির প্রাকার রচনা কোরে বসে থাকলে নিজেকেই চিনতে পারা যায় না, অপরের কথাত' ওঠেই না।

—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—সত্যিই যদি আপনার ভুল ভেঙ্গে থাকে তাহ'লে আমার কথা না বোঝারত' কারণ দেখছি না। আপনার ছোট বোনকে আমি চিনি—তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। হয়ত অবাক হোচ্ছেন,—কিন্তু আমি অবাক হই আপনারা একই আবহাওয়ায় মানুষ হোয়ে এতটা তফাতে গেলেন কি কোরে?

—তফাৎ কোথায়?

—আছে বৈকি! সে যতটা নিজের কথা ভোলে আপনারা ঠিক ততটাই নিজের কথা তোলেন প্রতি কাজে, প্রতি চিন্তায়।

—এ ধারণা আপনার জন্মালো কি কোরে?

—শুধু তাকে দেখেই ধারণা জন্মায়নি। এটা একটা সত্য। যদি সত্য না হোত তাহ'লে সমরেশবাবুর মত বন্ধুর দলেই দেখতাম তাকে।

—মণির ওপর যে আপনার দারুন শ্রদ্ধা দেখছি। মণি একথা শুনলে আনন্দ পেত।

—শুধু প্রশংসাটাই নিশ্চয় তার কাছে আনন্দের বস্তু নয়;—যতদূর মনে হয়। কর্মী লোকের আনন্দ কাজের সফলতায়। সে যদি দেখে আপনিও তার সমর্থক তবেই বোধ হয় সত্যিকারের আনন্দ হবে। তখনই হবে সে সফল—তার আদর্শের জয়।

ছায়াদেবী বল্ল—আপনার আদেশই মেনে নিলাম। কিন্তু আমাদের পরিচয় কী এখানেই শেষ?

—আদেশ বোলছেন কেন?

—আমি যদি বলি?

—অত ওপরের লোকত' আমি নই।

—আমি যদি স্বীকার কোরে নিই? এ কথা থাক। আমার শেষ কথাটার উত্তর দিন।

অরূপ হেসে ব'ল্ল—পরিচয়ের শেষ! শেষ না হোলেত এর শেষ নেই।

ছায়াদেবী ব'ল্ল—চুক্তির মাঝেই আমাদের পরিচয়, তারত' শেষ হোয়েছে।

অরূপ ব'ল্ল—কিন্তু পরিচয়ের মাঝেত' আর কোন চুক্তি নেই।

—আপনি সোজাভাবে কথা বলুন অরূপবাবু, আমার অনুরোধ।

—কি বোলব বলুন ?

—আমাদের পরিচয়ের কী এখানেই শেষ ? আমাদের মাঝে কোন সম্পর্ক কী আর থাকবে না ?

অরূপ আস্তে আস্তে ব'ল্‌ল—দেখুন এই সম্পর্ক নিয়েই যত গোলমাল। সকলেই ভাবছে, আমার তোমার সম্পর্ক কী ? ধনী দরিদ্র, শ্রমিক মালিক, শাসক শাসিত—ঐ এক কথাই ভাবছে আমাদের মাঝে সম্পর্ক কী ?

—আমি কিন্তু আমাদের কথাই বোলেছি।

—আবার সেই আমি, আমার ! এর বাইরে কি পথ নেই ?

—কী পথ ?

—তোমার আমার সম্পর্ক নির্ণয় কোরতে গেলেই গালে হাত পড়ে। তাই আমি বলি জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমরা চ'লব। এই চলার মাঝে পথের কিনারে যদি দেখা হয়—আবার আমরা মিলব। আর যদি দেখা নাই হয় আমরা আক্ষেপ কোরব কেন ?

ছায়াদেবী আস্তে কোরে বল্‌ল—দেখা যাক।

তখন প্রভাতের সূর্য অনেকখানি ওপরে উঠে পড়েছে !

সমাপ্ত